প্রাথমিক শিক্ষায় ডিপ্লোমা
(ডি. এল. এড্)
(DIPLOMA IN ELEMENTARY EDUCATION)
(D.El.Ed)

কোর্স - 507

সম্প্রদায় এবং প্রাথমিক শিক্ষা

ব্লক - 1

সমাজ, সম্প্রদায় এবং বিদ্যালয়

রাষ্ট্রীয় মুক্ত বিদ্যালয়ী শিক্ষা সংস্থান

A-24/25 প্রতিষ্ঠানিক এলাকা, সেকটর-62, নয়ডা

গৌতম বুদ্ধ নগর, ইউ পি-201309

ওয়েব সাইট : www.nios.ac.in

শিক্ষার্থী সহায়ক কেন্দ্র টোল ফ্রি নম্বর : 1800 180 9393

ই-মেল : lsc@nios.ac.in

কোর্স - 507 ''সম্প্রদায় এবং প্রাথমিক শিক্ষা''

পাঠ্যক্রমের ধারণার চিত্রপট

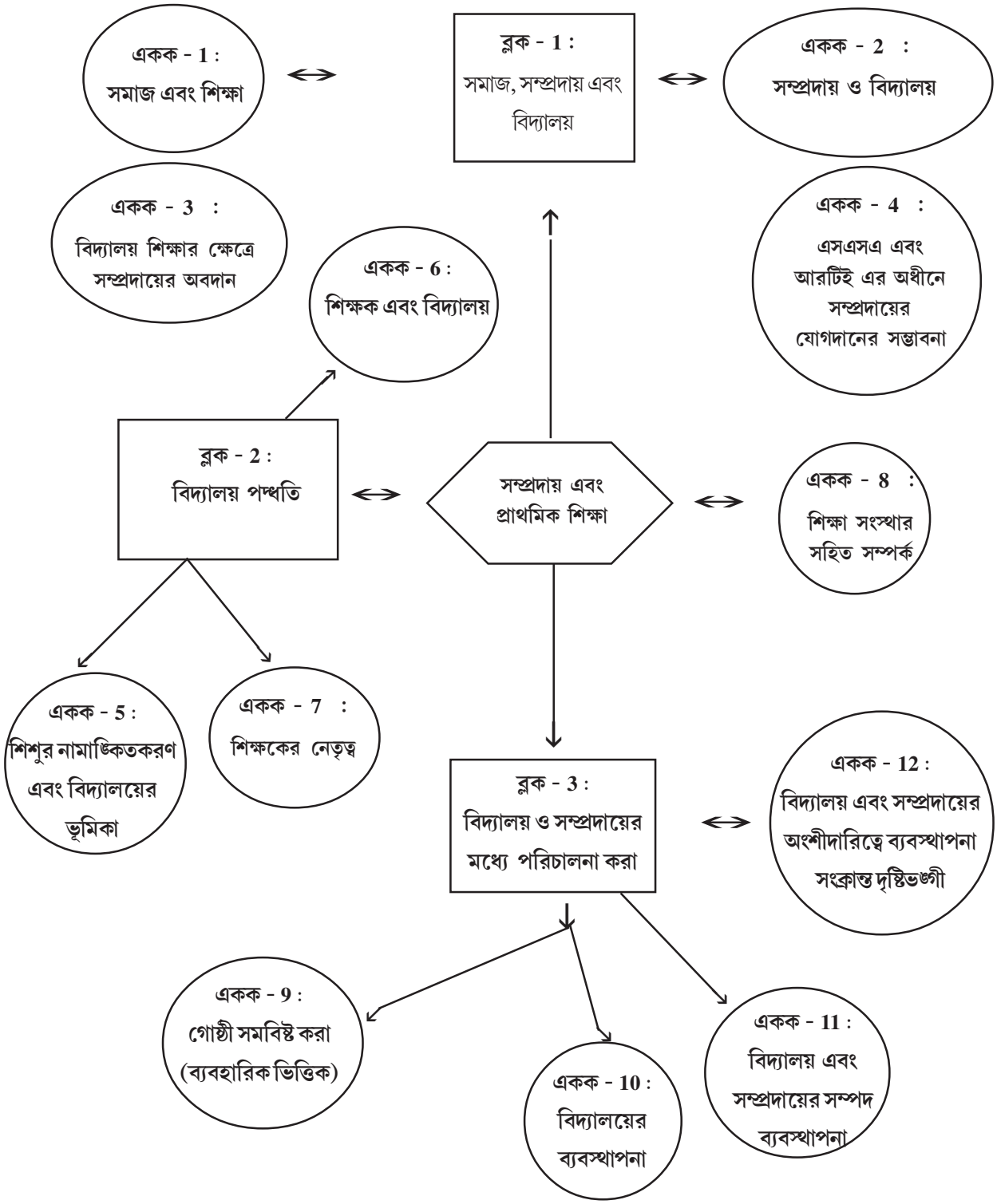

ব্লক - 1

সমাজ, সম্প্রদায় এবং বিদ্যালয়

ব্লক এককসমূহ (Block Units)

একক 1 *সমাজ এবং শিক্ষা*

একক 2 *সম্প্রদায় ও বিদ্যালয়*

একক 3 *বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে সম্প্রদায়ের অবদান*

একক 4 *এসএসএ এবং আরটিই এর অধীনে সম্প্রদায়ের যোগদানের সম্ভাবনা*

বিষয়সূচী

ক্রমিক সংখ্যা	এককের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
1	একক-1 : সমাজ এবং শিক্ষা	1
2	একক-2 : সম্প্রদায় ও বিদ্যালয়	20
3	একক-3 : বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে সম্প্রদায়ের অবদান	45
4	একক-4 : এসএসএ এবং আরটিই এর অধীনে সম্প্রদায়ের যোগদানের সম্ভাবনা	73

একক —1 : সমাজ এবং শিক্ষা

নোট

গঠন

1.0 – ভূমিকা

1.1 – শিখন উদ্দেশ্য

1.2 – সমাজ : অর্থ এবং এর প্রতিষ্ঠান সমূহ

1.3 – ভারতীয় সমাজের বিবর্তন

1.4 – সমাজ ও শিক্ষার মধ্যে সংযোগ

1.5 – সমাজের অঙ্গ হিসাবে বিদ্যালয়

1.6 – আসুন সার-সংক্ষেপ করি

1.7 – আপনার অগ্রগতি পরীক্ষা করুন

1.8 – প্রস্তাবিত সহায়ক পুস্তকসমূহ

1.9 – শব্দকোষ/সংক্ষিপ্ত রূপ

1.10 – একক শেষের অনুশীলনী

1.0 ভূমিকা :

এই এককে আপনাকে জানতে হবে সমাজ কাকে বলে?

ভারতীয় সমাজের চরিত্র এবং ব্যক্তিমানুষ ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক। সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যথা পরিবার, শিক্ষা, ধর্ম, রাষ্ট্র, অর্থনীতি ইত্যাদির সম্পর্কেও এটি বিস্তৃত আলোচনা করেছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমেই আপনি জানতে পারবেন এর মূল কাঠামো এবং সমাজে তার ভূমিকাকে। যেহেতু এই এককের শিরোনাম সমাজ ও শিক্ষা, সেহেতু সমাজ ও শিক্ষা ব্যবস্থার সম্পর্কের ওপরেই মূলতঃ আলোকপাত করা হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হল সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ এবং শিখন হল একটি সামাজিক উৎপাদন। এই সমাজের উন্নতিতে শিল্প ব্যবস্থার প্রধান অবদান আপনাকে জানতে হবে। অন্যদিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি ও বিকাশ রূপ পেয়েছে সমাজের নিয়ম ও মূল্যবোধের দ্বারা, যেটি কিনা সামাজিক সাংস্কৃতিক উপাদান, অর্থনৈতিক পরিবেশ ও রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতেই গড়ে উঠেছে।

↗↑

নোট

1.1 শিখন উদ্দেশ্য :

এই এককটি পাঠের পর আপনি যা জানতে পারবেন তা হল—

- সমাজ এবং তার অংশ হিসাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে-এর সম্পর্ক এবং কার্যাবলী ব্যাখ্যা করতে
- ভারতীয় সমাজের প্রকৃতি, বিবর্তন এবং শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্ক বর্ণনা করতে
- সমাজ ও শিক্ষার মধ্যে যোগসূত্রকে ব্যাখ্যা করতে
- সমাজের অঙ্গ হিসাবে বিদ্যালয়ের ভূমিকা আলোচনা করতে

1.2 সমাজ : অর্থ এবং এর প্রতিষ্ঠানসমূহ

সমাজ হল সম্পর্কের জালে বোনা। এই সম্পর্কগুলি মানুষের আচরণ এবং সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলিকে বোঝবার প্রধান উপায়। পরিবার, গোষ্ঠী ও সমাজের সঙ্গে আপনার বিভিন্নরকম সম্পর্কের বিষয়ে আপনাকে সচেতন থাকতে হয়।

পরিবারের মধ্যে মা বাবা, ছেলেমেয়ে, স্বামী-স্ত্রী, ভাই বোন এই সম্পর্কগুলি হল প্রাথমিক সম্পর্ক। আবার কাকা কাকী ভাইপো ভাইঝি এই সম্পর্কগুলি হল দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত সম্পর্ক। বন্ধু, প্রতিবেশী, বা এই ধরনের অন্য সম্পর্কগুলি তৃতীয় পর্যায়ভুক্ত শ্রেণির। এইসব সামাজিক সম্পর্কগুলিকে বুঝতে হয় সমাজে তাদের ভূমিকা ও অবস্থানের মধ্য দিয়ে। ভূমিকা বলতে বুঝি একজন ব্যক্তি মানুষের কার্যাবলী। একজন শিক্ষককে বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে পাঠদান, মূল্যায়ন দলগত কার্য ইত্যাদি কর্মে এবং বিদ্যালয় পরিচলন কার্যেও অংশগ্রহণ করতে হয়। একই ভাবে তাকে বাড়ীতে ও অন্য পরিবেশে নানা ধরনের কাজে নিযুক্ত হতে হয়। অতএব এইভাবে একজন ব্যক্তিকে প্রাত্যহিক জীবনে একই সঙ্গে নানাধরনের ভূমিকা পালন করতে হয়। যেমন একই ব্যক্তিকে তার সন্তানের কাছে বাবার ভূমিকা, তার বাবা মায়ের কাছে সন্তানের ভূমিকা, স্ত্রীর কাছে স্বামীর ভূমিকা, ভাই বোনেদের কাছে ভাই-এর ভূমিকা এবং ছাত্রদের কাছে শিক্ষকের ভূমিকা পালন করতে হয়। এইভাবে ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক প্রেক্ষিতে তার ভূমিকা বদলে যায়। স্বামাজিক অবস্থানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রতিটি ভূমিকা তার সামাজিক সম্মান নির্দ্ধারণ করে। সমাজের কিছু নিয়ম ও মূল্যবোধের ধারণা দ্বারাই ব্যক্তির ভূমিকা ও অবস্থান নিয়ন্ত্রিত হয়। অন্য কথায় বলতে গেলে এই নিয়ম ও মূল্যবোধ হল যে কোন সমাজেরই অলিখিত নির্দেশাবলী ও জাগ্রত বিবেকবোধ, যেটি সমাজের সদস্যরা জানে এবং পুরস্কার ও তিরস্কার এই ধারণার সঙ্গে যুক্ত হয়ে মানেও। অতএব এই সামাজিক সম্পর্ক, ভূমিকা, অবস্থান, নিয়মাবলী বা মূল্যবোধকে বোঝার মধ্যে দিয়ে সমাজকে বোঝাই হল আমাদের মূল প্রতিপাদ্য।

নোট

ল্যাটিন শব্দ 'societas' থেকে উদ্ভুত হয়েছে 'সোসাইটি' বা 'সমাজ' শব্দটি। যার অর্থ বন্ধু ও প্রতিবেশী। এটি ব্যবহৃত হত বিভিন্ন দল বা গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্ক বর্ণনা করতে। চিন্তাবিদ-সমাজতত্ত্ববিদ, সামাজিক নৃতত্ত্ববিদ্, সমাজবিজ্ঞানীগণ সমাজের ধারণাকে ব্যাখ্যা করেছেন। এইসব ব্যাখ্যার মধ্যে প্রধানত দুটি পথকেই সমাজের প্রাথমিক একক হিসাবে গণ্য করা হয়। ১-সামাজিক ক্রিয়া ও ২-মিথষ্ক্রিয়া (interaction). আমেরিকান সমাজতত্ত্ববিদ্ Maclver ও Page মনে করেন সমাজ হল মানবিক আচরণ ও স্বাধীনতার নিয়ন্ত্রক, বিভিন্ন দল গঠন ও বিভাজনের পারস্পরিক সাহায্যের এবং কর্তৃপক্ষের ব্যবহারের পদ্ধতি ও কার্যপ্রণালী।

অতএব সমাজ হল এক বৃহৎমানব গোষ্ঠী যারা পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়া করে একই সংস্কৃতি, ভূখণ্ড এবং জীবনযাত্রা প্রণালী ভাগ করে নেয়। এটির ব্যবহার অত্যন্ত ব্যাপক একটি ছোট গোষ্ঠী (গ্রাম) থেকে বিশ্বের মানব সমাজ পর্যন্ত বা সেই প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতি থেকে উত্তর আধুনিক সংস্কৃতি পর্যন্ত। এটির আবার সময় ও স্থান অনুযায়ী বদলও ঘটে। সমাজ ও সম্প্রদায়ের ধারণা দুটি এক নয়।

সমাজ হল একটি বৃহৎ সাধারণ এবং বিমূর্ত ধারণা, পক্ষান্তরে সম্প্রদায় (community) হল সমাজের উপাদান এবং তা একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল, ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক (যা 'আমরা' এই বোধ জাগায়) এবং সাংস্কৃতিক সমানতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য সম্বলিত।

আমেরিকান সমাজতত্ত্ববিদ. Talcott Parsons মনে করেন সমাজ হল একরকম সামাজিক পদ্ধতি এবং মিথষ্ক্রিয়া হল মানুষের আচরণকে ব্যাখ্যা করার প্রাথমিক একক। তাঁর মতে যতক্ষণ না মিথষ্ক্রিয়ায় বহু মানুষের যোগদান ঘটছে ততক্ষণ প্রতিটি ক্রিয়াকে সামাজিক বলা যাবে না।

একক ব্যক্তিত্ব ও সমাজ

প্রতিটি একক ব্যক্তিত্ব (individual)ই সমাজের সদস্য। প্রবহমানতার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে, সমাজের সদস্য হিসাবে আপনাকে অবশ্যই সে বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। সমাজ, সামাজিক সম্পর্ক ও তার গতিকে জানতে গেলে তার প্রধান একক উপাদান দুটি অর্থাৎ সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক প্রক্রিয়াকে জানতে হবে।

সমাজ ও সামাজিক সম্পর্ক যাতে মসৃণ ভাবে কাজ করতে পারে সেজন্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান একগুচ্ছ নিয়মের অবতারণা করেছে। সুপ্রতিষ্ঠিত, সহজে চেনা যায় এবং আপেক্ষিকভাবে স্থায়ী এই নিয়মগুলি মানুষের আচরণের বিভিন্ন দিকের নিয়ন্ত্রক হিসাবে তার ওপর পড়েছে। একটি সমাজে—পরিবার শিক্ষা, ধর্ম, অর্থনীতি, রাষ্ট্র ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলি সেই বিশেষ সমাজের নিয়ম ও মান অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এখন আমরা সবিস্তারে এই প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে অধ্যয়ন করব।

নোট

1. পরিবার হল প্রথম পাঠগৃহ যেখানে শিশু তার প্রারম্ভিক শিক্ষা গ্রহণ করে। মা এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা শিক্ষকের ভূমিকা পালন করে। প্রথাগত বিদ্যালয় ব্যবস্থাতেও শিক্ষক, ছাত্র ও অভিভাবকেরা সমাজের সদস্য হিসেবে সর্বদা সেই সমাজের সংস্কৃতি ও মান বহন করে নিয়ে যান। এই প্রচলিত সাংস্কৃতিক পেটিকা বা ধারণাই শিখনের সঙ্গে এক সাধারণ সম্পর্ক ও একই নির্মিত ঘটাতে সাহায্য করে।

বহু যুগ ধরে পরিবারই হল সমাজের মূলে অবস্থিত সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির মূল উপাদান। যে কোন গোষ্ঠী ও সমাজের মধ্যে পরিবারই হল প্রধান একক যা ব্যক্তিমানুষ ও সমাজের মধ্যে সংযোগকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করে, গোটা পৃথিবী জুড়ে এর বিশ্বজনীন উপস্থিতি। এটি সমাজ ও ব্যক্তিমানুষকে নানা কার্যপ্রদান করে—যেমন বৈবাহিক বন্ধন নিয়ন্ত্রণ, বৈধ প্রজনন, অপ্রাপ্ত বয়স্কদের যত্ন, মানবিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়ে অর্থনৈতিক একক হিসাবে কর্ম ইত্যাদি। এটি অন্যান্য সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলিকেও এই ভূমিকাগুলি প্রদান করে যেমন বিবাহ ও আত্মীয়তা সম্পর্ক। প্রায় প্রতিটি মানব সমাজেই পরিবারের অস্তিত্ব আছে। যদিও তারা এক সমাজ থেকে অন্য সমাজে বা সময় থেকে সময়ান্তরে গঠনগত ক্ষেত্রে ও নির্দিষ্ট কর্মের ক্ষেত্রে আলাদা হতে পারে।

2. ধর্ম—ধর্ম হল একটি সার্বজনীন প্রতিষ্ঠান। যা সেই প্রাচীনকাল থেকে উত্তর আধুনিক সমাজ পর্যন্ত বর্তমান। ফরাসী সমাজতত্ত্ববিদ Emile Durkhiem ধর্মকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এইভাবে—এটি পবিত্র বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিশ্বাস ও আচরণের একটি সমন্বিত পদ্ধতি। কার্ল মার্কস ছাড়া এ বিষয়ে অধিকাংশের মত ধর্ম সমাজে একটি ক্রিয়ামূলক (fumetional) ভূমিকা পালন করে। যদিও কোন কোন সময়ে এর অনমনীয়তা ত্রুটিপূর্ণ ক্রিয়াও করে। তবুও বলা যায় সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ধর্ম একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

3. অর্থনীতি—অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, উৎপাদন, বন্টন, ব্যয় ইত্যাদি সহ কার্যপদ্ধতি ও ছকের নিয়ম, পদ্ধতি উল্লেখ করে। সমাজের উন্নতির বিভিন্ন স্তরে অর্থনৈতিক ক্রিয়া ও তার প্রয়োজন অনুভব করা যায়। কার্ল মার্ক্সের মতে অর্থনীতিই হল যে কোন সমাজের প্রধান কাঠামো। এর ওপরেই অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি নির্ভর করে থাকে।

4. শিক্ষা—প্রতিটি সমাজেই শিক্ষার প্রক্রিয়া বর্তমান। প্রতি সমাজেই শিক্ষার দুটি সাধারণ কার্য রয়েছে। প্রথমত, শিক্ষার সার্বজনীন কাজ হল সমাজের সদস্যদের সামাজিক করে তোলা এবং পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে সংস্কৃতিকে প্রেরণ করা। দ্বিতীয়ত—মানবসম্পদ সংক্রান্ত সমাজের সব

নোট

চাহিদা পূরণ করা। আমাদের সামাজিকতার শিক্ষা দেয় গোষ্ঠী, পরিবার, সহপাঠী দল এবং প্রথাগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি। এর পাশাপাশি শিক্ষার অপর কাজ হল সামাজিক গতিশীলতা ও আন্তঃপ্রজন্মের পরিবর্তন লক্ষ্য করা। বর্তমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সমানাধিকার, প্রতিযোগিতা ও সাফল্য ইত্যাদি নীতির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। অতএব যে কোন শিক্ষিত ও যোগ্য শক্তি তার সামাজিক অবস্থানের উন্নতি ঘটাতে পারে।

5. রাষ্ট্র—প্রত্যেক সমাজেরই একটা শাসননীতি রয়েছে। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি তার সংগঠন এবং তার শক্তির বৈধ ব্যবহারের মাধ্যমে একটা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বজায় রাখে। T.B. Bottomore এর মতে রাষ্ট্র প্রধানতঃ ক্ষমতার বিভাজন ও সমাজের ওপর কর্তৃত্ব এই দুটি বিষয় নিয়েই বেশি ভাবনা করে।

এইগুলিই হল মূল প্রতিষ্ঠান, যার প্রভাব প্রায় সার্বজনীন ভাবে স্বীকৃত। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানগুলির কাঠামো ও কার্যের কিছু তফাৎ ঘটেছে। কিন্তু তাকে আমাদের সামাজিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই বুঝতে হবে। সামাজিক প্রক্রিয়া, সামাজিক মিথষ্ক্রিয়ার গতিশীলতাকে বর্ণনা করে। আবার এই সামাজিক মিথষ্ক্রিয়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে গড়া কাঠামোর মধ্যেই কাজ করে। দুটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রক্রিয়া হল সামাজিকতা ও সমাজের নিয়ন্ত্রণ, এগুলির বিষয়ে আমরা পরে জানব। যে কথা বলছিলাম বিদ্যালয় ও সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া ক্রমশঃই নিয়মনিষ্ঠ ও আমলাতান্ত্রিক হয়ে উঠছে। এই পদ্ধতি অনুসরণ করে বিদ্যালয়ের একটা অতি বিশাল আয়তনের কাঠামো তৈরী হচ্ছে কিন্তু তা গোষ্ঠী ও সমাজ থেকে দূরত্ব তৈরী করছে।

John Dewey লিখেছেন, 'আমরা বিদ্যালয়কে সর্বদাই ব্যক্তিতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখতেই পটু। যেমন ছাত্র ও শিক্ষকের সম্পর্ক বা শিক্ষক ও অভিভাবকের সম্পর্ক। এর পরিণতিতে এর দায়িত্ব ও ভূমিকার ক্ষেত্রে কিছুটা বিচ্যুতি ঘটেছে। যদি আমরা সমাজকে একটা সামাজিক পদ্ধতি হিসাবে দেখি তাহলে একে আমরা পাঁচটি উপ-পদ্ধতিতে বিভক্ত করতে পারি। যেমন পরিবার, শিক্ষা, ধর্ম, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতি। প্রতিটি উপপদ্ধতি আবার সামগ্রিকভাবে এই সমাজকে বাঁচিয়ে রাখতে এবং বজায় রাখতে নিজ নিজ কাজ করে থাকে। এইভাবে আমরা বলতে পারি যে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এই অংশে আপনারা সমাজের ধারণা গ্রহণ করলেন এবং বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তার সম্পর্ক ও গতিশীলতা সম্পর্কে অবহিত হলেন। আসুন এবার এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়ে আপনার অগ্রগতি পরীক্ষা করে নিন।

আপনার অগ্রগতির পরীক্ষা—1

টীকা— ক) উত্তরটি 50টি শব্দের মধ্যে লিখুন।

খ) এককের শেষে দেওয়া সম্ভাব্য উত্তরের সঙ্গে আপনার উত্তর মিলিয়ে নিন।

1. সমাজ বলতে কি বোঝানো হয়?

....

....

....

....

2. সমাজে পরিবারের ভূমিকা আলোচনা করুন।

....

....

....

....

1.3 ভারতীয় সমাজের বিবর্তন

ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা অত্যন্ত পুরোনো এবং জটিল ব্যবস্থা আদি ও মধ্য প্রস্তর যুগের সময়কাল থেকেই ভারতীয় উপমহাদেশের সমাজ বিবর্তনের শিকড় প্রোথিত রয়েছে। ভারতের ইতিহাসের সূচনার সন্ধান পাওয়া যায় প্রাচীন ও বৃহত্তম সভ্যতা সিন্ধু সভ্যতার সময় থেকেই। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে বোঝা যায় এই সভ্যতায় ছিল একটি সুসংবদ্ধ নাগরিক জীবন। যা গড়ে তুলেছিল নগর পরিকল্পনা, লিখন প্রণালী দিয়েছিলো সোনা ও তামার মত ধাতুর জ্ঞান, ওজন ও পরিমাপ পদ্ধতিসহ বহু অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। বৈদিক যুগে আমরা দেখি চতুর্বেদের উত্থান। যাতে রয়েছে মন্ত্র, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান সহ বৈদিক মডেলের শিল্পনীতির ধারণা।

ঐতিহাসিকভাবে ভারত পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ থেকে প্রধানতঃ ইউরোপ ও এশিয়ার নানা অংশ থেকে বহু অনুপ্রবেশকারী প্রবেশ করেছে। যেমন শক, পার্থিয়ান, কুষাণ, মোঙ্গল, মোগল, পর্তুগীজ, ব্রিটিশ, ফরাসী, ওলন্দাজ প্রমুখ জাতি। এই সব দেশ থেকে তারা তাদের সংস্কৃতিকে এদেশে বহন করে এনেছিল। কালক্রমে এইগুলি একে অপরকে প্রভাবিত করে এই উপমহাদেশকে মিশ্র সংস্কৃতির একটি মিশ্রণ পাত্রে (melting pot) পরিণত করেছে। এর ফলে ভারত হয়ে উঠেছে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের কেন্দ্র। সারা বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষ এখানে বসবাস

নোট

করে। বিভিন্ন জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায়, ধর্ম ও ভাষার অবস্থানই এর সামাজিক কাঠামো এবং সংস্কৃতিকে জটিল করে তুলেছে। এত বৈচিত্র্যপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও এটি বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য এই একাত্মকরণের পরিচয় দিয়ে থাকে।

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য

আপনারা বহু যুগ ধরে পরিচিত 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য' এই শব্দবন্ধের সঙ্গে পরিচিত। প্রাচীন যুগ থেকে ভারতে আগত বিভিন্ন বিদেশী পর্যটক যেমন মেগাস্থিনিস (খৃঃ পূঃ ৩১৫) ফা-হিয়েন (খৃ. ৪০৫-১১) মার্কোপোলো (১২৮৮ খৃঃ) ইবন বতুতা (১৩২৫ - ৫১ খৃঃ) এই বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করেছেন। আমরা এখন 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য' এর সংজ্ঞাগতরূপ এবং বর্তমানে ভারতীয় সমাজে এর বাস্তব রূপ আলোচনা করব। বিভিন্ন জাতি, অসংখ্য বর্ণ, উপবর্ণ ও দল, সমস্ত প্রধান ধর্মসমূহ তার শাখা, ধর্মবিশ্বাস, প্রধান সম্প্রদায়সমূহ, ভিন্নভিন্ন সাংস্কৃতিক অঞ্চল, ভাষা ইত্যাদির উপরেই বৈচিত্র্য গড়ে উঠেছে।

বৈচিত্র্যের বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ—

1. বর্ণসমূহ— বি.সি. গুহ ভারতীয় জনগোষ্ঠীতে 6টি প্রধান বর্ণগত বৈশিষ্ট্য দেখতে পেয়েছেন। নেগ্রিটো, প্রোটো অস্ট্রোলয়েড, মঙ্গোলয়েড, মেডিটেরানিয়ান, পশ্চিম ব্র্যাকিসেকলস ও নর্তিক। এর মধ্যে প্রথম তিনটি হল এই উপমহাদেশের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন অধিবাসী। 'অকৃত্রিম এই ধারণা অবশ্য এখন প্রায়শঃই ঘটে যাওয়া সামাজিক গতিশীলতার কারণে তার তেমন প্রাসঙ্গিক নয়। অধুনা 'এথনিক গ্রুপ' বা জাতিগত গোষ্ঠী এই শব্দই বেশী ব্যবহৃত হয়।

2. জাতি ও উপজাতি (কাস্ট)—আজও ভারতীয় সমাজে (কাস্ট) একটি বহুল পরিচিত শব্দ। অ্যানথ্রোপলিজিকাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার মতানুসারে ভারতে সম্প্রদায়গত ভাবে প্রায় ৪৬০০র বেশী জাতি ও উপজাতি রয়েছে।

বিভিন্ন সাহিত্য উপাদান থেকে পাওয়া এই কাল্পনিক শ্রেণিবিন্যাসের সঙ্গে বর্ণের একটা পার্থক্য রয়েছে।

যাই হোক এটি যে শুধু সামাজিক অবস্থান (status)ই নিয়ন্ত্রণ করে তা নয়, এটি সমাজে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আচরণও নিয়ন্ত্রণ করে।

3. ধর্মসমূহ—পৃথিবীর প্রধান ধর্মসমূহ যথা বৌদ্ধ, খ্রীশ্চান, হিন্দু, ইসলাম, জৈন, জুইশ, জরাথুষ্টবাদী ইত্যাদি অনুসরণ করে চলা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ ভারতীয় সমাজে একসঙ্গে বসবাস করে।

4. সম্প্রদায়—জাতি ও উপজাতি গোষ্ঠীর বাইরে, ভারতের 7.5% জনগোষ্ঠী জুড়ে রয়েছে প্রায় 700 ধরনের আদিবাসী ও প্রাচীন জাতিগোষ্ঠী। এরা আমাদের প্রচলিত বর্ণপ্রথার বাইরে বাস

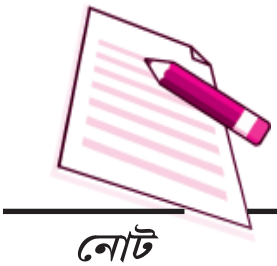

নোট

করে এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর থেকে আলাদা অবস্থান বজায় রাখে। তবে স্বাধীনতার পরে এদের উন্নতিকল্পে সরকারী নীতি কিছুটা সকলের সঙ্গে একীকরণের (ইন্টিগ্রেশন) দিকে এগিয়েছে।

5. ভাষা ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য—যেহেতু আমরা জানি সংস্কৃতি একটি বৃহৎ বিস্তৃত ধারণা, যেহেতু বৈচিত্র্যের কিছু উপাদানকেই আমরা এর অন্তর্ভুক্ত করেছি। আমাদের দেশে বিভিন্ন ভাষা ও সাংস্কৃতিক অঞ্চল রয়েছে। Grierson এর মধ্যে ভারতে আনুমানিক প্রায় 179টি ভাষা ও 544টি উপভাষা আছে। যদিও ভারতীয় সংবিধানে 22টি আঞ্চলিক ভাষা স্বীকৃতি পেয়েছে তার মধ্যে কিন্তু ভীল, গোন্ডী, কুমায়ূনী, টুলু, কুরুখ ইত্যাদি স্থান পায় নি। একই ভাবে ভাষা, উপভাষা, পোষাক, খাদ্যাভ্যাস ও অন্যান্য আচরণের ওপর ভিত্তি করে ভারতকে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে।

উল্লিখিত এতগুলি বৈচিত্র্যের মধ্যেও কিন্তু ঐক্যের সুর বাঁধা রয়েছে। সেইজন্য আমরা বলতে পারি বিভিন্নতা সবসময় সংঘর্ষ বা দ্বন্দ্বের অবতারণা ঘটায় না বরং সহাবস্থানও ঘটায়। এম. এন. শ্রীনিবাস দেখিয়েছেন ঐক্যের ধারণা হিন্দুধর্মের মধ্যেই রয়েছে যা এখানকার তিন চতুর্থাংশ মানুষ অনুসরণ করে। ভারতের দেশ গঠনেও এই ঐক্যবোধ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

1. এক রাজনৈতিক সত্ত্বা :

রাজনৈতিক ভাবে প্রাচীনকালে এই সমগ্র উপনিবেশ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ও গুপ্ত বংশের অধীনে ছিল। মুঘল রাজত্ব থেকে ব্রিটিশের রাজত্ব ও একই রাজনৈতিক শাসনে ছিল, তাই বলা যায় প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত ভারতে সামান্য কয়েকটি বিচ্যুতি ছাড়া বরাবরই একটা রাজনৈতিক ঐক্য বজায় ছিল।

2. ভারতীয় উপমহাদেশে ভূখণ্ডগত ঐক্য :

ভৌগোলিক ভাবে সমগ্র উপনিবেশকে হিমালয় পর্বত ও ভারত মহাসাগর ঘিরে রেখে একই বৈশিষ্ট্য দিয়েছে। যদিও অভ্যন্তরে উত্তর হিমালয়,আরাবল্লী পর্বতশ্রেণি, উপদ্বীপিয় ভারত ইত্যাদি নামে তফাৎ করা হয়েছে তবুও এর অসংখ্য নদী যা তাকে ঘিরে রেখেছে তা একে ঐক্যের বাধনে বেঁধেও রেখেছে।

3. এক ধরনের সংস্কৃতি :

ভারতের ইতিহাসের প্রতি পাতায় রয়েছে এক সংস্কৃতির ছবি। সম্রাট অশোক তার অহিংসা আদর্শের দ্বারা সারা ভারতে এক সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ঐক্য এনেছিলেন। মুঘল সম্রাট আকবর দীন-ই-ইলাহী ধর্মের মধ্যে দিয়ে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের সমন্বয়ের পথ দেখিয়েছিলেন। সবথেকে

নোট

বড় কথা হল আমাদের গ্রামগুলিতে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষ তাদের জীবনযাত্রা পদ্ধতি ভাগ করে নিয়ে, একে অপরের উৎসবে যোগদান করে ভারতীয় ঐক্যের সূত্রে পরস্পরের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে।

4. বর্ণ ব্যবস্থা : বর্ণাশ্রম প্রথা ভারতকে এক সমাজে বেঁধে রেখেছে। বর্ণ-ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে যে সামাজিক শ্রেণিবিভাগ হয়েছে এটা কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলে আবদ্ধ নেই। বরং তা সমগ্র ভারতকে এক সামাজিক গোষ্ঠী ও তার অবস্থান এবং ভূমিকা বর্ণনা করেছে।

5. ঐতিহাসিক সত্য : ভারতীয় উপমহাদেশের দীর্ঘ একই রকমের ঐতিহাসিক সত্যতা এর একটা অভূতপূর্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রদান করেছে। 5000 বছরের পুরোনো সমাজ সাংস্কৃতিক সমন্বয় প্রচেষ্টা, আত্তীকরণ এবং পরিশোষণের মধ্যে দিয়ে এবং নতুন সামাজিক-সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী তৈরীর মাধ্যমে এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য রচনা করেছে। আমরা যদি জাতি ও উপজাতির সংখ্যার দিকে নজর দিই তবে দেখব এই সামাজিক গতিশীলতার পথে নতুন নতুন বহু গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছে।

6. হিন্দু ধর্মের বাইরে বর্ণ ব্যবস্থা : হিন্দু সামাজিক বিন্যাসে জাতি উপজাতি কি অস্তিত্ব রয়েছে। অথচ দীর্ঘ এবং সাধারণ ঐতিহাসিক সত্যতা দেখায় যে হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী নয় এমন মানুষের মধ্যেও এই সামাজিক স্তর বিন্যাস বজায় থেকেছে এনথ্রোপলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (1991) দেখেছে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যেও এই জাতিভেদ প্রথা রয়েছে। এটি প্রমাণ করে উপমহাদেশে সাংস্কৃতিক আত্তীকরণ ঘটেছে।

অতএব একদিকে যেমন আমাদের জাতি, বর্ণ, ধর্ম, সংস্কৃতি ও গোষ্ঠীর মধ্যে নানা বৈচিত্র্য আছে তেমনি অন্যদিকে, এক রাজনৈতিক ঐক্য, ভৌগোলিক ঐক্য, একক বর্ণ, বর্ণাশ্রম প্রথা সবই ভারতকে এক ঐক্যসূত্রে বেঁধে রেখেছে। শিক্ষার মূল লক্ষ্য হল বিভিন্ন সামাজিক কাজের মধ্যে যে বিভিন্নতা আছে তাকে জোড়বদ্ধ করে তাকে স্থায়ী করা। সমজাতিক এবং বহুজাতিক ব্যবস্থার প্রশংসা করে শিক্ষা ব্যবস্থা দেশ গঠনে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে, যাকে Durkhiem বলেছেন 'অর্গানিক সলিডারিটি' বা জৈবিক একসূত্রতা। A.R. Desai (1976) তার গ্রন্থ Social Background of Indian Nationalism এ ব্যাখ্যা করেছেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকালে তার জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও বিবর্তনকে। তিনি বলেছেন স্বাধীনতা সংগ্রাম করলে এই ভিন্নতাগুলিকে বাধা হিসাবে গণ্য করা হলেও তারা ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ছাতার তলায় সবাই এক হতে পেরেছিল এবং এক দেশের জন্য লড়াই করেছিল।

দ্বিতীয় বিভাগটি ভারতীয় সমাজ এর প্রধান সংজ্ঞা বিবর্তন ও দেশ গঠন প্রক্রিয়ার বর্ণনা করেছে। এখন এই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আপনার অগ্রগতি পরীক্ষা করুন।

নোট

আপনার অগ্রগতির পরীক্ষা—2

মন্তব্য— ক) উত্তরটি 50টি শব্দের মধ্যে লিখুন।

খ) আপনার উত্তর একক শেষে সম্ভাব্য উত্তরাবলীর সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

1. ভারতীয় সমাজের ঐক্যের 4টি বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

....

....

....

....

2. পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ থেকে আগত আদিবাসী গোষ্ঠীর তালিকা প্রস্তুত করুন।

....

....

....

1.4 সমাজ ও শিক্ষার সঙ্গে সংযোগ :

শিক্ষাকে সাধারণ ভাবে সমাজের ভিত্তি স্বরূপ মনে করা হয় যা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, সামাজিক প্রতিপত্তি ও রাজনৈতিক স্থায়িত্ব এনে দেয়। এটি আধুনিক সমাজের উন্নতির একটি প্রধান উপাদান, এবং কোন অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নের সূচক। Emile Durkheim সমাজের সংরক্ষনের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার ভূমিকার ওপর জোর দিয়েছেন। বিশেষতঃ যেখানে একটি জটিল সমাজের মধ্যে পরিবার তার অপ্রতুল সরঞ্জামের জন্য শিশুকে বৃহত্তর সমাজের চাহিদা অনুযায়ী প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার শিক্ষা দিতে পারে না। John Dewey বিস্তৃত ভাবে এ কথাই বলেছেন তার দুটি রচনার মধ্যে সেগুলি হল (1) বিদ্যালয় ও সমাজ (1899) এবং গণতন্ত্র ও শিক্ষা (1916)। তিনি যুক্তি দিয়ে বুঝিয়েছেন স্কুল কোন বিচ্ছিন্ন একক নয়, বরং এটি হল সমাজের একটি ক্ষুদ্র প্রতিফলন। স্কুলের মূল লক্ষ্য হল সামাজিক উন্নতির বৃদ্ধিকে লালনপালন করা এবং গণতন্ত্রের প্রসার ঘটান। অন্যান্য বহু চিন্তাবিদ্ যেমন লিও টলস্টয়, আন্তনীয় গ্রামসি, Panlo Freire, Brasil Bernstein, Ivan Illich, Sarvapalli Radha Krishnan, MK Gandhi শিক্ষা ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক বর্ণনা করেছেন।

শিক্ষার সামাজিক কার্যাবলী :

শিক্ষার সঙ্গে সমস্ত মানুষেরই সম্পর্ক রয়েছে, এবং এটি হল সব সমাজেরই একটি প্রাথমিক চাহিদা। John Dewey বলেছেন সামাজিক চাহিদা সম্পন্ন হওয়ার জন্য এটি সমাজের নানান প্রধান কাজ করে থাকে।

নোট

(ক) **সংস্কৃতির সঞ্চালন :** মানুষই পৃথিবীকে গড়ে তোলেন যে কোন সংস্কৃতির প্রধান উদ্দেশ্য হল এই গড়ে তোলাকে সংরক্ষণ করে পরবর্তী প্রজন্মের কাজে সঞ্চালিত করা। অন্য প্রাণীদের থেকে এই সংস্কৃতিই আমাদের আলাদা করেছে। প্রত্যেক সমাজেরই একটা নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আছে যা সে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে সংরক্ষণ করে প্রবাহিত করেছে। শিক্ষার সবথেকে বড় ভূমিকা হল এই ঐতিহ্য সংস্কৃতি দক্ষতা ও জ্ঞানকে সমাজের নতুন সদস্যদের হাতে তুলে দেওয়া। সেইহেতু সংস্কৃতি হল সমাজ ও শিক্ষার মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ যোগসূত্র, আপনি অবশ্যই সমাজ ও শিক্ষার সঙ্গে সংস্কৃতির কি সম্পর্ক তা বুঝতে আগ্রহী হয়েছেন। ব্যাপক অর্থে সংস্কৃতি মানব সমাজের সবকিছুকে নিয়েই তৈরী, ব্রিটিশ সমাজ নৃতত্ত্ববিদ E.B. Tylor সংস্কৃতি বা কৃষ্টিকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এইভাবে—সমাজের সদস্য হিসাবে মানুষ যে জ্ঞান, বিশ্বাস, কলাজ্ঞান, নিয়মনীতি, প্রচলিত রীতি ও অভ্যাস অর্জন করেছে তবেই একটি জটিল সমগ্র। সমাজের আদিপর্ব থেকেই আমরা দেখি প্রত্যেক সমাজই পরিবার, গোষ্ঠী ও অন্যান্য প্রথাগত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তার সদস্যদের অত্যন্ত ও শিক্ষিত করে তুলতে চায়।

(খ) অসাম্য ও অসমতা কমিয়ে আনা—শিক্ষা আমাদের জ্ঞান দান করে। জ্ঞানই হল শক্তি। শিক্ষা সমাজের নানা সমস্যার সমাধান করে সমাজের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন 'আমাদের সমস্যাগুলির সমাধান খুঁজে পাওয়ার মধ্য দিয়ে আমরা পৃথিবীর সম্যসা সমাধানেও সাহায্য করে থাকি, যদি ভারত পৃথিবীকে কোনো সমাধান সূত্র দিতে পারে তবে তা হবে মানবতার প্রতি তার অনবদ্য এক অবদান। শিক্ষার মাধ্যমে একজন যেমন জ্ঞানার্জন করতে পারে তেমনি ক্ষমতায়নেও অংশ নিতে পারে। ভারতীয় প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থা কিন্তু সার্বজনীন বা সমতাযুক্ত ছিল না। এটি অভিজাত চরিত্রের এবং যুক্তিনির্ভর হওয়ার বদলে ধর্মীয় উদ্দেশ্যেই গঠিত, যা আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে অসাম্যের জন্ম দিয়েছে। স্বাধীনতার পরে সংবিধানে (অনুচ্ছেদ 21 ক এবং 45) এই অভিজাত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটিয়েছে। বিভিন্ন গবেষণামূলক অধ্যয়নে দেখা যাচ্ছে ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়াও চালু হয়েছে। UN Millennium Development Goals (2000) যে আটটি লক্ষ্য স্থির করেছে তার মধ্যে এখানে দুটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমটি হল সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ও দ্বিতীয়টি হল লিঙ্গসমতা আনা। ভারত সহ পৃথিবীর 189 টি দেশ এটির বিষয়ে সহমত হয়েছে। এই লক্ষ্যেই জাতীয় কার্যক্রমে সর্বশিক্ষা অভিযানের (SSA) ধ্বজা উত্তোলিত হয়েছে। নারী শিক্ষার জন্য মহিলা বা বাস্তুহারা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয় ইত্যাদির উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। আঞ্চলিক অসমতার ক্ষেত্রে দেখা যায় আঞ্চলিক উন্নয়ন সর্বদাই তার শিক্ষাগত মান ও অবস্থানের ওপর নির্ভরশীল। তাই যে কোন অঞ্চলের শিক্ষা স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক অবস্থানের ওপর তার উন্নয়ন নির্ভর করে।

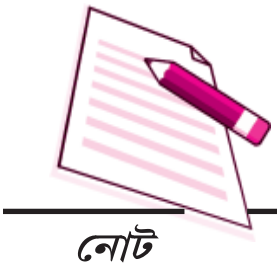

নোট

(গ) সামাজিক গতিশীলতা ও সামাজিক পরিবর্তন—

সামাজিক স্তরবিন্যাস হল একটি সার্বজনীন সামাজিক বিষয়। যে কোন সমাজের সামাজিক পদনুক্রমে (hierarchy) ব্যক্তিগত ও দলগত অবস্থানের যে চলন হয় তাকেই সামাজিক গতিশীলতা বলে। সামাজিক গতিশীলতার দুটি প্রধান উপাদান হল বিনামূল্যে আবশ্যিক শিক্ষা তাকে তার শিক্ষাগত ও আর্থিক অবস্থানের পরিবর্তন ও প্রসার ঘটাতে সাহায্য করেছে। ভারতে, স্বাধীনতার সময় থেকে শিক্ষায় সমতার সুযোগ এসেছে যা আগে সংকুচিত ছিলও।

(ঘ) নতুন জ্ঞানের প্রসারণ—শিক্ষার মাধ্যমে যে অর্জিত হয় তা আবার জীবনে সাফল্য আসতে সাহায্য করে। শিক্ষার মাধ্যমে আমাদের নিত্য নতুন প্রয়োজন চরিতার্থ করবার জন্য সঞ্চিত জ্ঞানের সঙ্গে নতুন জ্ঞানের যোগ ঘটাতে পারি। প্রয়োজনই হল উদ্ভাবনের জননী। এক বর্বর সমাজ থেকে বর্তমানের উত্তর আধুনিক সমাজের মধ্যে যে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তা সম্ভব হয়েছে মূলতঃ নানা উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের মাধ্যমে, আগুন, চাকা ও ধাতুর সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞানার্জন পৃথিবীর সভ্যতার উন্নতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এটি মানুষের খাদ্য সংগ্রাহকের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে তাকে কৃষি উৎপাদনকারী সমাজে পরিণত করে। মানব সভ্যতার ইতিহাসে এরকম নতুন জ্ঞানের অনেক উদাহরণ আছে। বর্তমানের কারিগরী বিপ্লবের সহায়ক ইন্টারনেট, মাল্টিমিডিয়া এবং যোগাযোগব্যবস্থা গোটা পৃথিবীকে একটি গ্রামে পরিণত করেছে।

(ঙ) ব্যক্তিগত উন্নতি—ব্যক্তির সাফল্যের ক্ষেত্রে শিক্ষার বড় ভূমিকা রয়েছে। শিক্ষা শিক্ষার্থীকে শিক্ষা প্রদানের ক্ষমতা দেয়, যা তাকে পরবর্তী জীবনে কাজের পৃথিবীতে শারীরিক মানসিক ও সামাজিক ভাবে দক্ষ করে তোলে। উচ্চশিক্ষা একটি স্বাস্থ্যবান সমাজ তৈরী করে যা স্বাস্থ্যের যত্ন সম্পর্কিত পেশা, উপভোক্তা এবং স্বাস্থ্যবান জনসমাজ দ্বারা গঠিত। যদি শিক্ষিত মানুষের সংখ্যায় ঘাটতি দেখা যায়, তবে সমাজও তার অগ্রগতি বন্ধ করে দেবে।

অতএব সমাজের প্রতি শিক্ষার ভূমিকা সামগ্রিক। এখানে শিক্ষা ব্যবস্থা, প্রথাগত, ঘরোয়া (informal) ও অ-প্রথাগত (non-formal) শিক্ষা নিয়ে গঠিত। এদের সমন্বয় সময় ও স্থানভেদে পরিবর্তিত হতে পারে।

ঘরোয়া শিক্ষা ব্যবস্থা সমাজ যখন থেকে আছে তবে থেকেই থেকে যাওয়া এক সর্বপ্রাচীন শিক্ষার ধরন।

প্রথাগত ও অপ্রথাগত শিক্ষা উন্নতির পরবর্তী ধাপে সংযোজিত হয়েছে। ঘরোয়া শিক্ষার প্রেক্ষিতে এটি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্কের পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করে। এই শিক্ষার লক্ষ্য সর্বদাই মূল্যবোধের মধ্যে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত থাকে। এর সঙ্গে সরাসরি কোনো ডিগ্রী বা ডিপ্লোমার

নোট

সংযোগ নেই। কিন্তু প্রথাগত ও অপ্রথাগত দু ধরণের ব্যবস্থাকেই এটি সম্পূরণ (সাপ্লিমেন্ট) করে। এই সকল শিক্ষার প্রকার কিন্তু সারা পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে একই রকমভাবে উদ্ভূত হয় নি। অশিক্ষিত জনসংখ্যার শতকরা হিসেব 10% থেকে 65% পর্যন্ত হেরফের হয় কম উন্নত দেশগুলিতে। অন্যদিকে উন্নত দেশগুলিতে এর হেরফের হয় 2% থেকে 17%, (World Development Report 2000)।

এই অংশে আপনারা সমাজ ও শিক্ষার মধ্যে সম্পর্ককে জানলেন বিশেষতঃ সমাজে শিক্ষার সামাজিক কার্যাবলী এবং এর উন্নতিতে তার অবদান বিষয়ে। তবে এখন এই প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আপনার অগ্রগতি পরীক্ষা করুন।

আপনার অগ্রগতির পরীক্ষা—3

মন্তব্য— ক) উত্তরটি 50টি শব্দের মধ্যে লিখুন।

খ) এককের শেষে দেওয়া সম্ভাব্য উত্তরাবলীর সঙ্গে উত্তর মিলিয়ে নিন।

1. শিক্ষা কিভাবে সমাজের অসাম্যতা দূর করতে পারে?

.....

.....

.....

.....

2. 'শিক্ষা উন্নতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সূচক'—মন্তব্য কর।

.....

.....

.....

.....

1.5 বিদ্যালয়-সমাজের একটি অঙ্গ :

এর আগের অধ্যায়ে আমরা সমাজে শিক্ষার ভূমিকা এবং আমাদের উন্নতিতে নিবেদিত গণতান্ত্রিক ও উদার প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিদ্যালয়কে লক্ষ্য করেছি। এবারে এর বিপরীতে শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর সমাজের প্রভাব বিশেষতঃ প্রভাবশালী সংস্কৃতি, অসম এবং স্তরীভূত সমাজের প্রভাব দেখব। বিদ্যালয় সমাজের একটি অংশ। সার্বজনীন (common) একই অসম ও স্তরীভূত সমাজ থেকে শিক্ষক শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকের আগমন ঘটেছে।

বিদ্যালয়কে কখনোই আলাদা বিচ্ছিন্নভাবে দেখা যাবে না। সমাজ ও শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির

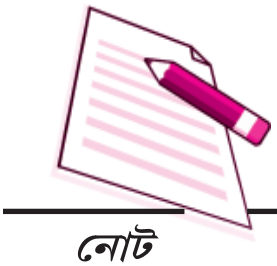

নোট

ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সমাজ সাংস্কৃতিক উপাদান, রাজনৈতিক অবস্থা ও আর্থ সামাজিক পরিবেশের ভূমিকার ওপর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি, উদ্দেশ্য এবং পাঠক্রমের উন্নতি নির্ভর করে।

শিক্ষা পদ্ধতির ওপর সমাজের প্রভাব :

(ক) **সমাজ সাংস্কৃতিক (Socio-cultural)** প্রভাব যে কোন সমাজেই সমাজ সাংস্কৃতিক উপাদানের সঙ্গে শিক্ষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে। সামাজিক কাঠামো, সামাজিক নিয়ম এবং মূল্যবোধ ব্যবস্থা থেকেই শিক্ষার পদ্ধতি উদ্ভূত হয়েছে। বিদ্যালয় হচ্ছে মানব সমাজের সেই সৃষ্টি যা সাংস্কৃতিক উপাদানকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে সঞ্চালিত করে। ঘরোয়া শিল্পের বিন্যাসে—সামাজীকীকরণ হল একটা পদ্ধতি যার মাধ্যমে সম্প্রদায়গুলি তাদের সদস্যদের সমাজের নিয়ম ও মূল্যবোধের শিক্ষা দেয়। চিরাচরিত প্রথায় শিক্ষা সাধারণতঃ বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান যেমন ক্রীশ্চান মিশনারী, মুসলিম মাদ্রাসা, বৌদ্ধ মন্নাস্টারি এবং অন্যান্য ধর্মীয় সংগঠনগুলি প্রদান করত। এই সংগঠনগুলি সাধারণতঃ ধর্মান্তকরণ এবং তাদের ধর্মীয় আদর্শই প্রচার করত। এটি শুধু যে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, প্রতিটি গোষ্ঠীতে তাদের নিয়ম ও মূল্যবোধ সঞ্চালিত করে এই শিক্ষা ও সামাজীকীকরণ প্রক্রিয়ায় সমাজে যে গোঁড়ামি এবং তারতম্য আছে যেমন পদোন্নতির ক্রম, স্তরীভূতকরণ এবং সহজাত অন্যান্য ইত্যাদিকেও আমরা সঞ্চালিত করি। অভিজাত সংস্কৃতির প্রাধান্য, লিঙ্গ বৈষম্য এবং অন্যান্য সামাজ সংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ও তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। Pierre Bourdieu একজন ফরাসী সমাজতত্ত্ববিদ বলছেন শিক্ষা, প্রাধান্যবিস্তারকারী শ্রেণীর সংস্কৃতিকেই স্থায়ী করে। এই ব্যাপারটিকে তিনি বলেছেন 'কালচারাল রিপ্রোডাকশান' বা 'সাংস্কৃতিক পুনর্গঠন'। একই ভাবে Paulo Freire বলেছেন শিক্ষাদান প্রক্রিয়াকে, শিক্ষাদান পদ্ধতি এবং ভাষা, পোষাক ও শোষিতের মধ্যে ব্যবধান রচনা করে। এই সময়ে বিদ্যালয়ের প্রধান ভূমিকা হচ্ছে নৈতিক কর্তৃত্বের অধিকারী হিসাবে মানুষকে জীবিকার জন্য তৈরী করে দেওয়া। বিদ্যালয় কখনোই গোষ্ঠীর প্রভাবশালী শ্রেণির আজ্ঞাবহ হবে না।

(খ) **অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী :** সুযোগের সমস্ত বিধান হল গণতন্ত্র ও ভারতীয় সংবিধানের শিক্ষার বিষয়ের মূল কথা, যদিও এটা ক্রমশ প্রকাশিত হচ্ছে যে সুযোগের সমানতা প্রদান বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে আয়ত্ব করা অতীব কঠিন। অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান ক্রমশই বাড়াচ্ছে। অ্যাপেল (2004) অনুযায়ী জ্ঞানের সঙ্গে অর্থনৈতিক উৎপাদনের কিছুটা যোগসূত্র রয়েছে। ভারতীয় বাজারের চাহিদা অনুযায়ী এই পেশাভিত্তিক কোর্সগুলি যেমন—ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারি, এম.সি. এ, এম. বি.এ. এবং এই ধরণের অন্যান্য ব্যবহারিক কোর্সগুলির চাহিদা খুবই

নোট

বেশী। এইজন্য সমাজের অর্থনীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটি যে কোন অঞ্চলের মানুষের উন্নতি ও শিক্ষাগত উন্নতির ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। কার্ল মার্ক্স মনে করেছেন অর্থনীতিই হল সমাজে ক্ষমতা ও প্রাধান্য বিস্তার করার প্রধান স্তম্ভ। এছাড়া শিক্ষা ব্যবস্থা সমাজের প্রভাবশালী অংশের নিয়ন্ত্রণকে বৈধতা দিতে একটি প্রধান ভূমিকা পালন করে। এইভাবে, অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ সম্পদ সৃষ্টি করলেও শিক্ষাগত শক্তিই পারে তাকে স্থায়িত্ব ও বৈধতা দিতে।

(গ) **রাজনৈতিক অবস্থা এবং এর প্রভাব :** রাষ্ট্রের প্রকৃতি রাজনৈতিক দল তার আদর্শ ও নীতি সমাজে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রকৃতি ও নীতি নির্দ্ধারণ করে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক শিক্ষা উন্নয়নের আদর্শের কথা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করলেও ওর অন্তর্নিহিত অসাম্যই হচ্ছে রাষ্ট্রের প্রধান দুর্বলতা। ভারতীয় গণতন্ত্র এখনো সর্বজনীন বিদ্যালয় ব্যবস্থার লক্ষ্য অর্জন করতে পারে নি। সব গণতান্ত্রিক সমাজই সকলের জন্য শিল্পকে উন্মুক্ত করতে পারে নি। পার্থক্যমূলক অবস্থানের জন্য বঞ্চিত ও প্রান্তিক শ্রেণির জনগণ কখনোই শিক্ষার অঙ্গনে সমান প্রবেশিধিকার পায় নি। এর বিপরীতে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বললেও যেখানে নিরপেক্ষ শিক্ষার বদলে নিজ রাজনৈতিক মতাদর্শের কথা দৃঢ়ভাবে গেঁথে দেয়। সোভিয়েত রাশিয়ার কম্যুনিস্ট জমানা এবং জার্মানীর নাৎসী আদর্শ এর দুটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। 1933 সালে নাৎসী জার্মানীর শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশুদের প্রশ্নাতীত ভাবে নাৎসী আদর্শ মেনে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, এবং 1917 র সোভিয়েত রাশিয়ায় তাদের সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচী অব্যাহত রাখার জন্য তৈরী হয়েছিল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিও সত্যের অনুসন্ধান স্থলের পরিবর্তে হয়ে উঠেছিল রাজনৈতিক সামাজীকীকরণের স্থল।

উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলির শিক্ষা ব্যবস্থা ও তার উন্নয়নের ওপর গভীর প্রভাব রয়েছে। এই তিনটি উপাদান ছাড়া সমাজের ঐতিহাসিক সত্যতা ভৌগোলিক প্রসঙ্গ ও অন্যান্য জটিলতা শিক্ষা পদ্ধতি ও সমাজের সামগ্রিক উন্নতির ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে। এইসব প্রভাব ক্ষমতার ক্ষেত্রে তফাৎ, পারিবারিক প্রেক্ষিতের তফাৎ সত্ত্বেও বিদ্যালয়ে সার্বজনীন শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুদের অনন্য সম্ভাবনাকে বিকশিত করবার অধিকার পাওয়া উচিৎ।

এই শেষ অংশে আপনারা শিক্ষাক্ষেত্রে সমাজের ভূমিকা জানলেন। তিনটি উদাহরণ যথা সমাজ-সাংস্কৃতিক (Socio-cultural) অর্থনৈতিক ও সমাজের রাজনৈতিক পরিবেশ শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতিতে কতটা ভূমিকা পালন করে তা দেখলেন। এবার এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়ে আপনার অগ্রগতি যাচাই করুন—

নোট

আপনার অগ্রগতির পরীক্ষা—4

নোট— ক) উত্তরটি 50টি শব্দের মধ্যে লিখুন।

খ) আপনার উত্তর একক শেষে দেওয়া সম্ভাব্য উত্তরাবলীর সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

1. শিক্ষা ব্যবস্থাকে কোন কোন সামাজ-সাংস্কৃতিক উপাদান প্রভাবিত করেছে?

.....

.....

.....

.....

2. কিভাবে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রভাব বিস্তার করেছে?

.....

.....

.....

.....

1.6 আসুন সারসংক্ষেপ করি :

এই এককে আপনি সমাজের ধারণা এবং এর গঠনের প্রধান উপাদান যথা পরিবার ধর্ম, শিক্ষা, রাষ্ট্র এবং শিক্ষাব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে এবং সমাজের অগ্রগতিতে এদের যৌথ ভূমিকাকে জানতে পারলেন। আমরা ভারতীয় সমাজ সম্পর্কে জানতে পেরেছি ইতিহাসের অন্তঃস্তল থেকে কিভাবে এর উদ্ভব তাও জানতে পেরেছি। ইতিহাস কেবলমাত্র কতগুলি প্রধান ঘটনাকেই বর্ণনা করে না, ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য ধারণাকেও স্পষ্ট করে। যে কোন সমাজ বা তার শিক্ষা ব্যবস্থাকে বুঝতে গেলে তার সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যকেও বোঝা খুবই দরকারী।

সমাজ গঠনের আদিপর্ব থেকেই সমাজ ও শিক্ষার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। একদিকে শিক্ষা ব্যক্তিকে সামাজিক বিভিন্ন ভূমিকা পালনের জন্য তৈরী করে দেয়। অপরদিকে সমাজ ও সংস্কৃতি সামাজীকীরণের ব্যবস্থা করে ও এর সদস্যদের মধ্যে শিক্ষার প্রকৃতির প্রবেশ ঘটায়। সরল থেকে জটিল যে কোন সমাজেরই তার তরুণ প্রজন্মকে শিক্ষা দেওয়ার নিজস্ব পদ্ধতি থাকে এবং সেইভাবেই প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে ওঠে। শেষ দুটি অংশে এই বোধের দিকেই আলোকপাত করা হয়েছে। প্রথমতঃ, শিক্ষাই পৃথিবীর অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যে থেকে মানবজাতিকে পৃথক করেছে। দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে সমাজ কখনো ক্ষতিকারক ভূমিকাও পালন করেছে।

নোট

1.7 অগ্রগতি পরীক্ষার জন্য উত্তরাবলী :

অগ্রগতি পরীক্ষা করুন—1

i) সমাজে সম্পর্কগুলি জালের মত বিস্তৃত। যেটিকে তার ভূমিকা ও অবস্থান দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। Maclver ও Page বলেছেন সমাজ হল মানবিক আচরণ ও স্বাধীনতার নিয়ন্ত্রণ, বিভিন্ন দলবদ্ধতা গঠন ও বিভাজনের, পারস্পরিক সাহায্যের এবং কর্তৃত্বের একটি ব্যবহারবিধি।

ii) পরিবার হল প্রতিটি সমাজের সর্বপ্রধান বা মূল একক। এটিই প্রথম বিদ্যালয়, যেখান থেকে শিশুরা শিক্ষা শুরু করে। এটি সমাজের ও ব্যক্তিমানুষের প্রতি নানা দায়িত্ব ও ভূমিকা পালন করে। যথা বৈবাহিক বন্ধন নিয়ন্ত্রণ, বৈধ প্রজনন, শিশুর যত্ন, মানুষের আচরণের নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি এবং ভোগের জন্য একটি অর্থনৈতিক একক হিসাবেও কাজ করে। অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যথা বিবাহ এবং আত্মীয়তা নির্দ্ধারণের ক্ষেত্রেও দায়িত্ব পালন করে।

অগ্রগতি পরীক্ষা করুন—2

i) ভারতীয় সমাজকে বোঝবার জন্য ঐক্যের ধারণা বোঝা খুব জরুরী।

ক) ভারতীয় উপমহাদেশের ভৌগোলিক একাত্মতা

খ) সমগ্র ভারত ইতিহাস জুড়ে ছড়িয়ে থাকা সর্বজনীন, সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ

গ) একক 'বর্ণ' ও 'বর্ণাশ্রম' প্রথা যা ভারতকে ঘিরে রেখেছে

ঘ) দীর্ঘ সর্বজনীন ঐতিহাসিক সত্যতা ভারতকে অন্যান্য সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার দান করেছে।

5000 বছরের পুরোনো সমাজ তার সাংস্কৃতিক সমন্বয় ও আত্তীকরণের ক্ষেত্রে এক অনন্যতা প্রদর্শন করেছে।

ii) ঐতিহাসিক ভাবে ভারতে পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে বিশেষতঃ ইউরোপ ও এশিয়া থেকে শক, পার্থিয়ান, কুপণ, মোঙ্গল, মুঘল, পর্তুগীজ, ব্রিটিশ, ফরাসী, ওলন্দাজ ও অন্যান্য জাতি প্রবেশ করেছে।

অগ্রগতি পরীক্ষা করুন—3

i) শিক্ষা সমাজের অসাম্য ও অসমতার মত সমস্যার সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। শিক্ষার মাধ্যমেই একজন তার অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান বদলাতে পারে। তাই শিক্ষাগত অবস্থান বদলের মাধ্যমেই ব্যক্তি ক্ষমতা অর্জন করতে পারে এবং ক্ষমতায়নের দিকে এগোতে পারে। এটা নারীর সাক্ষরতা এবং নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। একইভাবে যে কোন অঞ্চলের আঞ্চলিক উন্নতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক অবস্থানের ওপর নির্ভর করে।

ii) শিক্ষা হল সমাজের ভিত্তি যা অর্থনৈতিক সম্পদ, সামাজিক প্রতিপত্তি ও রাজনৈতিক স্থায়িত্ব

নোট

বহন করে আনে। এটি যে কোন অঞ্চলের, সমাজের সামগ্রিক উন্নতির সূচক, শিক্ষা আমাদের দেয় জ্ঞান, এবং জ্ঞান দেয় ক্ষমতা। বর্তমানে শিক্ষাই হল ব্যক্তি ও সমাজের যোগ্যতা ও উন্নতির প্রধান মাপকাঠি। সারা পৃথিবীতেই এটি মান্যতা পেয়েছে। ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট (WB) হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট (U.N.) এবং সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট (CSD) এ কথাই বলেছে।

অগ্রগতি পরীক্ষা করুন—4

i) সমাজ ও শিক্ষার মধ্যে এক সামাজিক সংস্কৃতির পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটেছে এর সামাজিক কাঠামো, সামাজিক নিয়ম ও নীতিবোধের মধ্যে দিয়ে। বিদ্যালয় হল মানবসমাজের তৈরী সেই প্রতিষ্ঠান যার মধ্য দিয়ে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে সাংস্কৃতিক উপাদান প্রবাহিত হয়ে যায়। তাই সমাজের অঙ্গ হিসেবে রয়েছে বিদ্যালয় ও তার শিক্ষক শিক্ষার্থী, অভিভাবক সকলেই এসেছেন একই অসম এবং স্তরিত সমাজ থেকে। তাই বিদ্যালয়কে কখনোই বিচ্ছিন্নভাবে দেখা যাবে না।

ii) রাষ্ট্রের প্রকৃতি, রাজনৈতিক দলের আদর্শ ও নীতি শিক্ষা ব্যবস্থার প্রকৃতি সমাজের প্রতি তার নীতিকে নির্দ্ধারিত করে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থার দাবী করলেও, তারা নিরপেক্ষ শিক্ষার বদলে এতে তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রচার করতে চায়, 1933 সালে নাৎসী জার্মানীতে স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থাকে এমনভাবে সাজানো হয়েছিল যাতে শিশুরা প্রশ্নাতীত ভাবে নাৎসী আদর্শকে মেনে নিতে পারে। আবার 1917 সালের পর সোভিয়েত রাশিয়ায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কমিউনিস্ট বিষয়সূচি পালনের জন্য এগুলি সত্যের অনুসন্ধান স্থলের পরবর্তী রাজনৈতিক সামাজীকীকরণের স্থল হয়ে উঠেছিল।

1.8 প্রস্তাবিত সহায়ক পুস্তকসমূহ

Dube, S. C. (1996) Indian Society, National Book Trust, New Delhi

Maclver, R. M. and Page, C. H. (1996) Society : An Introductory Analysis, Macmillan India, Madras

Apple, Michael (2004) Ideology and Curriculum, Rutledge, New York

Kumar, Krishna (1992) What is Worth Teaching? Orient Longman, New Delhi

Antonio Gramsci, David Forgacs, Eric J. Hobsbawm (2000) the Antonio Gramsci Reader : Selected Writing, 1916-1935, New York University Press

Paul Freire (1970) Pedagogy of the Oppressed, (translated in 1982) Seabury Press, New York

নোট

K. S. Singh (1991) The People of India, Anthropological Survey of India, Government of India, New Delhi

1.9 শব্দকোষ/সংক্ষিপ্ত রূপ

1. সম্প্রদায় — একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাসকারী একদল মানুষ যারা একটিই সংস্কৃতি অনুসরণ করে এবং যাদের মধ্যে একাত্মবোধ রয়েছে, তাকেই সম্প্রদায় বলে।

2. সামাজীকরণ—এটি একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে সম্প্রদায় ও পরিবার তার নবীন সদস্যদের শিক্ষা দিতে চায়। এরা তাদের সামাজিক রীতি নীতি শিক্ষা দেয়। সামাজিক রীতি ও নীতি অনেক সময়ে যুক্তিপূর্ণ বৈধ-আইন এবং পদ্ধতি থেকে আলাদা হয়। তবে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজও পরিবর্তিত হয়।

3. প্রথাগত শিক্ষা—প্রথাগত শিক্ষা হল একটি নিয়মানুগ সংগঠিত শিক্ষার মডেল। এটি গঠনগত ও পরিচালনগত দিক থেকে কতগুলি বিধিনিয়মের মধ্যে থেকে উদ্দেশ্য, বিষয় ও প্রণালী বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কিছুটা অনমনীয় পাঠ্যক্রম তৈরী করেছে। সাধারণতঃ আমাদের স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয় এই শিক্ষা পদ্ধতিই অনুসরণ করে।

4. অ-প্রথাগত শিক্ষা—প্রথাগত শিক্ষার মত এর নির্দিষ্ট কোন ধরাবাঁধা বৈশিষ্ট্য নেই। এখানে ছাত্রের উপস্থিতি বা ছাত্র শিক্ষকের সংযোগের দরকার পরে না। বেশীরভাগ ক্রিয়াকলাপই প্রতিষ্ঠানের বাইরে হয়। যেমন, ঘরে বসে পড়া বা অন্যান্য কাজ এর পাঠক্রম ও প্রণালী বিজ্ঞান হয় নমনীয়। ছাত্রের প্রয়োজন এবং উৎসাহের ওপর নির্ভরশীল। এটি প্রত্যেকের নিজস্ব গতি ও চাহিদার দিকে নজর দেয়। অ-প্রথাগত শিক্ষার মধ্যে মুক্ত ও দূরশিক্ষা ব্যবস্থাও পরে। কারণ এর বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে অ-প্রথাগত শিক্ষা পদ্ধতির মিল রয়েছে।

1.10 একক শেষের অনুশীলনী

1. সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।
2. ভারতীয় সমাজের বৈচিত্র্য আলোচনা কর।
3. সমাজের উন্নতির ক্ষেত্রে শিক্ষার প্রধান ভূমিকা আলোচনা কর।
4. প্রথাগত ও অ-প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থার পার্থক্য নির্দেশ কর।
5. শিক্ষা ও সামাজীকীকরণ কিভাবে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত ব্যাখ্যা কর।

নোট

একক—2 : সম্প্রদায় ও বিদ্যালয়

গঠন

2.0 – ভূমিকা

2.1 – শিখন উদ্দেশ্য

2.2 – সম্প্রদায়কে বোঝা (সমাজ ও সম্প্রদায়ের সম্পর্ক)

2.3 – প্রাথমিক শিক্ষার প্রেক্ষিতে সম্প্রদায়

2.4 – সম্প্রদায় ও বিদ্যালয়ের সাধারণ ক্ষেত্র

2.4.1. – শিক্ষার্থীর ভাষায় উন্নতির ক্ষেত্রে সম্প্রদায়ের প্রভাব

2.4.2. – শিক্ষার্থীর সাংস্কৃতিক উন্নতির ক্ষেত্রে সম্প্রদায়ের প্রভাব

2.4.3. – শিক্ষার্থীর জীবনমুখী দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সম্প্রদায়ের প্রভাব

2.5 – সারসংক্ষেপ করি

2.6 – অগ্রগতি পরীক্ষার উত্তরাবলী

2.7 – নির্দেশিত সহায়ক পাঠ গ্রন্থাবলী

2.8 – একক সমাপ্তির অনুশীলন

2.0 ভূমিকা :

আগের এককে আপনারা সমাজ ও ভারতীয় সমাজের বহুমুখীনতা সম্পর্কে জেনেছেন এই এককে আপনারা জানবেন সম্প্রদায়ের অর্থ ও কিভাবে বৃহৎ সমাজের অঙ্গ হিসাবে একই সাধারণ (কমন) সংস্কৃতি, দেশাচার/পরম্পরা/লোকাচার বিদ্যা/সংযোগের মাধ্যম (ভাষা) এবং বিভিন্ন জীবনমুখী দক্ষতা সহকারে সম্প্রদায় শিশুর বিদ্যালয় শিক্ষাকে প্রভাবিত করে।

বিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্প্রদায়ের যোগসূত্র শিশুর বিদ্যালয় শিক্ষাকে প্রভাবিত করে। বিদ্যালয় সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের চাহিদা, প্রয়োজন, স্বার্থ পূরণ করে থাকে।

2.1 শিখন উদ্দেশ্য

এই একক পড়ার পর আপনি যা পারবেন

- সমাজের ক্ষুদ্রপ্রতিলিপি হিসাবে সম্প্রদায়কে ব্যাখ্যা করতে
- প্রাথমিক শিক্ষার প্রেক্ষিতে সম্প্রদায়ের ভূমিকা বিচার করতে
- বিদ্যালয় ও সম্প্রদায়ের যোগসূত্র ব্যাখ্যা করতে

নোট

- শিক্ষার্থীর ভাষা বিকাশে সম্প্রদায়ের প্রভাব বর্ণনা করতে
- শিক্ষার্থীর সাংস্কৃতিক উন্নয়নে সম্প্রদায়ের প্রভাব বর্ণনা করতে
- শিক্ষার্থীর জীবনমুখী দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সম্প্রদায়ের ভূমিকা পর্যালোচনা করতে।

2.2 সম্প্রদায়কে বোঝা (সমাজ ও সম্প্রদায়ের সম্পর্ক)

সম্প্রদায়কে বোঝার আগে আমাদের সম্প্রদায়ের অর্থ জানতে হবে। সাধারণ ভাষায় সম্প্রদায় হল আন্তঃনির্ভরশীল একদল মানুষ যাদের এক স্বার্থ একই পরম্পরা অনুসরণ করে।

সকলের জন্য শিক্ষা ভারতীয় চিত্র (MHRD ১৯৯৩)

সম্প্রদায়কে বুঝবার আগে আমাদের জানতে হবে সম্প্রদায়ের অর্থ। চলতি কথায় সম্প্রদায় হল আন্তঃনির্ভরশীল একদল মানুষ যারা এক স্বার্থ, একই পরম্পরা অনুসরণ করে নিজস্ব রীতিনীতি পালন করে সেই জনসমজের কল্যাণ ও উন্নতির জন্য।

অ্যারিস্টটল প্রথম 'সম্প্রদায়' শব্দকে ব্যাখ্যা করেছিলেন এইভাবে যে, একই মূল্যবোধের অংশীদার একদল মানুষের তৈরী একটি দল। বিভিন্ন প্রকার সম্প্রদায় রয়েছে। প্রথম হল ভৌগোলিক সম্প্রদায়, এটি তৈরী সদস্যদের বাসস্থান অনুযায়ী যেমন গ্রাম বা জেলা, দ্বিতীয় হল প্রাচীন জাতিগত বর্ণগত ও ধর্মীয় সম্প্রদায় যেখানে সদস্যরা জাতির প্রাচীনত্ব বর্ণ ও ধর্মের পরিচিতিতে বাস করে। এরা ভৌগোলিক অবস্থানের সদস্যদের মধ্যেই বসবাস করে। তৃতীয়টি হল পরিবারের মধ্যে ভাগ করে নেয় অথবা শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। দল যা গড়ে উঠেছে অভিভাবক সমিতি বা ঐ ধরনের দল থেকে যা শিক্ষার্থীর মঙ্গলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত (Bray ১৯৯৬)। জৈবিক ধারণায় সম্প্রদায় হল একটি মিথষ্ক্রিয়াকারী জীবন্ত উদ্ভিদ (living organism) দল যারা জনবহুল পরিবেশে বাস করে।

ইন্টারনেটের আবির্ভাবের ফলে সম্প্রদায়ের ধারণা আর কেবলমাত্র ভৌগোলিক অবস্থানে সীমাবদ্ধ নেই যেহেতু এখন মানুষ ভার্চুয়ালি এক অনলাইন গোষ্ঠীতে আবদ্ধ হয়ে কোনো

নোট

বাস্তব অবস্থান ছাড়াই এক সাধারণ স্বার্থের আদানপ্রদান করতে পারে। সর্বোপরি সম্প্রদায় হল আদানপ্রদান ও সংযোগকারী জ্ঞান। যা সকলকে বেড়ে উঠতে সাহায্য করছে।

যেহেতু পরিবারের তুলনায় সম্প্রদায় তুলনামূলকভাবে একটু বড় সামাজিক একক, তাই সম্প্রদায়ের কার্যাবলী পরিবারের কার্যাবলীর ধারাবাহিকতা এবং অগ্রসরতার রূপ। এছাড়া এর সঙ্গে সঙ্গে সম্প্রদায় শিশুর প্রথাগত শিক্ষারও ব্যবস্থা করে থাকে। বাড়ীর মত এও একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। যা কার্যকরী ও নিয়মানুগ ব্যবস্থার পথে কাজকে বোঝার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। অবশ্যাম্ভাবীরূপে এটি পরিবারের থেকে কিছুটা বেশী সর্বজনীনভাবে এবং সমাজের তুলনায় কিছুটা কম সর্বজনীনভাবে কাজ করেছে।

আপনি কি স্থানীয় সম্প্রদায়ে কোনো বৈচিত্র লক্ষ্য করেন? কেন?

স্থানীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায় তার কারণ হল—1. জনসংখ্যা (যথা—গ্রাম সম্প্রদায়, নগর সম্প্রদায় বা শহর সম্প্রদায়) 2. ভাষা, 3. ধর্ম 4. সামাজিক গঠন, 5. ঐ জনসমাজের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থা এবং সাংস্কৃতিক জীবনধারা। ভারতে গ্রাম সম্প্রদায় মূলতঃ জাতি, ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মের ওপর নির্ভর করে বিভাজিত হয়। কিন্তু শহরে এই সামাজিক বিভাজন নির্ভর করে ব্যক্তির আর্থ সামাজিক অবস্থানের ওপর যা ঐ সম্প্রদায়কে গড়ে তোলে।

যে সব মানুষ আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে উচ্চস্থানে অবস্থান করে তারা সাধারণতঃ শিক্ষার ক্ষেত্রে সচেতন থাকে এবং উচ্চগুণমান যুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পেয়ে থাকে। অন্যদিকে গ্রামে এবং উপজাতি সম্প্রদায় বা শহরের বস্তিবাসী সম্প্রদায় আর্থিকভাবে দুর্বল হওয়ার জন্য তাদের চাহিদা পূরণ করতে পারে এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পায় না।

যেহেতু আমরা জানি যে সম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্যে একই ধরণের সামাজিক ঘটনা নিয়ে আলাপ আলোচনা ও নিরবচ্ছিন্ন মিথষ্ক্রিয়া ঘটে, সেহেতু এটাই সাম্প্রদায়িক জীবনযাত্রায় দৃশ্যমান হয়। সাম্প্রদায়িক জীবনের প্রকৃতি ঐ সম্প্রদায়ের সদস্যদের হস্তক্ষেপের ওপর নির্ভর করে থাকে। সম্প্রদায়ের সদস্যদের খোলামেলা মিথষ্ক্রিয়ার (অপরদিকে একইভাবে) ওপর সম্প্রদায়ের মুক্তজীবনযাত্রা নির্ভর করে।

কিভাবে সম্প্রদায়কে বুঝতে হবে

- ঐ সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে মিশতে হবে, তাদের সংস্কৃতি এবং তারা কিভাবে একে অপরের সঙ্গে মিথষ্ক্রিয়া করে তা জানতে হবে।
- স্থানীয় সংস্কৃতি, ভাষা এবং পরম্পরার প্রতি মুক্তমনা বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহানুভূতিশীল হতে হবে।
- কোন সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠানের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে ইচ্ছুক?
- সম্প্রদায়ের নানা অনুষ্ঠানে মূল তথ্য দিতে পারবেন এমন গোষ্ঠীপতির সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করুন।

নোট

বিয়ে, উৎসব, ধর্মীয় অনুষ্ঠান ইত্যাদির মত অসংখ্য অপ্রথাগত পদ্ধতির মাধ্যমে সম্প্রদায় তার বোধ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনযাত্রা, রীতি ইত্যাদি তার ছোটদের আত্মস্থ করায়।

অতএব এর জড়িত থাকার কারণের জন্যই সম্প্রদায়কে বোঝা অত্যন্ত জরুরী। এটা মনে রাখা দরকার যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন রকম উপাদান থাকতে পারে যা কখনো একইরকম বা কখনো আলাদা রকমভাবে ক্রিয়াশীল হয়ে সম্প্রদায়গুলির অনন্যতা নির্দেশ করে। সেইজন্য এগুলিতে নির্দিষ্ট প্রেক্ষিত অনুযায়ী বুঝতে হবে। কোন সম্প্রদায়, দল অথবা পরিবারই সমপ্রকৃতির নয়। তাই সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য ও ক্ষমতার সমীকরণসহ পরিপ্রেক্ষিত বোঝা এবং পরীক্ষা করা মোটেই সহজ নয়।

সমাজের কাজের সঙ্গে সম্প্রদায় কতটা মাত্রায় যুক্ত হচ্ছে তা পরীক্ষা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ কোনো কোনো সম্প্রদায় পরম্পরাগতভাবে সম্প্রদায়ের কার্যক্রমে অংশ নেয় আবার কেউ কেউ বিদ্যালয় অথবা অন্য কোন সম্প্রদায়ের সদস্যদের সঙ্গেও কাজ করতে আগ্রহী হয় না।

অগ্রগতি পরীক্ষা করুন—1

সম্প্রদায় বলতে আপনি কি বোঝেন? সম্প্রদায়কে বোঝবার জন্য দুটি পদ্ধতি তালিকাভুক্ত করুন।

2.3 প্রাথমিক শিক্ষার প্রেক্ষিতে সম্প্রদায়

আমরা জানি সম্প্রদায় সামাজিক মূল্যবোধ, সংস্কৃতি পরম্পরাগত রীতি, ধর্ম, বিশ্বাস ও ভাষা ধারাবাহিকতা ও উন্নতি বজায় রাখতে সাহায্য করে, এরই সঙ্গে শিক্ষার ও প্রসার ঘটায়। কারণ আমরা শিশুকে যা শেখাই তারা এই প্রেক্ষিতেই বেঁচে থাকে, শেখে ও প্রয়োগ করে। সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষগুলি হল, শিক্ষার্থীর বাবা মা, অভিভাবক, পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা, প্রতিবেশী এমনকি যারা বিদ্যালয়ের আশেপাশে বসবাস করে। ইতিহাসে এমন প্রচুর উদাহরণ আছে ডেলোর (Delor) কমিশনে (১৯৯৬)এর মতে শিক্ষাগত সংস্কারের সাফল্যের ক্ষেত্রে প্রধান পক্ষ হল স্থানীয় সম্প্রদায়। যাতে রয়েছে অভিভাবক, প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষকবৃন্দ। যেসব দেশে শিক্ষা সংস্কার সফল হয়েছে সেখানে বাবা মা, শিক্ষক ও স্থানীয় সম্প্রদায় দৃঢ় ও স্থায়ী অঙ্গীকার করেছে এবং ধারাবাহিক কথোপকথন এবং প্রযুক্তিগত আর্থিক সাহায্য দিয়েছে। তাই যেকোন সফল সংস্কার কৌশলের পেছনে স্থানীয় সম্প্রদায়ের প্রধান ও সর্বোচ্চ ভূমিকা অনস্বীকার্য।

কিভাবে সম্প্রদায় শিক্ষার ওপর প্রভাবের ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে?

সম্প্রদায়ের গঠনগত ও ক্রিয়ামূলক বিশিষ্টতা সেই সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীর শিক্ষার ব্যাপ্তি

নোট

প্রকৃতি এবং গুণগত মান নির্ধারণ করে। এই শিশুদের শিক্ষা প্রক্রিয়ায় সম্প্রদায়গত উপাদান কখনো অন্তরায় তৈরী করে অথবা কখনো সুগম করে। এই উপাদানগুলিকে বুঝলে বিদ্যালয়ে শিক্ষানুষ্ঠান এবং শিক্ষা পরিকল্পনার আরও উন্নত পরিকল্পনা ও তার প্রয়োগ ঘটানো সম্ভব। এর ফলশ্রুতিতে সম্প্রদায়ের উন্নতিতে শিক্ষার প্রভাবকে আরও প্রসারিত করা যাবে। সম্প্রদায়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ গঠনগত ও ক্রিয়ামূলক বৈশিষ্ট্য যা শিক্ষাকে প্রভাবিত করতে সাহায্য করে তাহল সামাজিক জনসংখ্যাগত তত্ত্ব (সোশিও ডেমোগ্রাফিক) এবং জাতির গঠন, পেশাগত নিদর্শন, বিশ্বাস পদ্ধতি, দেশাচার ও ঐতিহ্য, লিঙ্গ ভূমিকা শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা, অক্ষম দুঃস্থ ও প্রান্তিক মানুষের প্রতি মনোভাব এবং সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি।

শিক্ষা ব্যবস্থায় বিকেন্দ্রীকরণের দ্বারা বিদ্যালয় ব্যবস্থাতে আরও বেশী নমনীয়তা আনা সম্ভব। যেমন বিদ্যালয়ের সময়ের পরিবর্তন, স্থানীয় আর্থ সামাজিক পরিস্থিতি অনুযায়ী ক্যালেন্ডারের সময়সূচী বদল ইত্যাদি। শিক্ষা কমিশন (1964-66) স্বীকার করে নিয়েছে সম্প্রদায়কে সংশ্লিষ্ট রেখে স্থানীয় স্তরে পরিকল্পনা করা অত্যন্ত জরুরী। জাতীয় শিক্ষা নীতি 1986, সংশোধিত ক্রিয়ার কার্যাবলী 1992 এবং সংবিধানের 73 ও 74তম সংশোধন ও একে স্বীকৃতি দিয়েছে।

স্বাধীনতার সময় থেকে আমাদের দেশে শিক্ষার উন্নতিতে প্রাথমিক শিক্ষার সর্বব্যপ্তকরণ (ইউনিভার্সালাইজেশন) বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রাথমিক শিক্ষায় সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরী।

যদি আমরা স্থানীয় অধিবাসীদের অংশগ্রহণ ঘটাতে চাই তাহলে তাদের সম্পর্কে জানতে হবে, তাদের সঙ্গে পরিস্থিতি ও সমস্যার বিশ্লেষণ করে আলোচনা করতে হবে কি করা উচিত। এইরকম একটি উদাহরণ হল রাজস্থানে শিক্ষকদের ক্রমাগত অনুপস্থিতির সমস্যা সমাধানে 'শূন্যস্থান পূর্ণ' এই শিরোনামে শিক্ষাকর্মী প্রকল্প।

শিক্ষাকর্মী প্রকল্প (SKP) হল দুর্গম ও দূরবর্তী এলাকায় অনুপস্থিতিজনিত সমস্যাকে সামলাবার জন্য দুজন সাধারণ গ্রামবাসীকে বেছে নেওয়া হয়েছে পূর্ববর্তী শিক্ষিত কিন্তু ধারাবাহিকভাবে অনুপস্থিত প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকের স্থলে। তারাই শিশুদের শিক্ষার দায়িত্ব নেয়। এই স্কীমটি সম্পূর্ণভাবে সাধারণ ব্যক্তির অসাধারণ সম্ভাবনার ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে। সাধারণ শব্দটির অর্থ এই যে এই গ্রামবাসী দুজনের মধ্যে পুরুষেরা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত এবং মহিলাদের মাত্র পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্তই প্রথাগত শিক্ষা রয়েছে। অথচ তাদের শিক্ষাদানের মাধ্যমে তারা সত্যি সত্যি শিশুদের অভিভাবকদের এবং সম্প্রদায়কেও অনুপ্রেরণা দিয়েছে শিক্ষাকেন্দ্র/ বিদ্যালয়কে শিক্ষার জন্য ইতিবাচক ও পছন্দসই স্থান হিসাবে মনে করতে। অপর একটি অসাধারণ আবিষ্কারের ফলস্বরূপ বয়স্ক মহিলাদের ব্যবহার করা গেছে 'মহিলা সহযোগী' হিসাবে। অসুবিধাজনক স্থানে তারা স্কুলে মেয়েদের দেওয়া নেওয়া করে ও তাদের ভাইবোনেদের দেখাশুনা করে। এগুলি একদা শূন্য বিদ্যালয় গৃহে প্রাণ ফিরিয়ে এনেছে। কিন্তু এই অনুভূতিকে দীর্ঘস্থায়ীভাবে ধরে রাখাই একটা চ্যালেঞ্জ।

নোট

শিল্প সম্প্রদায়ের যোগদানের অপর উদাহরণ হল PROPEL। এটা একটা হাতেকলমে করা গবেষণামূলক প্রকল্প যাতে গ্রামীন সম্প্রদায়কেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছক তৈরী করতে উৎসাহিত করা হয়। এটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল প্রকল্পের মালিকানা এবং নিয়ন্ত্রণ থাকে গ্রামবাসীদের ওপরেই। ফলে এই প্রোগ্রামের সাফল্য বা ব্যর্থতা সবই ঐ গ্রামবাসীদের ওপরেই বর্তায়।

সবার জন্য শিক্ষা ভারতীয় চিত্র (MHRD ১৯৯৩)

লোক জুজ্বিশ—রাজস্থানের ওপর নির্ভর করে গড়ে তোলা এক শিক্ষামূলক প্রকল্প। রাজপুত ইতিহাসের সত্যতা পর্যটকদের টানে। কিন্তু এটি একটি পিছিয়ে পড়া রাজ্য। যেখানে চিরাচরিত রাজস্থানী সমাজ সক্রিয়ভাবে মহিলাদের ঘরের বাইরে বেরোতে নিষেধ করে। সেখানে একদল লোককে তৈরী করা হল। মানুষের দ্বারা মানুষের জন্য আন্দোলনে শিক্ষার একটা পরিবেশ তৈরী করা হল যাতে কাজে লাগল মানুষের জ্ঞান ও দক্ষতা। এটিকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য প্রতিটি ধাপে এটি কাজে লাগল। এইভাবে শিশুকে যথাযথ মনোপযোগী শিক্ষা দেওয়ার প্রক্রিয়াতে শিক্ষকদের সংযুক্তি ঘটানো হল। গোষ্ঠী হল এই প্রকল্পের প্রধান ভিত্তি।

SSA (সর্বশিক্ষা অভিযান)—এটিও বিকেন্দ্রীকরণ নীতি এবং বিদ্যালয়ে সম্প্রদায়ের মালিকানার ওপর জোর দেয়। পরিকল্পনার জন্য মানুষের বাসস্থানের স্তর থেকে সম্প্রদায় ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গীকে অনুসরণ করা হয়েছে এবং বিদ্যালয়ের কর্মকান্ডকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। বিদ্যালয় ভিত্তিক নানা কাজের মধ্যে দিয়ে সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিদ্যালয়কে সম্প্রদায়ের কাছে একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হয়েছে।

সম্প্রদায়ের মালিকানা অনুভূতি ও দৃষ্টিভঙ্গী ছাড়া আর কিছু নয়। এটা আমাদের বিদ্যালয় এবং এটা আমাদের ছেলেমেয়েদের জন্য হচ্ছে এই ভাবনাটা কোন চিরস্থায়ী ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত না হয়ে সহযোগিতার ভিত্তিতে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সাম্প্রদায়িক মালিকানার বিভিন্ন সূচক হল—

- বিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্প্রদায়ের দেওয়া নেওয়ার সম্পর্ক।
- সম্প্রদায়ের দ্বারা জরুরী প্রয়োজনে বিদ্যালয়ের যত্ন নেওয়া।
- বিদ্যালয়ের সকল কর্মসূচীতে সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ।

নোট

- শিখন ক্রিয়াতেও যুক্ত থাকতে পারা
- সম্প্রদায় শিক্ষণ ও শিখন ক্রিয়াতে অংশ নেয়, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ক্রিয়াকলাপের হস্তান্তর, বিদ্যালয়ের গুণগত ও পরিমাণগত দৃষ্টিভঙ্গীর বিষয়ে মতামত দেয়।

প্রাথমিক শিক্ষার সর্বজনীন কারণ হল প্রাসঙ্গিক। এই প্রাসঙ্গিকতা এই দেশে নানা ধরণের সম্প্রদায় থাকার জন্য নানা ধরণের হয়েছে।

অগ্রগতি পরীক্ষা করুন—2

1. SSAর প্রসঙ্গ অনুযায়ী অন্ততঃপক্ষে 2টি উদাহরণ দিয়ে সম্প্রদায়ের মালিকানা ব্যাখ্যা কর।

2.4 সম্প্রদায় ও বিদ্যালয়ের সাধারণ ক্ষেত্র

শিক্ষার সামাজিক প্রেক্ষিতেই তাকে বুঝতে হবে। এই প্রেক্ষিত স্থানীয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই লক্ষণীয়, এটি শিক্ষাবিষয়ক প্রক্রিয়াকে বুঝতে এবং দিশা দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভারতে স্থানীয় সম্প্রদায়ের নানা ধরণের বাসস্থানের প্রকৃতির কারণে তার মধ্যে তফাৎ দেখা যায়। তাই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শিক্ষাগত চাহিদাও ভিন্ন হয়েছে তাদের প্রকৃতির বিভিন্নতার কারণে।

সম্প্রদায়ের গঠন :

সম্প্রদায়ের কাঠামোগত গঠনের ওপর নানা ভাবে শিক্ষা নির্ভরশীল। নানা জাতি, ভাষা ধর্ম ও প্রাচীনত্ব নিয়ে গড়ে ওঠা নানাধর্মী জনগণের সম্প্রদায়ের জন্য শিক্ষাব্যবস্থা একটা চ্যালেঞ্জ তৈরী করতে পারে। অথবা এই বিপুল জনগণের বিভিন্ন উপগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও ঐক্য একে সমৃদ্ধও করতে পারে। পদোন্নতির ক্রমানুযায়ী জাতি অথবা আর্থসামাজিক ব্যবস্থা এর শিক্ষাব্যবস্থা থেকে দরিদ্র অথবা নিম্নশ্রেণির মানুষকে বাদ দিতে পারে। কোনো প্রাচীন সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী তাদের শিক্ষাকেও প্রভাবিত করতে পারে। এই সমস্ত সম্প্রদায়ের কথিত ভাষার অবশ্যই বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের মাধ্যম হিসাবে নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করা উচিত।

পেশাগত ও অর্থনৈতিক উপাদান :

দারিদ্র বহু শিশুকে শিক্ষাগ্রহণ থেকে বঞ্চিত করে। কারণ বেঁচে থাকার লড়াইয়ে তাদের অন্য জিনিসের চাহিদাকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। মানুষ শিক্ষার জন্য খরচ করতে না চেয়ে এবং শিশুদেরকে বিদ্যালয়ের বদলে কাজের জন্য পাঠায়।

নোট

রীতিনীতি ঐতিহ্য ও ধর্মবিশ্বাস :

সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য এবং রীতিনীতি তার ধর্মবিশ্বাস তার শিশুদের শিক্ষা প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে।

উদাহরণস্বরূপ এক সম্প্রদায়ের মানুষ বিশ্বাস করে যে সেই সম্প্রদায়ের শিশুদের বিকলাঙ্গ হওয়ার কারণ তা হল তাদের পিতামাতা অথবা তাদের পূর্বজন্মের কোনো পাপের জন্য ঈশ্বরের দেওয়া শাস্তি। সেটি সম্ভবত শিক্ষা। এই কর্মের জন্যই শিশু ও তার পরিবারকে চিহ্নিত করে শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হবে।

সম্প্রদায়ের বিশ্বাস, আচরণ ও লিঙ্গবৈষম্য মেয়েদেরকে একেবারে গোড়া থেকেই স্কুল যাওয়া থেকে বিরত রাখে অথবা তারা বিদ্যালয় থেকে স্কুল ছুট (ড্রপ আউট) হয়।

সুযোগ বঞ্চিত এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতি মনোভাব

সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মবিশ্বাসের কারণে বহু সময় এইসব অসমর্থ দুঃস্থ ও প্রান্তিক জনগণের প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী থাকে। এই কারণে এইসব শ্রেণির শিক্ষা প্রক্রিয়াতে অংশগ্রহণ বাধাপ্রাপ্ত হয়।

যখন স্থানীয় সম্প্রদায়ের চরিত্র কি ধরণের শিক্ষাগত সুবিধা পাওয়া যাবে তা নির্দ্ধারণ করে অথবা তাকে প্রভাবিত করে তখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও স্থানীয় সম্প্রদায়কে প্রভাবিত করে। শিক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা কখনোই বিদ্যালয়কে বাইরের পৃথিবী অর্থাৎ এই সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্ন একটি দ্বীপের মত ভাবতে পারি না। বিদ্যালয়ের উচিৎও নয় সম্প্রদায় বহির্ভূত আলাদা একটা অস্তিত্ব বজায় রাখা।

বিদ্যালয় এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বৃহৎ ব্যবধানের একটা সেতু বাঁধবার জন্য উভয়কেই আরও নিকটে আসতে হবে। কাদের মধ্যে এরজন্য মৌলিক মতবিনিময় হবে? হবে সম্প্রদায় ও বিদ্যালয়ের মধ্যে। শিক্ষক সক্রিয় প্রতিনিধি হিসাবে বিদ্যালয় ও সম্প্রদায়ের সাধারণ ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে এই মতবিনিময়কে সম্ভব করে তুলবেন।

যেহেতু সম্প্রদায়ের বিভিন্ন দল শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা ভূমিকা পালন করে, সেহেতু এদের মধ্যে ব্যবধানের অংশ কমিয়ে সেতু বন্ধন করে এর অবদানকে সর্বোচ্চ মাত্রায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা উচিৎ। যখন বিভিন্ন গ্রুপের মানুষ সহযোগিতা করে তখনই সম্প্রদায়ের উন্নতি কল্পে শিক্ষা সুচারু এবং কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে। এইভাবেই স্থানীয় সম্প্রদায় ও শিক্ষার সুযোগ পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল।

সম্প্রদায় আশা করে বিদ্যালয় ও শিক্ষকেরা শিশুদের মাধ্যমে সামাজিক আশা আকাঙ্ক্ষার কথা বুঝবে। এইভাবে সম্প্রদায় বিদ্যালয়, শিক্ষা তথা সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাকেই প্রভাবিত করে। একটি শিক্ষাব্যবস্থা কিন্তু তৈরী হয় কোন সম্প্রদায়ের নির্দিষ্ট প্রয়োজনের জন্য নয়, বরং সমগ্র সমাজ, বা সমগ্র জাতির জন্য।

একটি শিক্ষা ব্যবস্থা তার পাঠক্রমের মধ্য দিয়ে অবশ্যই নতুন ধারণা, মূল্যবোধ ও আচরণকে

নোট

প্রসারিত করে। এইসব মূল্যবোধকে মনে গেঁথে দেওয়ার জন্য বিদ্যালয় কার্যক্রমে মা বাবা ও সম্প্রদায়ভুক্ত অন্যান্যদের সহযোগিতা ও সক্রিয় অংশগ্রহণ শিক্ষা প্রক্রিয়াকে প্রভূত সাহায্য করে। এই মিথষ্ক্রিয়ায় শিক্ষক অবশ্যই ধারণা, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদি সম্প্রদায়ের সদস্যদের মনে প্রসারিত করবার জন্য নেতৃত্ব দেবেন।

সম্প্রদায়কে শিক্ষার প্রধান অংশীদার হিসাবে তার মালিকানা তাকে দিতে হবে, তবেই এর সঙ্গে তার একাত্মতা বাড়বে এবং শিক্ষার পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে সম্প্রদায়ের সংশ্লিষ্টতাও বাড়বে। এইভাবে একইসঙ্গে সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায় বিদ্যালয়ের মানব সম্পদ, জাগতিক সম্পদ ও অর্থনৈতিক সম্পদেরও প্রয়োজনীয় ব্যবহার করতে পারবে।

এর একমাত্র শর্ত হল শিক্ষককে সেই সম্প্রদায়কে বুঝতে হবে। তার প্রয়োজন, আশা এবং সমস্যা সবকিছুকে বুঝতে হবে। এই প্রক্রিয়া আরও সুগম হবে যদি শিক্ষক ঐ সম্প্রদায়েরই আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তি হন। ডেলোর কমিশনের মতে যখন শিক্ষক স্বয়ং ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত হবেন সেখানে তিনি শিক্ষাদান করছেন সেখানে তাদের অংশগ্রহণ আরও পরিস্কারভাবে বোঝা যাবে। তারা ঐ সম্প্রদায়ের চাহিদার প্রতি অনেক বেশী অনুভূতিসম্পন্ন এবং প্রতিবেদনশীল হবেন, ও সম্প্রদায়ের লক্ষ্যপূরণে আরও ভালোভাবে কাজ করতে পারবেন।

বিদ্যালয় ও সম্প্রদায়ের মধ্যে যোগসূত্রকে আরও শক্তিশালী করা হল গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এভাবেই নিশ্চিত করা যাবে এই সামাজিক পরিবেশে কিভাবে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার মধ্যে দিয়ে বিদ্যালয় তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারবে।

সক্রিয়তা—1

1. বিদ্যালয় ও সম্প্রদায়ের সাধারণ ক্ষেত্রকে আরও জোরালো করতে বিদ্যালয়ের গৃহীত কৌশলের একটি তালিকা বানান।
2. বিদ্যালয় প্রধানের সঙ্গে এই কৌশল তালিকা নিয়ে আলোচনা করুন।
3. এর প্রভাব লিখে রাখুন।

2.4.1. শিক্ষার্থীর ভাষায় উন্নতির ক্ষেত্রে সম্প্রদায়ের প্রভাব

শিশুর মৌখিক ভাষার উন্নতি সবচেয়ে স্বাভাবিক চিত্তাকর্ষক সম্পাদন। মোটামুটি সব শিশুই তাদের ভাষার নিয়ম অল্প বয়সেই ব্যবহারের মাধ্যমে। কোন প্রথাগত শিক্ষা ছাড়াই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শিখে যায়। পরিবেশ এক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। শিশুর চারপাশের লোকেরা যেমনভাবে বলে তেমন উচ্চারণই সে শিখে যায়।

যেমন আমরা সকলে জানি হাঁটতে বা বলতে শেখার ঘটতে কিছুটা সময় লাগে। প্রতিটি পরিস্থিতিতে এর অনুশীলনের দরকার হয়। শিশুরা জন্মায় শুধুমাত্র কথা বলার জন্য নয় সামাজিকভাবে সংযোগ ঘটানোর জন্যও। শব্দ ব্যবহারের আগে তাই সে কান্না বা শারীরিক অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে তার অর্থ বুঝিয়ে থাকে। তারা কখনও কখনো অন্যে যা বলে তার মানেও

নোট

বোঝে। ভাষা শিক্ষা এবং সামাজিক মিথষ্ক্রিয়ার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র কতগুলি অবশ্য পালনীয় নিয়ম করা নয় পরন্তু অন্য লোকের সঙ্গে সংযোগ ঘটানো ও অভিজ্ঞতার অর্থ বোঝানো (Wells 1986)

শিশু ভাষা ব্যবহারে কখন ক্ষমতাসম্পন্ন হবে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুব কঠিন। 12 থেকে 18 মাসের মধ্যে সে তার প্রথম শব্দ উচ্চারণ করে। জটিল বাক্য বলতে শেখে চার থেকে সাড়ে চার বছরের মধ্যে। বৃদ্ধির অন্যান্য দিকের মধ্যে ভাষার দক্ষতা অর্জন সম্পর্কে কোন আন্দাজ করা যায় না। একজন শিশু তার প্রথম শব্দ বলতে পারে 10 মাসে অন্যজন 20 মাস বয়সে। কেউ হয়ত সাড়ে 5 বছরেই জটিল বাক্য বলে কেউ বা বলে 3 বছর বয়সে।

প্রাথমিক শিক্ষা প্রথমে ভাষা শিক্ষা দেয়। এটি শুধুমাত্র সংস্কৃতির উপাদান নয় এটি হল তার বাহক। তাই ঘরের ভাষা শিক্ষার্থীর সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট বুঝতে সাহায্য করে। বিদ্যালয়ের ভাষায় মাতৃভাষা ব্যবহারের ওপর জোর দেওয়া উচিৎ। শিশুর মাতৃভাষার অ-ব্যবহার তাকে বিদ্যালয়ে বা শ্রেণিতে বিচ্ছিন্ন ও না অংশগ্রহণকারী হিসাবে গড়ে তোলে ফলে কিছুদিনের মধ্যেই দেখা যায় এক বিরাট সংখ্যায় স্কুল ছুটের প্রবণতা। শিশুর প্রবণতা হচ্ছে প্রসঙ্গ নির্ভর চিন্তার। কিন্তু বিদ্যালয় সেখানে প্রসঙ্গ নিরপেক্ষ চিন্তার ওপর জোর দেয়। আদিবাসী শিশুর ভাষা তাদের গোষ্ঠীর সামাজিক মনোবৈজ্ঞানিক পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়। যখন সেই শিশু শিক্ষিত হয় অন্য প্রাধান্য বিস্তারকারী ভাষায়, তখন তার সাম্প্রদায়িক প্রেক্ষিতে সে সামাজিক মনোবৈজ্ঞানিক সমস্যার মুখোমুখি হয়। নীচে একটি কেস স্টাডি দেওয়া হল সেখানে শিশু যে সম্প্রদায়ভুক্ত তার ভাষা কিভাবে তাকে প্রভাবিত করেছে দেখা যাবে।

তামিলনাড়ুর গুডুলুর অঞ্চলে পানিয়া বলে এক আদিবাসী সম্প্রদায় বসবাস করে। তাদেরকে তাদের আদিবাসী ভাষাতেই সামাজীকিকরণ করা হয়েছে। কিন্তু যখনই তারা বিদ্যালয়ে তাদের কথ্য ও লিখিত ভাষা হিসেবে তামিল ভাষার সঙ্গে পরিচিত হল যার ব্যাকরণগত গঠনও ভিন্ন, তখনই এটি তাদের সামাজিক মনোবৈজ্ঞানিক ভাষাগত গতিপথ থেকে বিচ্যুতি ঘটালো।

এই কেস স্টাডি থেকে আমরা উপসংহার টানতে পারি যে বিদ্যালয় সাফল্যে একটা বিপত্তি ঘটল, কারণ তামিল ভাষার একটা দ্বিভাষিক চরিত্র দেখা দিল। বেশীর ভাগ ভূমিপুত্রই বিদ্যালয় ছেড়ে দিল কারণ বিদ্যালয়ে যে ভাষায় তাদের অভ্যস্ত করতে চাওয়া হচ্ছিল তারা সেই সরকারী ভাষা বলতে বা ব্যবহার করতে পারছিল না।

আমরা জানি বিদ্যালয়ে একটা অচেনা ভাষা থাকে যা সাহায্য ছাড়া শেখা যায় না, এর ফলে শিশুর কাছে ঐ জাতীয় ভাষা/রাজ্যের ভাষা শেখা খুব কঠিন হয়ে পড়ে। শিক্ষার্থীর প্রয়োজন ও স্বার্থের সঙ্গে বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম ও কার্যবিধি পরিচালনার ক্ষেত্র বিষয়ে আমাদের শিক্ষানীতিতে অনেক অসামঞ্জস্যতা আছে। তাই অনেক শিশুই বিদ্যালয়ে এসে দ্রুত আকর্ষণ হারিয়ে স্কুল ছেড়ে যায় এবং স্কুল ছুটের সংখ্যা বৃদ্ধি করে।

নোট

বহু গবেষণাই দেখিয়েছে যে শিশুর শিক্ষা তার জানা ভাষা অর্থাৎ মাতৃভাষাতেই শুরু করা উচিৎ। কিন্তু বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে এবং প্রযুক্তির উন্নতির যুগে শিশুকে অনেক ভাষাই শিখতে হয়। তাই আমাদেরও কোনো না কোনো প্রকরণ উদ্ভব করতে হবে ঘরের ভাষা এবং বিদ্যালয়ের ভাষার এই পরিবর্তনকে আত্মস্থ করানোর জন্য। এ কাজে বাবা মা, শিশু, সহপাঠী এবং শিক্ষকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ খুবই জরুরী।

শিক্ষক ছাত্রকে বিদ্যালয়ে তার কথ্যভাষা ব্যবহার করতে অবশ্যই উৎসাহ দেবে। পাঠ্যবই তৈরীর সময়েও এ বিষয়ে যত্নশীল থাকতে হবে। এ দেশের ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের কথা মাথায় রেখে মাতৃভাষায় শিক্ষা দিতে হবে। এটি কখনো বোঝা হতে পারে না বরং এটিই হল সময়ের দাবী। গ্রামীণ অঞ্চলের ছাত্রকে এই অবস্থাকে অতিক্রম করার জন্য তার ঘরের ভাষা বা মাতৃভাষাতেই প্রারম্ভিক শিক্ষা দিতে হবে। শিশুকে তার ধারণাতীত প্রতিষ্ঠিত ভাষায় শিক্ষার বদলে আমাদের ভাষার অসমতা অতিক্রম করার জন্য বিকল্প পদ্ধতি খুঁজতে হবে। মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের প্রক্রিয়া নির্মিতির (বিল্ট-ইন-মেকানিজম) মাধ্যমে সংযোগকারী এবং শিক্ষার ভাষা হিসাবে অন্য মাধ্যমকে শিক্ষাদানের একটু পরের ধাপেই রাখা উচিৎ। এই ধারণা শিক্ষকদের, যারা কিনা এটি অনুশীলন করাবেন তাদের মানসিক গঠনের আমূল পরিবর্তনের দাবী করে।

সম্প্রদায়ের ভাষা শিক্ষা (C.C.L) এটি হল একটি উপায় যেখানে শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে ভাষার কোনা প্রকারটা শিখতে চায় তা বুঝতে হবে। শিক্ষক এখানে পরামর্শদাতা ও শব্দান্তরকারী হিসাবে কাজ করবেন এবং শিক্ষার্থী তার সহযোগী হিসাবে। যদিও কখনো কখনো উভয়ের ভূমিকার পরিবর্তন ঘটতে পারে।

সম্প্রদায়ের ভাষাশিক্ষার বাধা : একটি বহুভাষিক সম্প্রদায়ে অন্য ভাষা শেখার জন্য অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়। এই বাধার কারণ হল মিশ্রসাংস্কৃতিক সম্প্রদায়ে দেশজ ও অদেশজ গোষ্ঠীগুলি তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক নীতি অনুযায়ী ভাবনা, কাজ এবং লিখনের ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করে। গবেষণায় দেখা গেছে মিশ্র সাংস্কৃতিক পরিবেশের শিক্ষার্থীরা কম সংযোগ স্থাপন করে বিশেষত যারা তাদের সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত নয় এমন ব্যক্তির সঙ্গে।

ভাষার বিকাশ সাধনে শিক্ষাদান :

শিক্ষার্থীর ভাষার বিকাশের জন্য বাবা মা, তত্ত্বাবধায়ক ও শিক্ষকদের নানা কৌশল উদ্ভাবন করা উচিৎ। পরিবেশ যার মধ্যে ভাষা শিক্ষার অনন্ত সম্ভাবনা রয়েছে শিক্ষক তার মাধ্যমে স্থায়ীভাবে ভাষার সাহায্য করতে পারেন। এখানে শিক্ষক, বাবা মা এবং অন্যান্য তত্ত্বাবধানকারীদের জন্য কিছু সাধারণ নির্দেশিকা দেওয়া হল—

- সংযোগ সৃষ্টির জন্য প্রতিটি শিশুর ভাষা অথবা কথ্যভাষার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করা উচিত।
- শিশুর মধ্যে মিথস্ক্রিয়াকে উৎসাহ দিন। সহপাঠীদের বিশেষতঃ মিশ্রবয়সীদের সঙ্গে শিক্ষা

নোট

হল ভাষার উন্নতির অন্যতম উপায় সক্রিয়তা ভিত্তিক কার্যাবলী কথা বলা বাড়ানোর জন্য অনেক উপাদান বিস্তৃতাকারে সরবরাহ করে। ব্যক্তিগত ক্রিয়া এবং দলগত বা সহযোগী আলোচনা যেমন নাটকভিত্তিক খেলা, ব্লক তৈরী বই আদান প্রদান ইত্যাদি কাজের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য তৈরী করা দরকার। পাঠ্যক্রমের প্রতি অংশের প্রতিটি ধাপ যখন ভাষার দ্বারাই এগোবে তখন শ্রেণিতে সক্রিয়শ্রোতারা চুপ করে থাকতে পারবেই না।

অগ্রগতি পরীক্ষা করুন—3

মন্তব্য : (ক) নীচে উত্তরের জন্য জায়গা দেওয়া হল।

(খ) এই এককের শেষে দেওয়া উত্তরের সঙ্গে আপনার উত্তর মিলিয়ে নিন।

1. শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে সম্প্রদায়ের প্রধান ভূমিকা কি?

---

2. কিভাবে সম্প্রদায় বিদ্যালয়কে প্রভাবিত করতে পারে?

---

3. শিক্ষক কিভাবে সম্প্রদায়ের উত্থানে সাহায্য করে?

2.4.2. শিক্ষার্থীর সাংস্কৃতিক উন্নতির ক্ষেত্রে সম্প্রদায়ের প্রভাব

আমরা আলোচনা করেছি শিক্ষার্থীর ভাষার বিকাশে সম্প্রদায় কতটা প্রভাবিত করে এবং কিভাবে বিদ্যালয় ও সম্প্রদায় একই স্তরে দাঁড়িয়ে এটিকে শক্তিশালী করে। ভাষার সীমা অতিক্রম করে আমরা একে সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত করতে পারি। নিজের সংস্কৃতিতে আনন্দ উদ্‌যাপন করা ও উৎসবে অংশ নেওয়া সমস্ত মানবসমাজেরই মৌলিক অধিকার। শিশুর অধিকার রক্ষায় 29নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে শিক্ষা শিশুকে তার অভিভাবক, নিজ সাংস্কৃতিক পরিচয়, ভাষা ও মূল্যবোধ ইত্যাদি বিষয়ে শ্রদ্ধা জাগাতে সাহায্য করবে।

এর থেকে বোঝা যায় ভাষা হচ্ছে সংস্কৃতির বাহন। এটা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যর অংশ। এর থেকে সংস্কৃতিকে আলাদা করা যাবে না। শুধুমাত্র শিশুর মৌলিক অধিকার বলেই আমরা একে অন্তর্ভুক্ত করি নি, করেছি তাকে একটা উচ্চমানের শিক্ষা দেওয়ার জন্য।

সংস্কৃতির অর্থ :

সংস্কৃতির অর্থ কি? প্রতিটি গোষ্ঠী কতগুলি একই স্বার্থ ও উদ্দেশ্যের বাঁধনে বাঁধা রয়েছে। সে

নোট

শিক্ষিত হোক বা অশিক্ষিত, শহুরে অথবা গ্রামীণ, প্রত্যেকেই এক ঐতিহ্যের ধারা বহন করছে। একেই বলে লোকাচার।

লোক শিল্প হল একটা পরম্পরাগত শৈল্পিক অভিব্যক্তি যা প্রতিগোষ্ঠীতার যৌথ জীবনযাত্রার মধ্যে পালন করে এবং তা অন্যদের কাছে ছড়িয়ে দেয়। এইগুলি গোষ্ঠীর সৌন্দর্য চেতনা, পরিচয় এবং মূল্যবোধকেই ব্যক্ত করে। লোকশিল্প সাধারণত তারা ঘরোয়া ভাবেই শেখে। পরিবার, বন্ধু, প্রতিবেশী সহকর্মী এদের সঙ্গে উদাহরণ বা কথ্য পরম্পরার মাধ্যমে এটি শেখা যায়। একটি জীবন্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও লোকশিল্প প্রাচীন ও বর্তমানের যোগাযোগ চিহ্নিত করে। পরম্পরাগত গুণগুলি বজায় রেখেও লোকশিল্প, নতুন পরিবেশে পরিবর্তিত হয়, এটি কখনোই স্থবির নয়।

সংস্কৃতি, মানুষের অভিব্যক্তির এক বিচিত্র বর্ণছটা উপস্থাপিত করে। এটি নানাভাবে এবং নানা কারণেই আমাদের জানতে হবে। এর প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য হল—মানুষের প্রথাগত সাম্প্রদায়িক ক্রিয়াকলাপের প্রগতিশীল মিথষ্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সরাসরি এর প্রধান উপাদানগুলি এসেছে।

একটি গোষ্ঠী যারা নিজেদের মধ্যে একই প্রাচীন ঐতিহ্য, ভাষা, পেশা, ধর্ম পালন করে এবং একই ভূখণ্ডে বসবাস করে তাদের মধ্যে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছে। এইভাবে গড়ে ওঠা পরম্পরা বা ঐতিহ্যই সেই গোষ্ঠীকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করেছে। পরম্পরাগত এই জ্ঞান অর্জিত হয়েছে ঘরোয়া ভাবে, একক বা দলগত ভাব বিনিময়ের মধ্য দিয়ে। যখন সেই গোষ্ঠী নিজেদের বা অপরের কাছে পরিচিত করানোর জন্য এটিকে ব্যবহার করে তখন তা ব্যক্তিগত থেকে প্রকাশ্যের স্তরে আসে।

লোকাচার অনেক আগেই এসেছে এবং দীর্ঘসময় পর্যন্ত তা আমাদের সঙ্গে থেকে গেছে। প্রযুক্তি বিজ্ঞান, টেলিভিশন, ধর্ম, নগরায়ন এবং ধীর সাক্ষরতা সত্বেও আমরা জীবন সম্পর্কে জ্ঞান, পর্যবেক্ষণ ও অভিব্যক্তির সঞ্চালন দ্বারা ঘনিষ্ঠ সাহচর্যেই থাকতে চাই।

শিক্ষার জাতীয় নীতি (1986) ও কর্মসূচীর পরিকল্পনা (1992) :

শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে এবং তার অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার বিকাশের ক্ষেত্রে শিক্ষার সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনা খুবই জরুরী। শিক্ষার সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতের উদ্দেশ্য শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীকে লোকগীতি, লোককথা, ধাধা, স্থানীয় ইতিহাস, লৌকিক খেলাধূলা এবং সম্প্রদায়ের নিজস্ব পুরাকথা ইত্যাদিকে খুঁজে বার করা। এগুলির প্রত্যেকটিরই শিশুর সাংস্কৃতিক ও সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব বিকাশে অসীম সম্ভাবনা রয়েছে। এগুলি সম্প্রদায়ের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে স্বশিক্ষণ পদ্ধতিতেই শেখা যায়। তাই বলা যায় গোষ্ঠী শিশুর সাংস্কৃতিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যদি স্থানীয় সংস্কৃতিকে ভালভাবে খুটিয়ে লক্ষ্য করা যায় তবে সেটি শিখনের আর এক জগৎকে উন্মোচিত করবে। এগুলি হবে প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানের ভিত্তিভূমি। স্থানীয় ইতিহাস, লোক পরম্পরা, শিল্প, কলাকে ব্যবহার করে শিক্ষক শিক্ষণ ও শিখন পদ্ধতিকে আরও মনোজ্ঞ করে তুলতে পারেন।

নোট

আদিবাসীদের সামাজিক জীবন ও গ্রামের উদাহরণ :

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় আদিবাসীদের আর্থসামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে মহুয়া গাছের অনেক গুরুত্ব রয়েছে। জীবনের বহু ক্ষেত্রে, শিশুরা তার গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করে। এর ফল সবজি হিসাবে তরকারী রান্না করে খাওয়া হয়। এর বীজ থেকে তেল বার করা হয়, এই বীজেরই একটা উপজাত দ্রব্য (বাইপ্রোডাক্ট) শস্যক্ষেত্রে সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়, শীতে এটিই আবার গরুর ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বীজকে পুড়িয়ে তার ধোঁয়া দিয়ে ঘাড়ে কোনো ফোলা থাকলে তা সারানোর কাজে লাগে এর ফুলের নির্যাস থেকে পাওয়া পানীয় শুধু মাদক হিসেবেই নয় এ্যান্টিসেপটিক ও অর্শের নিরাময়ের জন্যও ব্যবহৃত হয়। গৃহস্থালীর কাজে জ্বালানী হিসেবে এর গুঁড়িকে ব্যবহার করা হয়।

সমগ্র গ্রামীণ অর্থনীতিই মহুয়া গাছ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আদিবাসীদের জীবনে এটি জীবনযাত্রা নির্বাহ ও উপার্জনের অন্যতম প্রধান উপায়। তাই প্রতিটি ঘরেই প্রায় 30-40টি মহুয়া গাছ থাকে, যার ফুল ফল ও মাদক বিক্রি করে তারা উপার্জন করে।

গ্রামীণ লোকগানে, ধাঁধায়, লোকগল্পে এই গাছের উল্লেখ পাওয়া যায়। এভাবে দেখা যায় এটি মানুষের সৃজনশীল প্রতিভাকেও বিকশিত করছে এবং তাদের নান্দনিক জ্ঞানকে পরিস্ফুট করছে।

এটি গভীরভাবে তাদের ধর্মীয় সামাজিক জীবনেও জড়িত। আদিবাসী বিয়েতে মহুয়া গাছের কাণ্ডকে বিবাহ মণ্ডপে পোঁতা হয়। এই গাছ তাদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র। এটি পরিবার ও জননের প্রতীক। তারা বিশ্বাস করে এই গাছে দেবদেবীরা বাস করে। তাই এই গাছকে তারা পূজা করে।

প্রতিটি গ্রামেরই তার গাছ, পুকুর, দেবদেবী, মানুষজন সবাইকে নিয়েই নিজস্ব ইতিহাস, পুরাকথা ও লোকগাথা রয়েছে। এগুলির মধ্যে অনেকগুলিই তাদের শিশুরা জানে। শিক্ষকরা তাদের গ্রাম সম্পর্কে অজানা কাহিনী শোনাতে পারে। এভাবে সেই শিশুদের মনে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে গর্ববোধ তৈরী হবে।

উৎসব-সংস্কৃতির পলকাটা হীরে :

আসুন এবার কথা বলি 12 মাসে 13 পার্বন নিয়ে প্রত্যেক অঞ্চল ও গোষ্ঠীর বৎসরব্যাপী নিজস্ব উৎসব রয়েছে। নানান ঋতুতে, নানান কারণেই উৎসব পালিত হয়। জাতীয় উৎসব-স্বাধীনতা দিবস বা প্রজাতন্ত্র দিবসের মত অনুষ্ঠানের সঙ্গে কিন্তু বিশেষ কোন সম্প্রদায় বা অঞ্চলের নিজস্ব সম্পর্ক নেই। কিছু উৎসব যেমন বড়দিন, দেওয়ালি, নবরাত্রি, দুর্গাপূজা, লোহ্‌রি, বসন্ত পঞ্চমী/সুকী বসন্ত ঈদ এই উৎসব সকলেই পালন করে।

ক্রীসমাস ক্রীশ্চানদের একটি সুন্দর উৎসব যেটি চারিদিকে ভালোবাসা ও আনন্দের বার্তা ছড়িয়ে দেয়। বর্তমানে আমরা দেখি কিছু বিদ্যালয়ে এই উৎসবকে পূর্ণতা দিতে ক্রীসমাস ট্রি, বসানো হচ্ছে, শিশুদের সান্টাক্লজ উপহার বিলি করছে, ক্যারল গাওয়া হচ্ছে। এইভাবে এক

নোট

আনন্দঘন মুহূর্ত তৈরী করা হচ্ছে।

এরই মত দেওয়ালি ভারতের একটি বৃহৎ উৎসব এবং গোটা দেশজুড়ে এর সৌন্দর্য অনুভূত হয়। অন্ধকার অমাবস্যার রাতে মাটির প্রদীপ, মোমবাতির আলোর সজ্জা, বাজি পোড়ানোর মজা সকলের হৃদয়ে আলোকিত করে তোলে। তাই হিন্দু অ-হিন্দু প্রায় সকলের বাড়িই আলোকমালায় সজ্জিত হয় এবং সকলেই আনন্দ উপভোগ করে।

নবরাত্রি/দুর্গাপূজার সময়ে গুজরাটের ডাণ্ডিয়া নৃত্য সবাইকে মাতিয়ে তোলে। একই সময় দুর্গাপূজা হলেও বাঙালীরাও এর আনন্দ উপভোগ করে। একইভাবে হোলি উৎসব ও তার আনন্দের মধ্যে দিয়ে সকলকে কাছে টেনে নেয়।

ঈদের সময় অ-মুসলমান বন্ধুরাও এই উৎসবের সুস্বাদু খাবারের আস্বাদনের জন্য অপেক্ষা করে থাকে। মুসলিম বন্ধুরা তাদের বন্ধুত্ব ও ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ এই উপহার বিতরণ করে।

বসন্ত পঞ্চমী উৎসব বসন্ত ঋতুর আগমনকে বন্দনা করে। এইসময় দেবী সরস্বতীরও পূজা হয়। কিন্তু কেউ কি জানে এই একই দিনে মুসলমানরা সুফী বসন্ত উৎসব পালন করে। এই উৎসবের সূচনার একটা আকর্ষণীয় কাহিনীও আছে।

মোদ্দা কথা সব উৎসবই আনন্দ ও সুখ সকলের জন্য নিয়ে আসে। প্রতি উৎসবের জন্য পারস্পরিক শ্রদ্ধা, আনন্দ, ভালোবাসা, সহনীয়তা ধর্মনিরপেক্ষতাকে শক্তিশালী করে। এবং অপরের সংস্কৃতি ইতিবাচক মনোভাব জাগিয়ে তোলে। যে কোন উৎসব অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য হল চিত্তবিনোদন, সামাজীকরণ ও শিক্ষা গ্রহণ।

লোক ক্রীড়া :

কালাহাণ্ডির গ্রামে আদিবাসী মেয়েদের মধ্যে এক পরম্পরাগত খেলার প্রচলন আছে। মেয়েরা তাদের অবসর সময়ে গ্রামের রাস্তায় জড়ো হয়ে এই খেলা করে।

মেয়েরা বিভিন্ন ধরণের মাছ ও ধানের নাম উচ্চারণ করে। খেলা চলে ততক্ষণ যতক্ষণ না প্রত্যেকে কোনো না কোনো ভূমিকা পালন করে।

এই খেলার মধ্য দিয়ে শিশুরা বিভিন্ন ধান ও মাছের নাম শেখে। এই খেলা মাছেদের আবাস তাদের খাদ্য ইত্যাদি সম্পর্কে যেমন জানায় তেমনি ধানের নাম, কোন ঋতু বা মাসের সময়ে এটি বোনা হয়, বেড়ে ওঠে, বা কোন অঞ্চলে পাওয়া যায় এসবও জানতে পারে। মেয়েরা যখন মেছুনি বা ক্রেতার ভূমিকায় অভিয়ন করে, তাতে পরিমাপের একক (মাছের ও ধানের) সম্পর্কে ধারণা হয়। এইভাবে কোনো না কোনো ভূমিকায় অভিনয়, শিশুদের কথোপকথন, প্রশ্ন করার ক্ষমতা ইত্যাদি বাড়িয়ে তোলে।

শিক্ষক হিসাবে আপনাকে আপনার বিদ্যালয় যে অঞ্চলে অবস্থিত সে অঞ্চলের সম্প্রদায়ের মিশ্র সংস্কৃতি সম্পর্কে বুঝতে হবে। এটা এভাবে করা যায়—

- সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির বৈচিত্র্যের বিভিন্নতা সম্পর্কে অনুসন্ধান করে।

নোট

- সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকে বোঝা। এইভাবে মিশ্র সংস্কৃতির-সহনশীলতা এবং প্রভেদ-এর যথাযথ মূল্যায়ন করে তাকে শক্তিশালী করা।
- গোঁড়ামী, পূর্ব ধারণা ও মিথকে বর্জন করা।

শিশুকে তার প্রাপ্তবয়স্ক জীবনযাপনের উপযোগী জ্ঞান ও দক্ষতা দেওয়া।

বিদ্যালয় ও সম্প্রদায় একই ভিত্তিভূমিতে থেকে শিক্ষার্থীর সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্থানীয় সংস্কৃতিকে বিদ্যালয়ের কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্তি ঘটিয়ে সম্প্রদায় ও শিশুকে এই ধারণা দেবে যে তাদের নিজস্ব জ্ঞান ও বিশ্বাস সত্যিই বিশেষ। এটি শিক্ষার্থীকে তার নিজের সাংস্কৃতিক পরিচয় সম্পর্কে উচ্চধারণা পোষণ করতে, হীনমন্যতায় ভোগার হাত থেকে রক্ষা করবে। এটি ভবিষ্যতে তার ব্যক্তিত্ব বিকাশেও সহায়ক হবে।

এটির উদ্দেশ্য হল শিক্ষণ, শিখন ও বিদ্যালয় সম্প্রদায়ের সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা। যেমন গ্রামে লোকেদের কাছ থেকে তথ্য জোগাড় করে শিক্ষার্থীরা তাদের নিয়মিত বিজ্ঞান ক্লাসের পড়ার পাশাপাশি নিকটবর্তী জঙ্গলে গিয়ে গাছ ও প্রাণী সম্পর্কে জানাবে, কিছু স্থানীয় গ্রামবাসী 'এক্সপার্ট' বা দক্ষ ব্যক্তি হিসাবে তাদের ওই অঞ্চলে উৎপন্ন স্থানীয় মশলাও চেনাতে পারেন। এছাড়া পাঠ্যক্রমে তাদের দৈনিক জীবনযাত্রা নিযুক্ত করে শিক্ষক উপাদানকে আরও বিস্তৃত করে উপস্থাপন করে শিক্ষার্থীদের শিখনের উন্নতি করতে পারেন।

ওই সম্প্রদায় থেকে বাবা মা, দাদু দিদাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে একটি সাংস্কৃতিক মিলন মঞ্চের বা মেলার আয়োজন করে সেখানে তাদের শিল্পকলা, নাচ, লোকগান, প্রদর্শন করা যেতে পারে। এটি ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি থেকে আগত ছাত্রদের কাছে অন্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার একটা বড় সুযোগ হিসেবে বিবেচিত হবে।

- সম্প্রদায় বিদ্যালয়ে তার সম্মানীয় সদস্য যথা ধর্মীয় প্রধান বা গোষ্ঠীপতিকে বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে তাদের সম্প্রদায়ের ইতিহাস, পরম্পরা রীতিনীতি ও সংস্কৃতি ব্যাখ্যা করতে পারে। এমন সব কিছুই যা তাদের সম্প্রদায়ে পালন করা হয়।
- ছাত্রদের সম্প্রদায়গুলির সঙ্গে সাক্ষাৎ করানোর জন্য গ্রামে পাঠিয়ে সেই গ্রামের ইতিহাস, তাদের উদ্ভব এবং জঙ্গল বিষয়ক সমস্যা সম্পর্কে প্রশ্ন করতে উৎসাহ দিতে হবে। গোষ্ঠী সদস্যরা তাদের বিদ্যালয়ে শেখানো বিষয়গুলিকে আরও বুঝতে সাহায্য করবেন। শিক্ষার্থী ও গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় থেকে উপাদান সংগ্রহ করে তাদের বোঝার ক্ষেত্রের বিস্তৃতি ঘটাবেন।
- পাঠ্যক্রমকে বিদ্যমান চক্র যথা বাৎসরিক চক্র অথবা জীবনচক্র অনুযায়ী সাজানো যেতে পারে।
- গোষ্ঠীর সদস্য ও শিশুদের দ্বারা পাঠযোগ্য দেশীয় বিষয় লেখানো।
- গোষ্ঠীসদস্য ও শিশুদের দ্বারা স্থানীয় লোকগল্প খেলা ধাঁধা গানের তালিকা তৈরী করে তাকে পাঠ্যক্রমের অঙ্গীভূত করা।
- স্থানীয় জ্ঞানের দলিল রাখা ও প্রচার করা।

নোট

- গোষ্ঠীর স্থানীয় সম্পন্ন ব্যক্তি (রিসোর্স পার্সন) শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে কিছু প্রযুক্তিগত সাহায্য দেওয়া দেশীয় জ্ঞান কিন্তু সর্বদাই পরম্পরাগত জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং এটি দেশীয় পদ্ধতিতে নতুন জ্ঞানের সঞ্চালনকে বুঝিয়ে থাকে। আমাদের চেষ্টা করতে হবে কিভাবে দেশীয় জ্ঞানকে পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চালিত করা যায়, তাকে হারিয়ে যেতে না দিয়ে। তাই একজন শিক্ষক হিসাবে আপনি পরম্পরাগত জ্ঞানের সম্পদের প্রসারণের জন্য একটি মঞ্চ গঠন করতে পারেন। এই ঐতিহ্যশালী জ্ঞান পতিত হয়ে আছে গল্পের এবং লোককথা, বিশ্বাস অনুশীলন ও উত্তরাধিকারের মোড়কে। এগুলিকে দিতে পারেন বিভিন্ন প্রাচীন আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির ধর্মীয় নেতারা।

  এইভাবে একইসঙ্গে বিদ্যালয় ও সম্প্রদায় বর্তমানের প্রেক্ষিতে ঐতিহ্যগত সংস্কৃতিকে পুনরুদ্ধার করে শিশুদের তাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান বিতরণ করতে পারে।

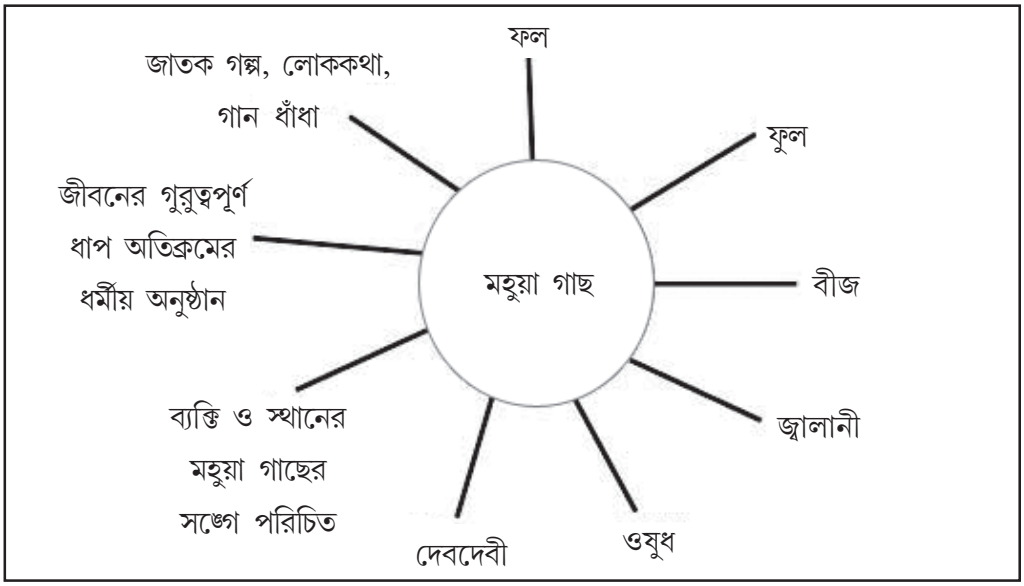

সক্রিয়তা - 2

1. স্থানীয় সম্প্রদায়ের কাছে যান এবং যে কোন 3টি দেশজ/স্থানীয় জ্ঞানকে লোকাচার, লোক ক্রীড়ার বা লোকগাথা র-মধ্যে খুঁজে বার করুন এবং সেগুলিকে নিজ পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্তির জন্য সচেষ্ট হন।

2.4.3 শিক্ষার্থীর জীবনমুখী দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সম্প্রদায়ের প্রভাব :

একটি লোক কাহিনী :

প্রতিদিন একটা মুরগী একটা নদীর জলপান করত। সেইখানে একটা কুমীর বাস করত। কুমীরটা

নোট

দেখত প্রতিদিন মুরগী নদীতে জলপান করতে আসে। একদিন সে মনে করল এই মুরগীকে সে খাবে। মুরগী কুমীরের মনোভাব জানতে পেরে ভীষণ ভয় পেয়ে গেল, সে বলল 'ভাই আমাকে আক্রমণ কোরো না' এই কথা শুনে কুমীর ভাবল কি করে আমি মুরগিকে খেতে পারি কারণ ও তো আমাকে ভাই বলে ডেকেছে। সেই ভেবে সে সেদিন মুরগিকে না খাওয়ারই সিদ্ধান্ত নিল। পরের দিন আবার যখন কুমীর মুরগীকে দেখতে পেল সে আর একটুও দেরী না করে তাকে খাওয়ার জন্য এগিয়ে গেল। এবারেও মুরগি চিৎকার করে বলল, 'ভাই দয়া কর, আমাকে খেয়ো না'। এবারেও কুমীর দ্বন্দ্বে পড়ে গেল এবং তাকে খেলো না। সে ভাবতে বসলো আচ্ছা কিভাবে সে মুরগীর ভাই হতে পারে। কারণ সে থাকে জলে আর মুরগী থাকে ডাঙায়। নিজে এই সমস্যার সমাধান করতে না পেরে সে গোটা ঘটনা টিকটিকির কাছে খুলে বলল এবং এই ভাই-বোন সমস্যার নিরসন করতে তাকে সাহায্য করতে বলল। চতুর টিকটিকি তক্ষুনি তাকে বলল তুমি কি জান? কচ্ছপ তুমি আমি সবাই ডিম থেকে জন্মেছি। মুরগিও তাই। এইভাবে আমরা সবাই ভাই ও বোন। এইভাবে রহস্যের সমাধান হল। কুমীর বুঝল কিভাবে সে মুরগীর ভাই হয়েছে। সেদিন থেকে সে আর কোনোদিনও মুরগির দিকে চোখ তুলে তাকায় নি।

এবার নিম্নলিখিত প্রশ্নের মাধ্যমে গল্পের মাধ্যমে যা প্রতিফলিত হয়েছে তা দেখি—

- আদিবাসী সম্প্রদায় এই গল্পের মাধ্যমে কি বোঝাতে চেয়েছে?
- আপনি কি মনে করেন যে এই গল্প কোনো শিক্ষার্থীর জীবন দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করতে পারে?
- যদি উত্তর হ্যাঁ হয় তাহলে কোন দক্ষতা বাড়াবার কথা গল্পে বলা হয়েছে?

গল্পের মাধ্যমে সুসংযোগ, ইতিবাচক মনোভাব এবং আন্তঃ ব্যক্তিগত দক্ষতা ইত্যাদির দ্বারা আন্তঃ

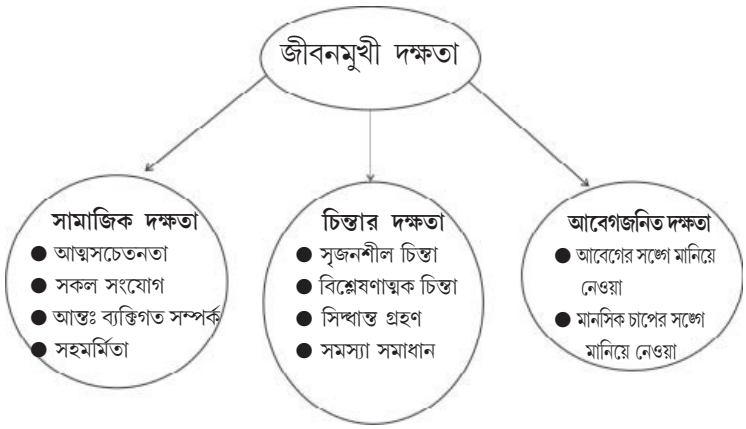

ব্যক্তিগত বন্ধনকে যে দৃঢ় করাযায় তার শিক্ষা পাওয়া যায়। এখানে মানুষ তার আনন্দ দুঃখ ভাগ করে নিয়ে সুসমন্বিত জীবনযাপন করতে পারে।

তাহলে আপনার মনে হতে পারে জীবনমুখী দক্ষতা কি?

নোট

জীবনমুখী দক্ষতার অর্থ—এটি হল অভিযোজন ও সদর্থক আচরণের দক্ষতা যা একজন ব্যক্তিমানুষকে প্রাত্যহিক জীবনের চাহিদা ও সমস্যার মোকাবিলা করতে তাকে সাহায্য করে (WHO)। এটি হল ব্যক্তিগত দক্ষতা যেটি প্রত্যেকের কাছে হস্তান্তরিত হয়, তবু জীবনের সমস্যার মুখোমুখি হলে তাকে প্রসারিতও করতে হয়।

জীবনমুখী দক্ষতা সঠিকভাবে অর্জিত হলে তা একজন নিজেকে কিভাবে অনুভব করবে তা প্রভাবিত করতে সাহায্য করে এবং তার উৎপাদন ক্ষমতা, কার্যক্ষমতা আত্মমর্যাদা ও আত্মবিশ্বাস বাড়াতে পারে। তাকে বিভিন্ন কৌশলের সাহায্যে আন্তঃ ব্যক্তিগত সম্পর্ককে ভাল রাখার শিক্ষা দেয়। জীবনমুখী দক্ষতা লোকগাথা, লোকপরম্পরা স্থানীয় ইতিহাস স্থানীয় বিশ্বাস রীতি ও বৈষম্যের ধারণা এগুলির সঠিক ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে শিক্ষণ শিখন প্রক্রিয়াকে আরও আনন্দময় ও সার্থক করে তুলতে পারে। কারণ এই সবকিছুর মধ্যে রয়েছে অসীম শিক্ষামূলক সম্ভাবনা।

জীবনমুখি শিক্ষার ব্যাখ্যা :

মোটামুটিভাবে দশ প্রকারের দক্ষতা রয়েছে যাকে আবার তিনটি বড় ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন চিন্তার দক্ষতা, সামাজিক দক্ষতা ও আবেগজনিত দক্ষতা, শিক্ষক হিসাবে আপনাকে প্রতিটি দক্ষতাকে সহজ ভাষায় সহজ উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে হবে। জীবনমুখী দক্ষতাকে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে হবে। শিক্ষার্থীকে এইসব দক্ষতা বাড়াবার জন্য সুযোগ করে দিতে হবে। বিষয়বস্তুর মত এর পদ্ধতিটাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। এই দক্ষতাই আমরা কেমনভাবে নিজেকে দেখব এবং অন্যরা কিভাবে তাকে বুঝবে এই বিষয়কে প্রভাবিত করে।

চিন্তার দক্ষতা :

1. সৃজনশীল চিন্তা

2. সৃজনশীল চিন্তা আমাদেরকে প্রাত্যহিক জীবনে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কিভাবে মানিয়ে নিতে হবে বা কখন নমনীয় হতে হবে তা শেখায়। এটি আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বাইরে সবরকম বিকল্প ব্যবস্থা এবং আমাদের নানাবিধ কার্য ও অকার্যের পরিণতি থেকে খুঁজে নিতে হয়।

3. সৃজনশীল চিন্তা কাজের ক্ষেত্রে এক অভিনব চিন্তা পদ্ধতি।

এটি 4টি উপাদান দিয়ে গঠিত।

- অনর্গলতা (fluency)
- নমনীয়তা
- স্বকীয়তা ও
- বিস্মৃতিকরণ

2. বিশ্লেষণাত্মক চিন্তা :

- বিশ্লেষণাত্মক চিন্তা আমাদের প্রাপ্ত তথ্যাবলীকে ও অভিজ্ঞতাকে নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ

নোট

করে দেখতে সাহায্য করেছে, এবং কাজকে প্রভাবিত করে তার পরিমাপ করে।

● এটা জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের সময় প্রধান ভূমিকা পালন করে। যেমন—আমার কাছে আর কি বিকল্প আছে?

● এই বিকল্প কোন দিকে আমাকে নিয়ে যাবে?

● সত্যি কি আমি এটা চেয়েছি?

3. সিদ্ধান্ত গ্রহণ :

● আমাদের জীবনকে গঠনাত্মক ভঙ্গীতে গড়ে তুলতে সাহায্য করে - সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

● স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও এর পরিণাম গুরুত্বপূর্ণ। যদি বয়ঃসন্ধিকালে কেউ বিভিন্ন বিকল্প মত ও তার প্রভাব বিবেচনা করে তার কাজের জন্য সক্রিয় সিদ্ধান্ত নেয়।

4. সমস্যার সমাধান :

● সমস্যার সমাধান করতে পারার দক্ষতা শুধুমাত্র যে আমাদের সমস্যার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তা নয় সমস্যাগুলিকেই সুযোগের অভিমুখে ঘুরিয়েও দিতে পারে।

● এটি সিদ্ধান্ত তৈরী এবং আবেগ ও মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ করে।

সামাজিক দক্ষতা :

1. আত্ম সচেতনতা :

এটি আমাদের ভেতরে থাকা সবলতা, দুর্বলতা মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গী, আমাদের চাহিদা, আশা আকাঙ্ক্ষা অনুভূতি সব কিছুকে বুঝে নিতে সাহায্য করে। অর্থাৎ আমাকে শেখায় আমার মধ্যে অসম্পূর্ণতা থাকলেও আমি নিজেকে ভালবাসব।

2. উপযোগী যোগাযোগ :

উপযোগী যোগাযোগ হল প্রকাশ করার ক্ষমতা (মৌখিক বা অ-মৌখিক উপায়ে) এই পথেই এগুলি সংস্কৃতিগতভাবে গ্রাহ্য হয়।

3. আন্তঃ ব্যক্তিগত সম্পর্ক দক্ষতা :

● এটি মানুষের সঙ্গে ইতিবাচক উপায়ে সম্পর্ক তৈরী করতে সাহায্য করে।

● অন্যের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা, যেটি আমাদের মানসিক ও সামাজিক মঙ্গলসাধন করে।

4. সহমর্মিতা :

সহমর্মিতা হল অপরের সমস্যা সমাধানে অনুভূতি সম্পন্ন হওয়া। যেমন AIDS আক্রান্ত ব্যক্তির বা মানসিক অসুস্থ ব্যক্তি যাদের কলঙ্কিত বলে একঘরে করে দেওয়া হয়েছে তাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে যাওয়া।

নোট

আবেগজনিত দক্ষতা :

1. আবেগের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া এটি আমাদের মধ্যে থাকা সবরকম আবেগকে চিহ্নিত করে, আবেগ কিভাবে আমাদের আচরণকে প্রভাবিত করে তা বুঝতে সচেতন করে, কিভাবে আবেগের অনুভূতিতে সাড়া দিতে হয় তা বুঝতে সাহায্য করে।

● গভীর আবেগ যেমন রাগ বা দুঃখ আমাদের শরীরের ওপরেও প্রভাব ফেলতে পারে যদি না এগুলোর প্রতি যথাযথভাবে সাড়া দেওয়া হয়।

2. চাপের সঙ্গে মানানো—

● চাপের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার অর্থ জীবনে চাপের উৎসকে চিহ্নিত করে সেটি কিভাবে আমাদের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে বুঝে নির্দিষ্ট পথে চাপের মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এর জন্য পরিবেশ পরিবর্তন, জীবনযাপন পদ্ধতির বদল করতে হবে সর্বোপরি জানতে হবে কিভাবে উদ্বেগমুক্ত হতে হয়।

জীবনমুখী দক্ষতা ব্যক্তিগত কার্যাবলীর প্রতি অথবা অন্যের প্রতি করা বিভিন্ন কাজের জন্য নির্দেশিত হতে পারে। অথবা কোনো কাজের ওপরেও প্রযুক্ত হতে পারে যা পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে পরিবর্তন করে তাকে উপযুক্ত ও সহায়ক করবে।

ভারতীয় শিশুরা বিচিত্র পরিবেশে বসবাস করে যাতে তারা সাহায্য এবং পথপ্রদর্শনকারী হিসাবে তাদের বিকাশের পথে বাবা, মা, শিক্ষক, সহপাঠী এবং সমাজকেই চায়। তাদের অধিকার আছে নিরাপদ ও সাহায্যকারী পরিবেশ পাওয়ার। বয়সোচিত যথাযথ তথ্য পেয়ে নানা দক্ষতার তৈরী করার। এদের দায়িত্বশীল নাগরিক এবং সমাজের সম্পদ হিসাবে গড়ে তোলার জন্য এবং সামাজিকভাবে পারদর্শী করবার জন্য এগুলির খুবই দরকার। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বহু শিশুই আত্মমর্যাদা ও আন্তঃব্যক্তিগত দক্ষতাহীন হয়। বিশেষ করে মেয়েরা একটি গোষ্ঠীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্যের কারণে অনেক সময়েই হীনমন্যতায় ভোগেন।

জীবনমুখী দক্ষতার অর্থ

জীবনমুখী দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা (LSBE)। মিথষ্ক্রিয়াকারী শিক্ষণ শিখনের উল্লেখ করে। এটি শিক্ষার্থীকে জ্ঞানার্জন, দক্ষতা ও সদর্থক মনোভাব গড়ে তুলতে সাহায্য করে যা দিয়ে সে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে এবং সুস্থপরিবেশকে আত্তীকরণ করার সদর্থক পদক্ষেপ নিতে পারবে। জীবনমুখী দক্ষতার শিক্ষা কিন্তু শুধুমাত্র শ্রেণিকক্ষের কার্যাবলীর মধ্যেই আবদ্ধ নয়, এটির রয়েছে ক্ষমতায়নের প্রতি অগ্রসরতার চেষ্টা যা শিশুদেরকে আত্মরক্ষা ও সুস্থ সদর্থক সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

শিক্ষক হিসাবে আপনাকে প্রয়োজনীয় উপকরণে সজ্জিত হতে হবে যাতে সেই শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কিছু কাজ করা যায় এবং তাদের জীবনমুখী দক্ষতা বাড়ানো যায়। যেহেতু আমাদের সংস্কৃতি তার লোকাচার ও লোক কাহিনী নিয়ে অত্যন্ত ধনী যেগুলি আবার জ্ঞান বুদ্ধি ও কৌতুকের ভাণ্ডার, শিক্ষক এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে জীবনের নানা ক্ষেত্রে জীবনমুখী দক্ষতার ব্যবহারে উপযুক্ত করে তুলতে পারেন।

নোট

নিম্নে রইল বীরবলের গোপনকথা। এই গল্পটি বীরবলের গোপনকথা

একদিন বীরবল বাদশাহ আকবরের সভায় প্রবেশ করা মাত্র দেখলেন সমস্ত সভাসদ্ই হাসাহাসি করছে। তিনি বাদশাহ্কে জিজ্ঞাসা করলেন জাঁহাপনা, সকলে কেন এত আনন্দে রয়েছে?

বাদশা বললেন, 'না বীরবল সে এমন কিছু একটা বিষয় নয়'। আমরা মানুষের গাত্রবর্ণ নিয়ে আলোচনা করছিলাম। তা বেশীর ভাগ সভাসদ্ই এমনকি আমিও যেখানে ফর্সা সেখানে তুমি কি করে আমাদের থেকে কালো হলে?

প্রতিদিনের মতই বীরবলের উত্তর যেন তৈরীই ছিল। তিনি বললেন, 'ওহো আপনি দেখছি আমার গাত্রবর্ণের গোপন রহস্য জানেন না।

রাজা বাদশা বললেন গোপন রহস্য সে আবার কি?

''বহু কাল আগে ভগবান পৃথিবী সৃষ্টি করে তাতে গাছপালা পশুপাখী দিয়ে পূর্ণ করলেন। কিন্তু তিনি তাতে সন্তুষ্ট হলেন না। তখন তিনি ঠিক করলেন চেহারা ধন ও মস্তিষ্কও সকলকে দেবেন। ঘোষণা করলেন প্রত্যেক মানুষই 5 মিনিট সময় পাবে তাদের পছন্দের উপহারগুলি জড়ো করতে। আমি জ্ঞান ও বুদ্ধিতে পরিপূর্ণ মস্তিষ্ক সংগ্রহ করতেই এত ব্যস্ত ছিলাম যে অন্য কিছু সংগ্রহ করার সময়ই পাই নি আর আপনারা সবাই চেহারা এবং ধন সংগ্রহ করতেই ব্যস্ত ছিলেন। বাকীটা ইতিহাস। এই কথা শুনে সকলে চুপ করে গেল। কিন্তু বাদশাহ্ প্রচণ্ড হেসে উঠে বীরবলের তাৎক্ষণিক বুদ্ধি ও তার রসজ্ঞানের তারিফ করলেন।

এখন আপনি এই গল্পটি ভালোভাবে শিক্ষার্থীদের শোনাবেন এবং বোঝাবেন কোন দক্ষতাকে এখানে ব্যবহার করা হয়েছে এবং কিভাবে ভিন্ন পরিস্থিতিতেও জীবনমুখী দক্ষতার প্রসারণ ঘটানো সম্ভব।

উদ্দেশ্য : এই কার্যক্রমের শেষে শিক্ষার্থীরা যা পারবে—

- প্রাথমিক জীবন দক্ষতাকে বুঝতে
- প্রতিদিনের জীবনযাপন কার্যের সময় কিভাবে জীবন দক্ষতাকে ব্যবহার ও প্রসারিত করা যায়, তা বুঝতে।

সময় - 35 মিনিট

যে জীবন দক্ষতার ব্যবহার হল-আত্ম সেচতনতা, বিশ্লেষণাত্মক চিন্তা, সৃজনশীল চিন্তা, কার্যকরী যোগাযোগ।

আগে থেকে তৈরী করা—(1) এই গল্পের প্রতিলিপি (ii) 10টি জীবনমুখি শিক্ষার তালিকা তৈরী করা।

যোগসূত্রীতা : এই গল্পকে অন্য গল্পের সঙ্গে জোড়া যেতে পারে বা অন্য লোককাহিনী গোষ্ঠীর বাস্তবের কোন ঘটনার সঙ্গে তা জোড়া যেতে পারে।

নোট

পদ্ধতিগত প্রকরণ : গল্পবলা, আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর চালানো।

1নং ধাপ : ছাত্রদের সম্ভাষণ করে বলুন আমাদের দেশে প্রচুর শিক্ষামূলক এবং আকর্ষণীয় গল্প রয়েছে। আজ আমরা এমনই একটা আকর্ষণীয় গল্প আজ পড়ব।

2য় ধাপ : গল্পটিকে মনোযোগ দিয়ে পড়ান এবং ছাত্রদের বলুন মনোযোগ দিয়ে শুনতে।

3য় ধাপ : গল্প পড়ার পরে, ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করুন এবং এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে বলুন।

1. এই গল্পটি থেকে তুমি কি বুঝলে?

2. যখন ভগবান সবাইকে বেছে নিতে বললেন তখন কেন বীরবল মস্তিষ্ক বেছে নিল?

3. তুমি কোন্‌টিকে বেশী প্রাধান্য দেবে?

মস্তিষ্ক অথবা গাত্রবর্ণ?

4র্থ ধাপ : শিক্ষার্থীদের বাহবা দিন ও বলুন আমাদের প্রত্যেককেই দৈনন্দিন জীবনে জীবন দক্ষতার প্রয়োগ ঘটাতে হয়। আমরা বিভিন্ন প্রকার লোককথা, লোকগল্প ও কোন ব্যক্তির জীবনের বাস্তব থেকে এরকম জীবনমুখী দক্ষতার কথা শিখতে পারি।

5ম ধাপ : ছাত্রদের উৎসাহিত করুন এধরণের রসবোধ পূর্ণ-গল্প বলতে এবং তার ওপর আলোচনা করুন।

সক্রিয়তা-3

একটি লোককাহিনী বাছুন অথবা গোষ্ঠী জীবনের বাস্তব ঘটনাকে একটা সেশন জুড়ে উপরে উল্লিখিত পদ্ধতির সাহায্যে ছাত্রদের কাছে বর্ণনা করুন তাদের জীবনমুখী দক্ষতা বাড়াতে নীচের পয়েন্টের ওপরে ভিত্তি করে রিপোর্ট লিখুন।

সক্রিয়তা-4

1. যে গল্পকে এই বৈঠকের জন্য বাছা হল সেই গল্পের সংক্ষিপ্তসার লিখুন।

2. এই গল্পে কোন জীবনমুখী দক্ষতা ব্যবহৃত হয়েছে?

3. আপনার শিক্ষার্থীরা কি আপনার প্রত্যাশামত প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে?

4. আপনি কি তাদের পাঠ্যক্রমের সঙ্গে তাকে একীকরণ (integrate) করতে পেরেছেন?

2.5 সার সংক্ষেপ করি

এই এককে চেষ্টা করা হয়েছে আপনার সঙ্গে সম্প্রদায়ের ধারণার পরিচিতি ঘটাতে। কিভাবে গোষ্ঠীকে বিভিন্ন গঠনগত ও ক্রিয়ামূলক বৈশিষ্ট্য দিয়ে বুঝতে পারব, সে চেষ্টাও করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে গোষ্ঠীর ভূমিকা বিশেষত SSA বা প্রাথমিক শিক্ষার প্রেক্ষিতে তা আলোচিত হয়েছে। কিভাবে বিদ্যালয় ও গোষ্ঠী একই স্তরে আবস্থান করে পারস্পরিক সাহায্য বিনিময় করে বিদ্যালয় ও গোষ্ঠী উভয়কেই শক্তিশালী করেছে, এর জন্য বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন সাফল্য কাহিনী ও কৌশলের উদাহরণ সংগ্রহ করা হয়েছে।

আমরা জানি শিশুর শিখন বহুমাত্রায় তার সংস্কৃতি, ভাষা ও ওই গোষ্ঠীর জীবন দক্ষতার শিক্ষার

নোট

ওপর নির্ভর করে। শিশুর থাকে নির্দিষ্ট প্রসঙ্গ নির্ভর স্বাধীন চিন্তা। অপরপক্ষে বিদ্যালয়ের পর নির্ভরতা নির্ভর চিন্তা। আমরা বিভিন্ন প্রসঙ্গ যা ভাষা, সংস্কৃতি এবং জীবন দক্ষতার সঙ্গে যুক্ত, তাকে বিদ্যালয় ও গোষ্ঠীর স্তর থেকে লক্ষ্য করেছি এবং এই শিখনকে আরও অর্থবোধক আনন্দবোধক এবং প্রাসঙ্গিক করেছে। এটি সম্ভব হয়েছে স্থানীয় ভাষা এবং শিশুর মাতৃভাষার মাধ্যমে লোককাহিনী, লোকগাথার লোকক্রীড়াকে অঙ্গীভূত করার ফলে। এজন্য শিশুও তার বিদ্যালয়ে এসে নিজেকে বিচ্ছিন্ন বলে মনে হত। করছে না।

এই এককে প্রাত্যহিক জীবনে দশকোটি দক্ষতার ব্যবহারের আলোচনা তার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

- স্থানীয় সংস্কৃতি চাপ ঐতিহ্যের প্রতি খোলামনের বন্ধুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল হোন।
- নিজেকে স্থানীয় উৎসব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করান।
- গোষ্ঠীপতি, পরিসংখ্যান গোষ্ঠী সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি তথ্য দিতে পারবেন তার সঙ্গে অনুষ্ঠান/উৎসবের সময় যোগাযোগ করতে চেষ্টা করুন।

2.6 অগ্রগতি পরীক্ষার উত্তরাবলী

অগ্রগতি পরীক্ষা—1

1. গোষ্ঠী হল বৃহত্তর সমাজের একটা অংশ। যেখানে একই সংস্কৃতি, রীতিনীতি ঐতিহ্য ভাষা ও বিভিন্ন জীবনমুখি দক্ষতার উপস্থিতি দেখা যায়।

গোষ্ঠীকে বোঝবার জন্য কৌশল :

- নিজেকে গোষ্ঠীর অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ান।
- গোষ্ঠীর বিভিন্ন বয়সী সদস্যদের সঙ্গে কথা বলুন।

অগ্রগতি পরীক্ষা—2

1. শিক্ষাকর্মী প্রকল্প শিশুদের অভিভাবক তথা গোষ্ঠীকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছে বিদ্যালয় হল ইতিবাচক এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণের স্থান।

2.7 নির্দেশিত সহায়ক পাঠ গ্রন্থাবলী

Government of India (undated) *Sarva Shiksha Abhiyan- Framework for Implementation.*

Ministry of HRD, Department of Elementary Education and Literacy, New Delhi

Jayaram, N, (2008) *School-Community Relations in India: Some Theoretical and Methodological Considerations,* Paper presented at National Seminar

নোট

on Community and School Linkages: Principles and Practices (March 17-19, 2008), NUEPA, New Delhi.

Gaysu R. Arvind(2008) *Locating Community in School Education: Emerging Perspectives and Practices to Empowered Participatory Governance,* Paper presented at National Seminar on Community and School Linkages: Principles and Practices (March 17-19, 2008), NUEPA, New Delhi.

K.B. Everard, Geoff Morris, Ian Wilson, Effective School Management: 2004, London

D.B. Rao, The School and Community Relations: 2004, Discovery Publishing House Pvt. Ltd., New Delhi

2.8 একক সমাপ্তির অনুশীলন

1. সমাজ, সম্প্রদায় এবং বিদ্যালয় পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন।
2. বিদ্যালয় ও সমাজের প্রেক্ষিতে ভাষা ও সাংস্কৃতিক বিকাশে সম্প্রদায়ের কি ভূমিকা আছে?

নোট

একক—3 : বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে সম্প্রদায়ের অবদান

গঠন

3.0 – ভূমিকা

3.1 – শিখনের উদ্দেশ্য

3.2 – ১ম কেস—২টি গ্রাম ও একটি শহরের কাহিনী

3.3 – সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী কি?

3.4 – গোষ্ঠীর যোগদানের গুরুত্ব

3.5 – বিদ্যালয় শিক্ষার বিষয়ে সম্প্রদায়ের যোগদানের বিষয়ে সরকারের উদ্যোগ

3.6 – বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে সম্প্রদায়ের অবদান কি?

3.7 – বিদ্যালয় শিক্ষার উন্নতির জন্য সম্প্রদায়ের ভূমিকা কি?

3.8 – বিদ্যালয়-অভিভাবক এবং গোষ্ঠীর অংশীদারিত্বের লালন পালন করা

3.9 – কিভাবে গোষ্ঠী স্থানীয় সম্পদকে চিহ্নিত করে তাকে সচল রাখতে পারে

২য় কেস (ঘটনা) : ক্ষুদ্র পরিকল্পনায় সম্প্রদায়ের যোগদান

3.9.1 – যোগদানমূলক শিখন ও ক্রিয়া (PLA) পদ্ধতি (পার্টিসিপেটারি লার্নিং এন্ড অ্যাকশন)

3.9.2 – চাপাটি গোষ্ঠীর কল্পনা

3.9.3 – বীজ, কাঠি ও পতাকার ব্যবহার

3.10 – ৩য় কেস : বিদ্যালয় শিক্ষা ও সম্প্রদায়ের সাধারণক্ষেত্র

3.11 – কাঠামো যার মধ্যে দিয়ে সম্প্রদায় উপস্থাপিত হয়

3.12 – ৪র্থ কেস : আম্বেদকর প্রাথমিকশালা, কৃষিবড়ি, নবসারি

গুজরাট : ফেব্রুয়ারী ২০০৬

3.13 – ৫ম কেস : জবানটেক্‌রি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ভদোদরা

3.14 – আসুন সংক্ষেপ করি

3.15 – প্রস্তাবিত সহায়ক পাঠ

3.16 – অগ্রগতি পরীক্ষার উত্তরাবলী

3.17 – একক শেষের অনুশীলন

নোট

3.0 ভূমিকা :

নীতি নির্দ্ধারক শিক্ষাবিদ এবং শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত সকলেই ক্রমশঃ বুঝতে পারছে বিদ্যালয়ের শাসনতন্ত্র পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সম্প্রদায়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণের ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধিগম্যতা ও গুণগত মান ধরে রাখার ক্ষেত্রে একটা নাটকীয় পরিবর্তন যে এসেছে তার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। জাতীয় শিক্ষানীতির (১৯৮৬) একটি প্রধান প্রস্তাব হল স্থানীয় স্তরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার জন্য সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীকে ক্ষমতাযুক্ত করা। NPE প্রস্তাব করেছে যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো জেলা ও উপজেলা স্তরে তৈরী করতে হবে, যেমন জেলা শিক্ষা দপ্তর (ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড অফ এডুকেশন) এবং গ্রামীণ শিক্ষা কমিটি, যেগুলি দেখবে প্রাথমিকশিক্ষার ক্ষেত্রে সম্প্রদায় তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারছে কি না। বিকেন্দ্রীকরণ ও সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতী রাজের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করতে 73 ও 74 তম সংবিধান সংশোধন আরও উদ্যম গ্রহণ করেছে। সেই সময় থেকে ভারতের বিভিন্ন কম্যে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে গোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা বিষয়ে প্রচুর অভিজ্ঞতা উঠে এসেছে। SSA যেটি প্রাথমিক শিক্ষার সর্বজনীনতার লক্ষ্য পূরণের একটি হাতিয়ার সেটিও বিদ্যালয় শিক্ষার পরিকল্পনা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। এই এককে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সম্প্রদায়ের অবদান সম্পর্কে আলোচনা হবে। এককটি বিদ্যালয় শিক্ষার অধিগম্যতা, যোগদান ও গুণগতমান বৃদ্ধির জন্য সম্প্রদায়ের গুরুত্ব আলোকপাত করবে।

3.1 শিখন উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠের পর আপনারা যে বিষয়ে সক্ষম হবেন তা হল

1. কিভাবে সম্প্রদায় বিদ্যালয় শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে
2. বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে সম্প্রদায়ের যোগদানের গুরুত্ব
3. বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে যোগদানের জন্য সম্প্রদায়ের বিভিন্ন পদ্ধতি
4. হাতেকলমে কাজের অভিজ্ঞতা আলোচনা করা। যার থেকে শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষক বুঝতে পারেন বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে সম্প্রদায়ের যোগদানের প্রয়োজনীয়তা।

এই এককে সম্প্রদায়ের ধারণা এবং বিদ্যালয় শিক্ষার বিকাশের ক্ষেত্রে তার অবদান ব্যাখ্যা করা হবে।

3.2 ১ম কেস-২টি গ্রাম ও একটি শহরের কাহিনী

আমার নাম গীতা, আমি শিক্ষা দপ্তরে কাজ করি। এই কাজে ধারণা ও উৎসাহও প্রচুর। আমি মানসির একটা গ্রামে পৌঁছে দেখলাম ছোটরা খেলা করছে মহিলারা ক্ষেতে কাজ করছে এবং

নোট

কিছু পুরুষ একটা খাটিয়ায় বসে গল্প গুজব করছে। তাদের আমি জিজ্ঞাসা করলাম গুচ্ছ সম্পদ ভবন/ বা ব্লক সম্পদ ভবনটি কোথায়? এই প্রশ্ন শুনে তারা মুখের দিকে শূন্য দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইল। অনেককে জিজ্ঞাসাবাদের পর আমি গুচ্ছ সম্পদ কোঅর্ডিনেটরের কাছে যেতে পারলাম। তিনি তার অফিসের বাইরেই বসে ছিলেন। আমি তাকে বললাম যে আমি বিদ্যালয় পরিচালনার গ্রামীণ শিক্ষা কমিটির সদস্যদের সঙ্গে মিলিত হতে চাই। তিনি বললেন তারা খুব ব্যস্ত তবে একজন সদস্যকে খুঁজে পাওয়া গেল। আমি তখন তার সঙ্গেই গুচ্ছ সম্পদ ভবনে গেলাম। ঘরের ভেতরটা তখন অন্ধকার। আমি তাকে মিটিংএর কাগজপত্র দেখাতে অনুরোধ করলাম, কিন্তু দেখলাম সেগুলি খুব খারাপভাবেই রাখা রয়েছে। আর সেখানে মিটিংএর কোন কার্যবিবরণী নেই। আমি আরও দুজন SMC সদস্যের সঙ্গে দেখা করলাম যারা বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অভিভাবক, কিন্তু তারা বললেন গত ছয় মাসের মধ্যে তারা কোনো মিটিংএ যোগদান করেন নি। আমি গ্রামের আরও দুটো বিদ্যালয়ে গেলাম সেখানে কোন ছাত্র, শিক্ষকের দেখাই পেলাম না। মিড-ডে মিল দেওয়া হয় বটে কিন্তু তার পরিমাণ খুবই কম। আমি বিচলিত হয়ে ভাবতে বসলাম কেন স্থানীয় মানুষ বিদ্যালয়ের পরিচালনায় অংশ নিতে আগ্রহী হয়নি? কেন গ্রামীণ কমিটির সদস্যরা শিক্ষক ও বিদ্যালয়ের উপস্থিতির বিষয়টি দেখাশুনো করে নি?

কয়েকদিন পর আমি সুরখা গ্রামে গেলাম, সেখানে একই ছবি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম কেউ কি গুচ্ছ সম্পদ ভবন দেখিয়ে দেবে? একজন অল্পবয়েসী লোক আমাকে গুচ্ছ সম্পদ কেন্দ্রে নিয়ে গেল। সেখানে দেখি কয়েকজন শিক্ষক বসে সমস্যা আলোচনা করছেন।

গুচ্ছ সম্পদ কো-অর্ডিনেটর আমাকে বিদ্যালয়ে নিয়ে গেলেন সেখানে দেখলাম শিক্ষক ও ছাত্ররা শ্রেণিকক্ষে রয়েছে। কিছু ছাত্র আর্টরুমে রয়েছে। যখন আমি রেকর্ড দেখতে চাইলাম তখন তারা দ্রুত সেসব দেখাল আমি দেখে অবাক হলাম সেগুলি খুব ভালভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে এবং গ্রামীণ শিক্ষা কমিটির সব তথ্যও যথাস্থানে আছে। যে সমস্ত বাবা মা বিদ্যালয় উন্নতির কমিটিতে আছেন তারা উৎসাহের সঙ্গে বর্ণনা করতে লাগলেন যে কিভাবে তারা বিদ্যালয়ের উন্নতির পরিকল্পনা করেছেন। তারা আরও বললেন মিড-ডে-মিলের বাসনপত্র গোষ্ঠীর লোকেরাই দিয়েছেন। গোষ্ঠীর কিছু সদস্য পড়াশুনোয় পিছিয়ে পড়া বাচ্চাদের অঙ্ক ক্লাস নিতেও শুরু করেছেন। একজন অভিভাবক স্কুলে যান মিড-ডে-মিলের দেখাশুনার জন্য। একজন আবার ছাত্রদের গান শেখান। SDMC সদস্যরা জানালেন নাটকের আয়োজন করেন তার মাধ্যমে তারা শিক্ষার গুরুত্ব (বিশেষতঃ মেয়েদের) সম্পর্কে চেতনা জাগানোর চেষ্টা করেন। এমনকি ছাত্রদের শারীরিক পরীক্ষার জন্য ডাক্তারেরও ব্যবস্থা করেন। এই সদস্যরা শিক্ষক ও সমাজকর্মীদের সঙ্গে সেই সব বাড়ীতেও যান যেখান থেকে শিক্ষার্থীরা আসছে না। আমি যে সমস্ত লোকের সঙ্গে দেখা করলাম তারা সকলেই গোষ্ঠীর উদ্যোগের প্রশংসা করলেন এবং দেখলাম তারা সবাই গ্রামীণ শিক্ষা কমিটি/বিদ্যালয় উন্নতি কমিটি এর গঠন সম্পর্কে সচেতন।

নোট

আমি ডালস্ওয়া বস্তি, যেটি শহুরে এলাকায় অবস্থিত সেখানে গেলাম। এর রাস্তাগুলি খুবই সংকীর্ণ। লোকেরা সেখানে লম্বা লাইন করে জন তোলবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। কোনো বাথরুম নেই। রাস্তাগুলি নোংরা জলে ভর্তি। আমি গুচ্ছ কো-অর্ডিনেটর এবং বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির সদস্য অভিভাবকদের সঙ্গে মিলিত হতে চাইলাম। তারা আমাকে কো-অর্ডিনেটরের ফোন নম্বর দিলেন কিন্তু আমি অভিভাবকদের কারো সঙ্গেই দেখা করতে পারলাম না। কারণ তারা সকলেই কাজে গেছেন। পরের দিন আমি গুচ্ছ কো-অর্ডিনেটর এবং দুইজন অভিভাবকের সঙ্গে দেখা করতে পারলাম। যখন আমি নথি পরীক্ষা করলাম তখন দেখলাম পূর্ববর্তী বছরে মাত্র দুটি মিটিং হয়েছে এবং অভিভাবকরাও বিদ্যালয়ের কাজকর্মের তেমন নিয়ন্ত্রণ করতে পারনে না, দীর্ঘসময় তাদের কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে। যদিও একটি NGOর এক প্রতিনিধি আমাকে ব্রীজকোর্স সেন্টারের সন্ধান দিলেন। যেখানে তারা শিশুদের পড়ান, বাড়ী বাড়ী অনুসন্ধান করে তারা এটাও খুঁজে দেখেন কোন কোন শিশু এখনো স্কুলের খাতায় নাম লেখায় নি বা সেখানে নিয়মিত যায় না। এই NGO শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে চেতনা বাড়াবার চেষ্টা করে এই ব্রিজকোর্স সেন্টার চালান। তারা নিয়মিত সরকারী বিদ্যালয়েও যান যাতে শিশুদের তারা সেখানে ভর্তি করাতে পারেন। মুক্ত বিদ্যালয়ের মাধ্যমে তারা স্কুলছুট শিক্ষার্থীদের কোন মানের পরীক্ষাও দেওয়ান।

অগ্রগতি পরীক্ষা করুন—1

টীকা : উত্তর লেখার জন্য নিচে জায়গা দেওয়া হয়েছে

1. দুটো গ্রাম ও একটা শহরের কাহিনী পড়ে আপনার কি মনে হল? এই কাহিনীর কোন গ্রাম বা শহরের সঙ্গে আপনার জায়গার মিল আছে?

---

2. সুরখা গ্রামে কিভাবে গোষ্ঠী সংযুক্ত হয়েছে? তাদের কার্যাবলী ব্যাখ্যা কর?

---

3. ভাল্সওয়া বস্তিতে কে বিদ্যালয় ও গোষ্ঠীর মধ্যে মধ্যস্থ হিসাবে কাজ করে? আপনার এলাকায় এরকম প্রতিষ্ঠানের নাম খুঁজে বার করেন। কিভাবে তারা তাদের অবদান রাখছে?

নোট

4. কিভাবে সান্‌সি গ্রাম থেকে সুরখা গ্রামটি আলাদা হয়েছে?

3.3 সম্প্রদায় কি?

সম্প্রদায়/গোষ্ঠী বলতে আমরা সাধারণভাবে বুঝি একদল মানুষকে যাদের একই ধরণের আগ্রহ রয়েছে এবং তারা একসঙ্গে কাজ করে। আমরা সকলেই একটা গোষ্ঠীতে বসবাস করি। কয়েকটি সাধারণ বিষয় আমাদের গোষ্ঠীবদ্ধ হতে সাহায্য করেছে।

- ভাষা
- অঞ্চল
- রীতিনীতি
- ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি
- পেশা/ বৃত্তি
- একই লক্ষ্য

3.4 গোষ্ঠীর অংশগ্রহণের গুরুত্ব

ক্রমশঃ আমাদের এই ধারণা দৃঢ় হচ্ছে যে মানুষের অংশগ্রহণ বিশেষতঃ গ্রামীণ দরিদ্র ভূমিহীন শ্রেণী, শহরের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, যারা বস্তিতে বাস করে, ছোট বসতি এলাকার মানুষ, সুবিধাহীন মানুষ যেমন তপশিলী জাতি ও উপজাতি এবং মহিলাদের দ্বারাই শিক্ষার বিকাশ সম্ভব।

গোষ্ঠীকে শিক্ষার মধ্যে সংযুক্ত করার উদ্দেশ্য হল শিক্ষাকে সর্বজনীন করা। অর্থাৎ বিদ্যালয় ব্যবস্থার সুবিধাকে সবশিশুর মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। সব শিশুকে বিদ্যালয়ে নথিভুক্ত করা এবং শিশুদের এই ব্যবস্থার মধ্যে ধরে রাখা। গোষ্ঠী, অভিভাবক, পরিবার সকলকে এই কাজে ধরে রাখার উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষাদানকে আরও উন্নত করে শিশুকে আরও ভালোভাবে শিখিয়ে, পরিবর্তনশীল জগতের জন্য প্রস্তুত করা।

গোষ্ঠীর অংশ গ্রহণের অর্থ হল আর্থিক, মানবিক ও জাগতিক সম্পদের সংহতি সাধন করে শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও কার্যক্ষম করে তোলা। দুর্বল শ্রেণীসহ সকল শ্রেণীর মানুষের প্রয়োজন সমস্যা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য শিক্ষাগ্রহণ করা খুব জরুরী।

অংশ গ্রহণ শিক্ষার গণতন্ত্রায়ণেও খুব জরুরী। বিশেষতঃ সমানাধিকার অর্জনের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। সম্প্রদায় যাতে শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে সংযোগবিহীন না হয় তা দেখা দরকার। কারণ এটাই হল উদ্যোগের উদ্দীপনা বাড়ানোর প্রধান হাতিয়ার।

নোট

3.5 বিদ্যালয় শিক্ষায় সম্প্রদায়কে জড়িত করার ক্ষেত্রে সরকারী উদ্যোগ

বিভিন্ন সরকারী রিপোর্ট ও নীতি ইতিমধ্যেই শিক্ষা ব্যবস্থাকে সম্প্রদায়ের কাছে আরও প্রতিক্রিয়াশীল (রেসপন্সিভ) এবং ব্যাখ্যাকারী করে তুলতে বলতে শুরু করেছে। তাই 1980 সালের মধ্যভাগ থেকেই সম্প্রদায়ের যোগদান দেশের প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠল। ঠিক এই সময় থেকেই শিক্ষা সংস্কারের প্রয়োজন বিকেন্দ্রীকরণ এতটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠছিল; ন্যাশনাল পলিসি অফ এডুকেশন (NPE/1986/1992) ও 73 ও 74তম সংবিধান সংশোধনে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থায় পঞ্চায়েতী ব্যবস্থাকে জাগিয়ে তোলার চিন্তা থেকেই স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠানগুলি বিদ্যালয় ব্যবস্থাকে সংস্কার করার কথা ভাবে। এক্ষেত্রে স্থানীয়স্তরে সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়ণ ঘটিয়ে বিদ্যালয়কে সাহায্য করার কথা ভাবা হয়।

- জাতীয় শিক্ষা নীতি 1986 ও সহযোগী প্রোগ্রাম অফ অ্যাকশন, বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিকশিত করার জন্য সুসংহত ও বিকেন্দ্রীভূত ব্যবস্থার ওপর জোর দিয়েছে। এজন্য বিদ্যালয় শিক্ষার পরিকল্পনা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে জেলার ক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে। বিশেষ করে প্রাথমিক স্তরে। সম্প্রদায়ের যোগদান এখন সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির এক মৌলিক চাহিদা। এরজন্য শাসনব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে এক ব্যাখ্যাদায়ী করবার জন্য একটা সঠিক কাঠামো তৈরী করা দরকার। এখন যে পরিবর্তন হয়েছে তা হল সম্প্রদায়ের বিকাশের বদলে সম্প্রদায়ের যোগদানের ওপর জোর দেওয়া অথবা জনগণের ক্ষমতায়ণ ঘটানো বা গণতন্ত্রকে আরও তৃণমূলস্তরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। নীতিগতভাবে এখন এটি ভাবা হচ্ছে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্তরে জনগণের অংশ নেওয়া উচিৎ। তাই বিদ্যালয়ের কার্যক্রমে, গ্রাম/ওয়ার্ড, ব্লক ও জেলাস্তরের বিদ্যালয় শিক্ষা পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সম্প্রদায়ের অবশ্যই সংযুক্ত থাকা উচিৎ।
- প্রোগ্রাম অ্যাকশান নীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য রাজ্য সরকারগুলি গ্রামীণ শিক্ষা কমিটি (VEC)র মত কিছু স্থানীয় পরিষদ তৈরী করেছে যার মাধ্যমে অংশগ্রহণের সুযোগ পাওয়া যায়।
- VEC এর প্রধান দায়িত্ব হল ক্ষুদ্র-পরিকল্পনা করা। গ্রামে বাড়ী বাড়ী ঘুরে নির্দিষ্ট সময়ান্তরে অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে বিদ্যালয় মানচিত্র তৈরী করা। এদের অপর কাজ হল বিদ্যালয়কে নিয়মিতভাবে এবং যথাযথভাবে কাজ করানোর জন্য গোষ্ঠীর সচেতনতা বৃদ্ধি করা যাতে এদের সব সদস্যই এখানে যোগ দিতে পারে। এবং শিক্ষকের উন্নতি ঘটাতে পারে।
- সম্প্রদায়ের যোগদানের বিষয়টিকে বাস্তবায়িত করা হয়েছে এই ধরনের বহুবিধ তৃণমূলক স্তরের কাঠামো তৈরী করার মধ্য দিয়ে। যথা—গ্রামীণ শিক্ষা কমিটি (Village Education Committee -VEC) বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি (School Management Comittee-SMC) মাতা শিক্ষক পরিষদ (Mother Teacher Association MTA) অভিভাবক শিক্ষক পরিষদ (Parents Teacher Association PTA) মাতা পরিষদ (Mother Association) ও মহিলা নিয়ন্ত্রক দল (Women Monition Groups WMG)।

নোট

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা প্রোগ্রাম (DPEP) সর্বশিক্ষা অভিযান (SSA) ইত্যাদির মত নানা শিক্ষামূলক প্রোগ্রামে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে VEG বা PTAর মত পরিষদকে নির্দিষ্ট ভূমিকা ও কার্যাবলীর দায়িত্ব দিয়ে তৈরী করে দেওয়া হয়েছে। যদিও গোটা রাজ্যেই এগুলি তৈরী হয়েছে। তবু এদের প্রকৃতি গঠন ও দায়িত্বশীলতার মধ্যে কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা গেছে।

- শিশুদের বিনামূল্যে আবশ্যিক শিক্ষা আইন 2009 সমস্ত বিদ্যালয়ে বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি তৈরী করা বাধ্যতামূলক করেছে। এটি প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রামীণ শিক্ষা কমিটি/ওয়ার্ড কমিটির পরিকল্পনা ও পরিচালনা কাজকেও নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। 4নং এককে এটি বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হবে।

অগ্রগতি পরীক্ষা করুন—2

টীকা : নীচে উত্তরের জন্য জায়গা দেওয়া হয়েছে

1. বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে সম্প্রদায়ের যোগদানের গুরুত্ব আলোচনা কর

---

2. শিক্ষায় পরিকল্পনা গ্রহণ ও পরিচালনার ক্ষেত্রে গ্রামীণ শিক্ষা কমিটির কার্যাবলী আলোচনা কর।

3.6 কিভাবে সম্প্রদায় বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে তার অবদান রাখতে পারে

মানুষের কাছে যাও
তাদের ভালবাস
তাদের সঙ্গে থাক
তাদের সঙ্গে শেখ

তোমার জ্ঞানের সঙ্গে তাদের সংযোগ ঘটাও
তাদের যা আছে তা দিয়ে শুরু কর
যখন তোমরা কাজ শেষ করবে
যখন মানুষ বলবে
এটা সবটাই আমরা করেছি।

সম্প্রদায়ের যোগদান শিশুকে দায়িত্বশীল হতে শেখায়। এটি অভিভাবককে তার সন্তানের বিদ্যালয়ের

নোট

স্বাস্থ্যব্যবস্থা শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক শিখন পদ্ধতি, শিক্ষকের সঙ্গে ছাত্রের কাজ ইত্যাদি পরিদর্শন করে যেমন সক্রিয়ভাবে সন্তানের শিখনের সঙ্গে যুক্ত করে তেমনি শিখনের গুণগত মান বাড়াতেও সাহায্য করে।

সম্প্রদায় এই ধরনের নানা উপায়ে অংশগ্রহণ করতে পারে।

- বিদ্যালয় বহির্ভূক্ত শিক্ষার্থীদের সার্ভে, শিশু শ্রমের বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম, ছাত্রদের নাম নথিভুক্ত করার উদ্যোগ।
- বিদ্যালয় মানচিত্রকরণে সাহায্য করা—বিদ্যালয়ের অবস্থান তার বাড়ী, শ্রেণিকক্ষ, বাথরুম ও পানীয় জলের অবস্থা ও সুবিধা দেখা
- অর্থ, বস্তু অথবা শ্রম দানে যোগদান করা
- উপস্থিতির মাধ্যমে (যথা—বিদ্যালয়ের মিটিংএ উপস্থিতি) বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য বিষয়ে দেখাশুনা করা, শিক্ষক-শিখন (শ্রেণিকক্ষে) বিষয়ে দেখা ছাত্রের অগ্রগতি সম্পর্কে শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করা।
- কাঠামোর উন্নতি ঘটানো অথবা শিখন পদ্ধতির উন্নতির বিষয়ে আলোচনা
- যখন শিক্ষক অনুপস্থিত থাকবেন তখন সাহায্য করা, অথবা বৃত্তিমূলক দক্ষতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে, গান শেখানোর ক্ষেত্রে সাহায্য করা
- ছাত্র ও শিক্ষকের উপস্থিতি লক্ষ্য করা
- বিনামূল্যে বিলি হওয়া পাঠ্যবই বিদ্যালয়ের পোশাক ঠিকমত পৌঁছচ্ছে কিনা, মিড-ডে-মিল নিয়মিত এবং গুণগত মানে ঠিক কিনা দেখা

এটা প্রমাণিত হয়েছে যে শিক্ষার ক্ষেত্রে সম্প্রদায়ের নানা ক্ষেত্রে বিচরণের সম্ভাবনা আছে। যথা সম্পদের সহজলভ্যতা শ্রেণিকক্ষের নির্মাণ, পাঠ্যক্রমের বিকাশে ও নীতির রূপায়ণে সাহায্য করা ইত্যাদি। তারা বিদ্যালয়ের কাজেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে নিম্নের ছকের সাহায্যে একে ব্যাখ্যা করা যায়।

নোট

শিক্ষাক্ষেত্রে সম্প্রদায়ের যোগদানের বিস্তৃতি ও তার পরিমাপের ছক

সম্প্রদায়ের ভূমিকা/ শিক্ষার কাজ	সেবার ব্যবহার	উপাদানের অবদান	মিটিঙে উপস্থিতি	নানা বিষয়ে পরামর্শদান	বিলি ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ	ক্ষমতা অর্পন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ	বাস্তব শক্তি ও প্রতিক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ
নীতি নির্দ্ধারণ							
উপাদানকে সহজলভ্য করা							
পাঠ্যক্রমের বিকাশ							
শিক্ষক নিয়োগ ও পদচ্যুতি							
পরিদর্শন							
বেতন দান							
শিক্ষক শিক্ষণ							
পাঠ্যবই তৈরী							
পাঠ্যবই বিলি							
শংসাপত্র প্রদান							
গৃহ ও রক্ষণাবেক্ষণ							

অগ্রগতি পরীক্ষা করুন—2

টীকা : নীচে উত্তর লেখার জায়গা দেওয়া আছে

1. কিভাবে সম্প্রদায় বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে তার অবদান রাখে?

নোট

2. আপনার এলাকা থেকে তথ্য সংগ্রহ করুন, এবং লিখুন কিভাবে সম্প্রদায় শিশু শিক্ষার বিকাশের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করে

3.7 বিদ্যালয় শিক্ষার উন্নতিতে সম্প্রদায়ের ভূমিকা

সম্প্রদায় স্কুলের প্রধান এবং শিক্ষকদের সঙ্গে মিলেমিশে বিদ্যালয় শিক্ষার উন্নতি করতে পারে। তারা প্রেসার গ্রুপ বা চাপসৃষ্টিকারী দল অথবা নজরদারের ভূমিকা পালন করতে পারে যদি বিদ্যালয়ের কার্যক্রমে কোনো অসংগতি থাকে।

সম্প্রদায় নিম্নে বর্ণিত কাজগুলি করতে পারে :

- শিক্ষার সুবিধা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করে ছাত্রসংখ্যা বাড়াতে
- গ্রামীণ শিক্ষা কমিটি/ওয়ার্ড শিক্ষা কমিটি/বিদ্যালয় পরিচালন সমিতিতে অংশ নিতে
- বিদ্যালয়ে ছাত্রদের নিয়মিত উপস্থিতির হার বাড়াতে
- ছাত্রীদের আরও বেশী সংখ্যায় বিদ্যালয়ে ধরে রাখতে
- শিক্ষকদের শ্রেণিকক্ষে শিক্ষণ পর্যবেক্ষণে অভিভাবকের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে
- বিদ্যালয় শিক্ষকদের মনোবলকে সতেজ করতে
- বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের মনোবলকে সতেজ করতে
- বিদ্যালয়ে আর্থিক সম্পদের সঠিক ব্যবহারের নিয়ন্ত্রণ করতে
- শিক্ষক নিয়োগ ও সহায়তা করতে
- বিদ্যালয়ে কার্যক্রম ও অবস্থানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে
- বিদ্যালয়ে শিক্ষকের উপস্থিতি ও কার্য সম্পাদন পর্যবেক্ষণ করতে
- সন্তানের শিখন অগ্রগতি সম্পর্কে জানবার জন্য বিদ্যালয় সভায় সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে
- দক্ষতা ক্ষেত্রে নির্দেশ দিতে ও স্থানীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে তথ্য দিতে
- শিশুর অধ্যয়নে সাহায্য করতে
- শিক্ষায় উদ্ভূত সমস্যার কারণ চিহ্নিত করে সম্ভাব্য সমাধান বিষয়ে আলোচনা করতে

3.8 বিদ্যালয় অভিভাবক ও সম্প্রদায়ের অংশীদারিত্বকে লালন করা

এটা ক্রমশঃ প্রমাণিত হচ্ছে যে বিদ্যালয় ও সম্প্রদায় একসঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবে বিদ্যালয় শিক্ষার মনোন্নয়ের জন্য। এই প্রসঙ্গে বলা যায় বিদ্যালয় যেহেতু সম্প্রদায়ের এক সদর্থক ও ঘনিষ্ঠ অঙ্গ, সে বিকাশ ও শিখনের বাধাকে চিহ্নিত করে স্বাস্থ্যকর বিকাশে আরও ভালভাবে কাজ করতে পারে।

নোট

আসলে বেশীর ভাগ স্কুলেরই তাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য সফল করববার জন্য সম্প্রদায়ের সাহায্যের উপাদানগুলি যথা পরিবারের সদস্য, প্রতিবেশীদের নেতা, ব্যবসায়ী দল, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, প্রাইভেট সংস্থা, লাইব্রেরী, পার্ক এবং চিত্তবিনোদনের উপাদানের সাহায্য নেয়। এছাড়া তারা সম্প্রদায়ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান, নাগরিক দল ও স্থানীয় সরকারের সাহায্যও। যদি সম্প্রদায় বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত হয় তবে বিদ্যালয়ে সুপরিচালনা এবং ছাত্রদের আরও ভালো পরিবেশনা সম্ভব হয়। এই যোগদানের জন্য সম্প্রদায়কেও জানতে হয় বিদ্যালয়ের সাফল্য বা সমস্যাকে। কিভাবে তারা সাহায্য করবে বা তাদের কিছু অবদানের স্বাক্ষর রাখবে এই ভাবনা ভাবতে হয়। এটার চেষ্টায় যা কিছু সাফল্য বিদ্যালয়ের হবে, সম্প্রদায়ও নিজেদের তার অংশীদার মনে করে আনন্দিত ও গর্বিত হবে। বিদ্যালয় ও সম্প্রদায়ের মধ্যে যোগসূত্র সাধনের জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি অবলম্বন করতে হবে।

- অভিভাবক ও বিদ্যালয় নিয়মিতভাবে পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ নির্দিষ্ট রূপে বজায় রাখবে।

  তারা শিক্ষার্থীর সাফল্যের জন্য তথ্য বিনিময় করবে। শিক্ষক পরিবারকে শিখন উদ্দেশ্য বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠান ও শিক্ষার্থীর সম্পাদন (performance) সম্পর্কে জানাবেন। অভিভাবকেরাও বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানগুলি যেমন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ইত্যাদিতে সক্রিয়ভাবে অংশ নেবেন।
- বিদ্যালয় যেগুলি সুপরিচালনা হয়—সম্প্রদায়গুলি যেসব বিদ্যালয়ে পরিচালন সমিতি আছে সেখানে তাদের অবদান রাখতে পারে। ঐ সমিতিতে ভিন্ন ভিন্ন আর্থ সামাজিক গোষ্ঠী থেকে অভিভাবক নিযুক্ত হন। নিয়মিত সভা ও সভায় তাদের পরামর্শ সফল করার মধ্যে দিয়ে বিদ্যালয় সুপরিচালিত হয়।
- যে বিদ্যালয় অভিভাবক অংশগ্রহণে উৎসাহ দেয়—বাবা মা অভিভাবক সবাই প্রধান শিক্ষকের ঘরে বা শ্রেণিকক্ষে আন্তরিকভাবে আহূত হন। এদের পরামর্শের মূল্য দিয়ে সেগুলি পালনের চেষ্টা হয়।
- শিক্ষক দ্বারা বাবা মাকে সঠিক দিশা দেখাতে পরামর্শ দিতে প্রস্তুত—

  যদি শিক্ষার্থীর বিষয়ে বাবা মা সচেতন হন বা যদি শিশুর কোন বিশেষ যত্নের প্রয়োজন হয়, তখন শিক্ষকই প্রস্তুত থাকেন এদের গাইড করার জন্য বাবা মা কিভাবে শিশুর বাড়ীর কাজ দেখবেন বা তার বিকাশে সাহায্য করবেন এগুলি শিক্ষকই তাদের সাহায্য করেন। বাবা মা এবং অভিভাবক যদি লেখাপড়া নাও জানেন, তবু তাদের যেন সম্মানের সঙ্গে ব্যবহার করা হয়।
- বাবা মা অভিভাবক বিদ্যালয়ের সঙ্গে তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা বিনিময় করবেন—

  বাবা মা স্বেচ্ছায় শ্রেণিকক্ষের উপাদান দেবেন ভ্রমণে সাহায্য করবেন, ক্রীড়া উপযোগী কোচিং করবেন, মধ্যাহ্ন ভোজনে সাহায্য করতে পারেন। বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য বিধি

নোট

যথা—বাথরুম, হাত ধোওয়ার সুযোগ সুবিধা, আছে কিনা দেখবেন, শিখন উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত বাক্স, বীজ, ফেলে দেওয়া জিনিস নিতে পারেন। তিনি সম্পন্ন ব্যক্তি হিসাবে শিক্ষার্থীদের কাছে কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ে বলতে পারেন। বিদ্যালয়ের বার্ষিক দিবস, জাতীয় উৎসব পালন ইত্যাদিতে অংশ, শিক্ষার্থীর নাটক, গান, নাচ ইত্যাদি পরিবেশনায় উপস্থিত থাকবেন এবং সর্বোপরি বিদ্যালয়ের সভাগুলিতে সক্রিয় অংশ নেবেন।

3.9 কিভাবে সম্প্রদায়, স্থানীয় উপাদানকে চিহ্নিত করে সহজলভ্য করবেন

২য় কেস : ক্ষুদ্র পরিকল্পনায় সম্প্রদায়ের যোগদান

আমি করোলি গ্রামের একজন স্বেচ্ছাসেবী কর্মী। এখানে 5300 জন মানুষের বসবাস। একটি মাত্র বিদ্যালয় সেটিও আবার অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত। এখানে শিক্ষার সবচেয়ে বড় সমস্যা হল প্রতিবেশী অঞ্চলেও আর কোন বিদ্যালয় নেই। দারিদ্র্যের কারণে বিশাল সংখ্যায় শিশু (প্রায় 25%) বিদ্যালয়ের খাতায় নাম লেখায় নি, তারপরে আবার 30% অষ্টম শ্রেণির আগেই স্কুলছুট হয়ে যায়। প্রশিক্ষণের পর আমি ভাবলাম কিভাবে আমি অন্যান্য সম্প্রদায়ের সদস্যদের এই সমস্যাগুলো সামলানোর জন্য নিযুক্ত করতে পারি। সম্প্রদায়ের মধ্যে কি কোন সম্ভাবনা আছে?

কয়েকজন সম্প্রদায়ের সদস্য আমাকে সাহায্য করবেন বলে এগিয়ে এলেন। প্রথমেই আমাদের গ্রাম সম্পর্কে সমস্ত তথ্য জোগাড় করে ফেলতে হল। গ্রামীণ শিক্ষা কমিটির সদস্যদের সাহায্যে গ্রামের একটা ম্যাপ তৈরী করে তাতে বাড়ী, প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় স্থান কুয়ো, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, কম্যুনিটি কেন্দ্র ও অন্যান্য স্থানগুলি চিহ্নিত করলাম, আমরা রং, পাতা, পাথর কাগজের পতাকা এসব ব্যবস্থার করে স্থানগুলি চিহ্নিত করলাম।

গ্রামের মোট জনসংখ্যা এবং যেসব বাড়ীতে 6-17 বছর বয়েসী ছেলেপুলে আছে সেই বাড়ীগুলোকেও ম্যাপের সাহায্যে চিহ্নিত করলাম। তারমধ্যে যেসব বাড়ী থেকে বাচ্চারা স্কুলে যায় এবং যাদের বাড়ী থেকে কখনো যায় না অথবা স্কুলছুট হয়ে বসে আছে তাদেরও চিহ্নিত করা হল। সংগৃহীত হল পরিবারগুলির পেশা ও আয়ের তথ্যও।

এই তথ্যগুলি থেকে আমরা বুঝতে চেষ্টা করলাম গ্রামে/ওয়ার্ডে বা নগরে কি ধরণের সুবিধা আছে।

ম্যাপের এই তথ্যগুলি আমাদের জানানো

- গ্রামে বাড়ীর সংখ্যা ও অবস্থান
- গ্রাম/ওয়ার্ডের পরিকাঠামো যথা অঙ্গনওয়াড়ি, প্রাক্-বিদ্যালয়, স্কুল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অবস্থান
- প্রত্যেক বাড়ীর লোকসংখ্যা
- প্রত্যেকটি বাড়ীর স্কুলে যাওয়া এবং না-যাওয়া শিশুর সংখ্যা
- স্ত্রী পুরুষের মধ্যে স্বাক্ষর ও নিরক্ষরের সংখ্যা।

নোট

এই মানচিত্র তৈরীর পর আমরা বুঝলাম এখানে আরও স্কুল তৈরীর প্রয়োজনীয়তা আছে। বিদ্যালয়ের সংখ্যা কমের ব্যাপারটি নিয়ে আমরা সম্প্রদায়ের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করলাম। এই আলোচনার মধ্যে দিয়ে উঠে এল স্কুল কম থাকার কারণে বাচ্চাদের স্কুল না যাওয়ার ও পড়াশুনোর আগ্রহ না থাকার বিষয়গুলো। সদস্যরাই শেষে বললেন - অন্য স্কুল তৈরী করার জায়গা ঠিক করে সেখানে স্কুলের, বর্ষপঞ্জী (Calander) ঠিক করা হোক, যাতে তারা স্কুলে নিয়মিত আসতে পারে, এবং স্থানীয় শিক্ষক নিয়োগ করা হোক।

ইন্ডিয়া ইন্সটিটিউট কর্তৃক পাটনার মানচিত্রকরণ

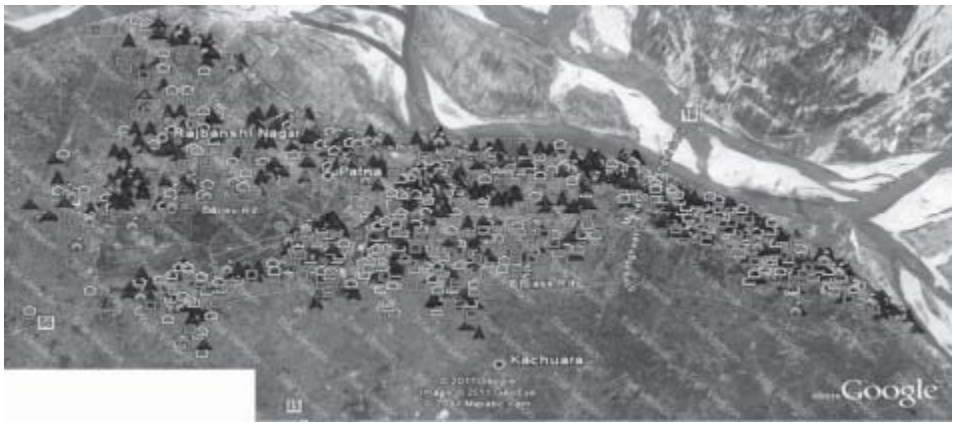

অগ্রগতি পরীক্ষা করুন—4

টীকা : উত্তর লেখার জায়গা নীচে দেওয়া আছে

1. স্থানীয় অবস্থা জানার জন্য কি ধরনের তথ্যের প্রয়োজন?

● নিরক্ষরের সংখ্যা ----------

2. কারা গ্রাম/ওয়ার্ডের মানচিত্র তৈরীতে সাহায্য করতে পারেন

● সম্প্রদায়ের সদস্যরা ----------

গ্রামের ম্যাপ তৈরীর পদ্ধতিকে বলে ক্ষুদ্র পরিকল্পনা (micro-planning) এটি যার সাহায্যে করা যায় সেগুলি হল—

- নিরীক্ষণ
- যোগদানমূলক শিখন ও কর্ম (Participatents Learning and Action PLA) পদ্ধতি
- দলগত আলোচনার ওপর জোর
- মতামত
- বাড়ীবাড়ী নিরীক্ষণ (সার্ভে)
- পর্যবেক্ষণ

3.9.1 যোগদানমূলক শিখন ও কর্মের (PLA) পদ্ধতি

এই পদ্ধতিতে তথ্য আদানপ্রদানের জন্য বিশেষ চিহ্নের ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতিটি

নোট

নিরক্ষর বয়স্ক মানুষ এবং শিশুদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে উৎসাহী করতে একটা কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। এর ফলে বেশী সংখ্যক মানুষ সক্রিয়ভাবে কথাবার্তা চালাতে এগিয়ে আসে।

3.9.2 চাপাটি সম্প্রদায়ের কল্পনাশক্তি

চাপাটির প্রতীকী ব্যবহার দেখুন। চাপটি কি? এটি একটি মোটা গোলাকৃতি রুটি যা প্রতিদিন ভারতীয় পরিবারে ব্যবহার করা হয়। অংশগ্রহণকারীদের যোগদান করানোর জন্য একজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন শিক্ষক, যিনি কর্মশালা পরিচালনা করছেন, তিনি ছোট মাঝারি ও বড় আকৃতির গোল করে কাটা কার্ডবোর্ডের টুকরো বিতরণ করে সবাইকে বললেন সম্প্রদায়ের বড় সমস্যাগুলোকে বড় টুকরো এবং ছোট সমস্যাগুলোকে ছোট টুকরো এই ক্রমে ভাগ করে ফেলতে। এর পরে এই টুকরোগুলোকে এই ক্রমানুসারে পোস্টারে লাগিয়ে জনবহুল জায়গায় ঝুলিয়ে দেওয়া হল। এরফলে ওখানে জড়ো হওয়া লোকেরা একটা নির্দিষ্ট বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে বা বিষয়টির প্রতি সমর্থন জানাতে আরও বেশী নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলতে উৎসাহিত হল।

3.9.3 বীজ কাঠি ও পতাকার ব্যবহার

সময়ের সঙ্গে সমস্যার ধরণ কিভাবে বদলে যায় সে বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য শিক্ষক নির্ভর করেন মরশুমীনকশার পদ্ধতির ওপর। প্রথমেই সাহায্যকারী শিক্ষক একটা ছক তৈরী করলেন। আর প্রত্যেকটা সারি একটা সমস্যার দ্যোতক হল। যেমন—স্কুল নেই, অতিরিক্ত ছাত্রসংখ্যা যুক্ত স্কুল, শিক্ষকের স্বল্পতা ইত্যাদি প্রত্যেকটি স্তম্ভ বছরের মাস নির্দেশ করল। প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে 12টি বীজ দেওয়া হল। বলা হল বছরে কোন সময়ে কি সমস্যা দেখা দেয় এটা বোঝানোর জন্য ছকের নির্দিষ্ট ভাগে তাকে রাখতে।

যেমনভাবে পূর্বের 2টি উদাহরণে রয়েছে আমরা দেখি PLA পদ্ধতিতে তথ্যের আদানপ্রদানের জন্য প্রতীক চিহ্নের ওপরেই (symbol) আস্থা রাখা হয়। এটা খুবই কার্যকরী পদ্ধতি, কারণ এর ফলে যারা নিরক্ষর তারাও এতে অংশ নিতে পারে। একইভাবে সম্প্রদায়ের মানচিত্রকরণের সময় এলাকার সব বাসিন্দাকেই তথ্য শেয়ার করার সুযোগ দেয়। শুধু তাই নয় একটা ছোট দল থেকে বড় দলের মধ্যেও এইভাবে আলোচনা ছড়িয়ে পড়ে। সাহায্যকারী প্রশিক্ষকরা সরাসরি মাটিতেও চক দিয়ে সম্প্রদায়ের ম্যাপ আঁকতে পারেন। অধিবাসীদের বলা হয় পাতা, নুড়িপাথর, কাঠি ইত্যাদি ব্যবহার করে তাদের অঞ্চলের/বাড়ীর জনসংখ্যাগত (demographic) বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—এক মহিলা তার স্বামী, তার মা ও দুই সন্তানের সঙ্গে বাস করেন এই তথ্যকে ম্যাপে দেখাল হল এইভাবে একটা কাঠি দিয়ে বোঝানো হল পুরুষ, দুটো পাতা হল দুই মহিলার প্রতীক, দুটো নুরিপাথর হল বাচ্চা দুটোর প্রতীক। এগুলো ম্যাপের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট খোপে বসানো হল। এটা সব মিলিয়ে বোঝাল ঐ বাসস্থানে কতজন মানুষ বসবাস করে। আবার সেখানে পতাকার চিহ্ন বসিয়ে বোঝানো হল তাদের বাচ্চারা স্কুলে যায়। যাদের বাচ্চারা যায় না তাদের খোপে পতাকা বসানো হল না। একইভাবে স্কুল ছুট বালক বালিকা বোঝানোর জন্যও ভিন্ন

নোট

ভিন্ন চিহ্নের বা প্রতীকের ব্যবহার করা যায়। এই পদ্ধতিতে স্থানীয় সমস্যা চিহ্নিত করে সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণের মাধ্যমে তার সমাধানের পথও বার করা যায়।

অগ্রগতি পরীক্ষা করুন—5

টীকা : নিচে উত্তর লেখার জন্য জায়গা দেওয়া হল

1. কিভাবে শিক্ষার পরিকল্পনা করার জন্য ম্যাপকে ব্যবহার করা যায়?

---

2. একটি গ্রাম/ওয়ার্ডে শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তথ্যকে কোন কোন উপায়ে সংগ্রহ করা যায় ব্যাখ্যা করুন।

---

3. PLA পদ্ধতির সুবিধা কি? বিভিন্ন প্রকার PLA পদ্ধতির ব্যাখ্যা করুন।

3.10 কেস ৩ : সম্প্রদায় ও বিদ্যালয়ের সাধারণক্ষেত্র

জাতীয় নগর বিষয়ক দপ্তর PLA পদ্ধতিকে প্রাথমিক শিক্ষা বৃদ্ধির প্রকল্প (Primary Enhancement Project (PEEP) ব্যবহার করেছে। PEEP এর মূল উদ্দেশ্য হল বেশী সংখ্যায় বিদ্যালয়মুখী করা এবং প্রথাগত শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধরে রাখবার জন্য শিক্ষণের মান উন্নয়ন ও বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোর উন্নতি ঘটানো। প্রস্তাবিত হল সম্প্রদায়কে প্রতিবেশী কমিটিতে ভাগ করা হবে, যাতে তারা শিক্ষার পরিকল্পনা, পরিচালনা ও পরিবেশনায় হাত বাড়িয়ে দিতে পারে। বস্তুতঃ সম্প্রদায় ও শিক্ষার পরিচালক গোষ্ঠীর মধ্যে একটা সাধারণ ক্ষেত্র তৈরীর চেষ্টা করা হবে।

সম্প্রদায়কে আরও বেশী করে যোগদান ও আত্মনির্ভরশীল করার জন্য সম্প্রদায়ের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করা বা সভা করার ব্যবস্থা করা হল।

সম্প্রদায়ের নেতার সঙ্গে যোগাযোগ করে PEEP প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য বোঝানোর জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হল প্রশিক্ষকদের।

সম্প্রদায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য মিছিল, শ্লোগান দেওয়া, প্রচার, দেওয়াল লিখন ইত্যাদি করা হল। এইভাবে সম্প্রদায়ের সদস্যদের শিক্ষার বিষয়ে সংযুক্তি ঘটানো হল।

সচেতনতার পাশাপাশি শিক্ষার গুরুত্ব বোঝানোর মত প্রচার সম্প্রদায়ের আস্থা জিতে নিল।

নোট

যখন থেকে সম্প্রদায় সম্পন্ন ব্যক্তি (resource person) বা ক্ষেত্রীয় প্রশিক্ষক (field facilitation) দের মেনে নিতে লাগল তখন থেকে গোটা ব্যবস্থায় তাদের যোগদান অনেকখানি বেড়ে গেল।

সম্প্রদায়ের সভাগুলোতে প্রচার চলতে লাগল এইসব সভায় PLA কার্যক্রমকে ব্যবহার করা হতে লাগল বিদ্যালয়ের সহজলভ্যতা বা তার কাজের বিষয়ে মানুষের অসুবিধাগুলি বোঝবার জন্য।

সম্প্রদায়ের সম্পদ ও বাড়ীগুলি চিহ্নিত করে ম্যাপ তৈরী করা হল সম্প্রদায়ের সদস্যদের সাহায্যে। 35-40 জন সম্প্রদায়ের সদস্য একত্রিত হয়ে গাছের ডাল, ইঁটের গুঁড়ো, বিভিন্ন ধরনের বীজ, পাথর, পাতা ও কাগজের সাহায্যে মাটিতেই ম্যাপ আঁকলেন। প্রত্যেক ম্যাপে প্রায় 300টি বাড়ীর তথ্য থাকল, এগুলি একসঙ্গে একটা প্রধান ম্যাপ হিসাবে বিবেচিত হল। যেখানে প্রধান বৈশিষ্ট্য ও সম্প্রদায়ের সম্পদ চিহ্নিত হল। মানচিত্রকরণই সম্প্রদায়ের শক্তি ও সম্পদকে চিনতে সাহায্য করল এবং তাদের সামর্থ্যের ওপর ভিত্তি করেই তারা তাদের সমস্যা সমাধানে কাজের পরিকল্পনা নিতে পারল। সম্প্রদায়ের মানচিত্রে চিহ্নিত রইল সেই বাড়ীগুলি যেখানে বাচ্চারা স্কুলে যায় না, স্কুলছুট হয়ে গেছে, শিশু শ্রমিক হয়েছে এবং বাড়ীর মহিলারাও বাইরে কাজে যাচ্ছেন।

প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার প্রকল্পের (Primary Education Enhancement Project PEEP) হাতিয়ার ব্যবহার করে সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে কিছু উৎসাহী কর্মী ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া গেল যাদের স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে কাজে ব্যবহার করা হবে এবং এভাবেই সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংযোগও বাড়বে। মহিলাদের নিয়ে প্রতিবেশী দল (Neighbourhood Group NHG) তৈরী হল। NHG মানে হল 50 থেকে 250 মিটারের মধ্যে অবস্থিত বাড়ীর মহিলাদের দল। প্রত্যেক NHG তাদের দলের মুখপাত্র হিসাবে একজন সদস্যকে বেছে নিল। বিভিন্ন NHGর প্রতিনিধিকে একসাথে নিয়ে তৈরী হল বস্তি কমিটি (BC) তারা বস্তির সমস্যা আলোচনার জন্য দায়িত্ব পেল। এখানে প্রধান নেতা হিসেবে প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারী এসব পদও রইল।

PEEP কার্যক্রমে বস্তি কমিটি থেকে বস্তি শিক্ষা কমিটিও (BEC Bastie Education Comittee) তৈরী হল তাতে NHG (Neighbourhood Committee)র 2 বা ততোধিক সদস্য থাকবেন স্থির হল। BECর কাজ হল বিদ্যালয়ে ভর্তি, উপস্থিতি, শিখন পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযোগসূত্র রাখা।

সবশেষে এই দলগুলি থেকে মেলা ভিত্তিক সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন তৈরী হল যারা স্থানীয় প্রশাসন বা রাজ্য প্রশাসনিক স্তরে কথা বলবে। PEEP প্রোগ্রামের প্রশিক্ষককে নজর রাখতে হল এই NHC (নেবার হুড কমিটি) তে যেন সব ধরণের জাতি, ধর্ম ও আর্থিক অবস্থার লোক থাকে।

এই কমিটিগুলি নিয়মিত সভা করে কিছু কাজ করতে শুরু করল। যেমন তারা ঠিক করল তারা সহায়ক শিশু কেন্দ্র (SSK) তৈরী করবে যাতে স্থানীয় শিশুদের শিখন প্রয়োজনে সাহায্য নানা

নোট

ধরণের হতে পারে। বালওয়াড়ী (প্রি স্কুল) পড়া অভ্যাসের কেন্দ্র (টিউশন সেন্টার) প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষাকেন্দ্র, ইত্যাদি। সম্প্রদায়ের সদস্যরা এইসব কেন্দ্রের স্থান নির্ধারণ করবে। SSKর কর্মীদের শিক্ষা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

এই কেন্দ্রগুলি চালানোর জন্য সম্প্রদায়ই লোকবল এবং অর্থের যোগান দেবে। (সূত্র : Lorlene Hoyt, Renu Khosla ও Claudia Cenepa)।

উপরের এইসব উদাহরণগুলি থেকে বোঝা যায় সিদ্ধান্ত নেবার প্রক্রিয়ায় সম্প্রদায়কে কিভাবে যুক্ত করা হয়েছে। সম্প্রদায়কে পরিকল্পনা স্তর থেকে বাস্তবায়ন স্তর পর্যন্ত যুক্ত করা হয়েছে। অন্য স্তরে প্রতিবেশী কমিটি নেবার হুড কমিটি তৈরী করা হয়েছে। বস্তি কমিটিতে নেবার হুড কমিটি বা প্রতিবেশী কমিটির প্রতিনিধিরা থাকেন। এদের থেকেই তৈরী হয়েছে রচিত শিক্ষা কমিটি যা এলাকার শিক্ষার সমস্যা নিয়েই দেখাশুনা করে। সম্প্রদায় এইভাব কাজে সাহায্য করে—

- শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে জন সচেতনতা বাড়ানো
- বাড়ী বাড়ী অনুসন্ধান (সার্ভে) করে বিদ্যালয়ে নাম লেখানো নেই এমন শিশু, স্কুলছুট শিশু অথবা স্কুল যায় এমন শিশুকে চিহ্নিতকরণ
- ব্যক্তির ম্যাপ তৈরী
- স্থানীয় প্রশাসন ও রাজ্য প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা
- প্রি-স্কুল কেন্দ্র, সংশোধনমূলক ক্লাস (remedial classes) এবং বৃত্তিমূলক দক্ষতাবৃদ্ধি কেন্দ্র গঠন
- অর্থ ও অন্যান্য উপকরণ দিয়ে সাহায্য

অগ্রগতি পরীক্ষা করুন—6

টীকা : নিচে উত্তর লেখার জন্য জায়গা দেওয়া আছে

1. এইসব কেস স্টাডি করে ব্যাখ্যা করুন কিভাবে সম্প্রদায় শিশু শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে? স্থানীয় স্তরে এর জন্য কি ধরণের কাঠামো তৈরী হয়েছে?

3.11 বিভিন্ন কাঠামো যার মধ্যে সম্প্রদায় প্রতিনিধিত্ব করতে পারে

এলাকার মানচিত্রকরণ সর্বেক্ষণ (সার্ভে), দলগত আলোচনা PLA কার্যক্রমের পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে বর্তমান বিদ্যালয়ের সুবিধা তার ছাত্র উপস্থিতি ও সংখ্যা ইত্যাদি বিষয়ে উন্নতি ঘটানো সম্ভব হয়েছে। যে যে গঠনে সম্প্রদায় প্রতিনিধিত্ব করতে পারে তা হল—

- বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি
- গ্রামীণ শিক্ষা কমিটি/ওয়ার্ড কমিটি

নোট

- বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান (NGO)
- স্বেচ্ছাসেবী
- স্ব-নির্ভর গোষ্ঠী

এইসব বিশেষ কাঠামোর গঠন ভূমিকা ও কার্যাবলীর বিস্তৃত আলোচনা পরের এককে করা হয়েছে।

অগ্রগতি পরীক্ষা করুন—৭

টীকা : উত্তর লেখার জন্য নিচে জায়গা দেওয়া হল

1. নিজ এলাকা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে দেখান গ্রামের/ওয়ার্ডের বিদ্যালয় স্তরে কি কাঠামো রয়েছে যেখানে সম্প্রদায় অংশ নিতে পারে?

নিম্নের দুটি কেস স্টাডি থেকে পরিস্কার বোঝা যায় বিদ্যালয়ের কার্যক্রমে সম্প্রদায়ের কি প্রভাব আছে। একটিতে সম্প্রদায়কে অংশগ্রহণে যেভাবে উৎসাহিত না করার জন্য স্কুল ঠিকমত চালানো যাচ্ছে না, অন্য কেসে সম্প্রদায় সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়েছে। এদুটি কেস ডঃ অবস্থী কাশ্যপী সহ-অধ্যাপক NUEPA তার গবেষণার সময় নথিভুক্ত করেছিলেন।

3.12 ৪র্থ কেস : আম্বেদকর প্রাথমিক শালা কৃষিবাড়ি নবসারি, গুজরাট : ফেব্রুয়ারী ২০০৬

আম্বেদকর প্রাথমিক শালা স্কুলটি নবসারি রেল স্টেশনের কাছে অবস্থিত। এর চারপাশে অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর পরিবেশ রয়েছে। স্কুলের সামনে আছে একটা মস্ত দিঘি, যাতে আশেপাশের বস্তির সব

নোট

আবর্জনা ফেলা হয়। এটি তাই মশার আঁতুরঘরে পরিণত হয়েছে। স্কুলের সর্বত্র এমনকি যেখানে মিড-ডে-মিল রান্না হয় সেখানেও ছাগল, শুয়োর, মুরগী চরে বেড়ায়। মিড-ডে-মিল রান্নার জায়গায় কোন ছাউনী নেই, বাথরুমের পাশেই উনুন বসানো। সেখানেই রান্না হয়। যে ঘরে চাল বা শস্য রাখা হয় সেটা অত্যন্ত নোংরা, শস্যতে ময়লা ধূলো এবং পোকামাকড় ঘুরে বেড়াচ্ছে। স্কুলের কোন পাঁচিল নেই তাই স্কুল প্রাঙ্গনও অপরিচ্ছন্ন। এত বড় খোলা জায়গায় একটাও গাছ নেই। স্কুলে একটা জলের ট্যাঙ্ক আছে বটে কিন্তু তার অর্ধেকেরও বেশী কলের মুখ ভাঙা। ট্যাঙ্কের সামনে একটা বস্ত গর্ত যেখান থেকে জল স্কুলে ঢোকার মুখের দিকে বইছে। যেহেতু স্কুলের অন্য দুদিকে দিঘি ও একদিকে ঝোপঝাড় সেজন্য অন্য কোন দিক দিয়ে ঢোকবারও উপায় নেই। একটা বাথরুমের দরজা ভাঙা তাই সেটা ব্যবহার উপযোগী হয়। অন্য যেটার একটু ভালো অবস্থা সেটা আবার তালা বন্ধ। সম্ভবত শিক্ষকরা সেটা ব্যবহার করেন। যখন এই করুণ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলাম, শিক্ষকরা বললেন স্কুলের পাঁচিল না থাকার জন্য আশেপাশের লোকেরা স্কুলের বেশির ভাগ জিনিস যেমন—দরজা, জানালা, জলের কল এমনকি উনুন বা ঢালু পথ (ramp) ভেঙে ইঁটও নিয়ে গেছে।

স্কুলের ছাত্রসংখ্যা অনেক তাই দুদফায় স্কুল হয়। সকাল 8টা থেকে 12টা আর 1টা থেকে 5টা। ওই সম্প্রদায় খুব কমই গুজরাটের স্থানীয় অধিবাসী। অনেকেই এসেছেন মুম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ ও রাজস্থান থেকে। তারা বেশীর ভাগই হীরের কারখানায় কাজ করেন। বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলে দেখা গেল ক্লাস থ্রি পর্যন্ত বেশিরভাগই গুজরাটি বোঝে না। ক্লাস ফোর ফাইভের বাচ্চারা বোঝে কিন্তু ওই ভাষায় লিখতে পড়তে পারে না। এমনকি নিজের নামও নয়। শিক্ষকদের কাছে জানা গেল এদের সারাবছরই অনিয়মিত উপস্থিতি। অথচ উপস্থিতির খাতায় গতমাসে তাদের সকলেই উপস্থিত দেখানো আছে। এই অবস্থা সিক্স বা সেভেনের ছাত্রদেরও। এর কারণ জিজ্ঞাসা করে জানা গেল এদের স্কলারশীপ দেওয়ার জন্য ন্যূনতম উপস্থিতি দরকার। তাই সকলকেই উপস্থিত দেখানো হয়েছে স্কুলের আলমারী 300 থেকে 400 বই দিয়ে ভর্তি কিন্তু অনেকগুলিরই মোড়ক বা ফিতে খোলাই হয়নি। পরিদর্শনের দিন নয়জন শিক্ষকের মধ্যে মাত্র দুইজন উপস্থিত। কারণ হিসাবে জানাগেল তারা 11টা থেকে 5টা পর্যন্ত চলা একটা প্রশিক্ষণে গেছেন। যদিও সকাল বেলায় স্কুল 8টা থেকে 12টা চলে সেহেতু ইচ্ছে থাকলে তারা সকালে স্কুলে আসতেই পারতেন। যে দুজন এসেছেন তারাও বেলার সময়ের শিক্ষক। বেলার স্কুল দুটি দেওয়া হয়েছে। সকালের স্কুল চলছে কারণ মনে হয় পরিদর্শন দলের আসবার খবর তারা জেনেছিলেন। সম্প্রদায়ের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকের সম্পর্কে অনেক অভিযোগ শোনাগেল যেমন তাদের সন্তানরা স্কলারশীপ, উৎসাহবর্দ্ধনকারী কিছুই সময়মত পায় না। কোনো পড়াশুনাও হয় না। একজন অভিভাবক অভিযোগ করলেন তার বাচ্চা ক্লাস ফাইভে পড়লেও কিছুই শেখে নি। মিড-ডে-মিলের শস্যও বাইরে চলে যায়। সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ এবং কেন তারা MTA/PTA তে এই প্রশ্ন তোলেননি, এ প্রশ্নে সমস্বরে সকলে বললেন স্কুলের কোন ব্যাপারে তাদের ডাকা হয় না। যে সব

নোট

অভিভাবক শিক্ষকদের কথানুযায়ী কাজ করেন, তাদেরই শুধু ডাকা হয়, অন্যদের কথা শোনা হয় না। একজন অভিভাবক বললেন আপনি নিশ্চয়ই 15ই আগস্ট, 26শে জানুয়ারী অথবা রবিবারের ছুটির কথা জানেন কিন্তু এই স্কুলে শিক্ষকরা CRC ছুটিও নিয়ে থাকেন। এটা মাসে দুবার হয়। এসব প্রশিক্ষণের পরেও কিন্তু তারা পাঠদানের বা শিখনের ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করেন নি।

VEC, MTA/PTA এর সদস্যদের পরিদর্শন সময়ে ডাকা হল কিন্তু দেখা গেল ওই সব সদস্যদের সন্তানরা স্কুলে পড়ে না, কিন্তু যাদের ছেলেরা পড়ে তারা কোন কমিটিরই সদস্য নন। পরিদর্শক দল এসেছে শুনে ওই অভিভাবকরা স্কুলে এলে দু দলের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হয়। শিক্ষকরা সম্প্রদায়কে দোষারোপ করেন অ-চেতন থাকার জন্য, এবং অভিভাবকেরা শিক্ষকদের এই বলেন যে এখানে কিছু হয় না। যেহেতু স্কুলটা শহরের, ওয়ার্ডের নির্বাচিত প্রতিনিধিও এলেন পরিদর্শক দলের সঙ্গে কথা বলতে। কথা বলে এটা বোঝা গেল শিক্ষা সম্পর্কে তার কমই ধারণা আছে কারণ তিনি বলেন তাঁর সময় খুবই কম তবু যখন এরা কিছু সইটই করতে বলে তিনি করে দেন। কেন সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ? কতগুলি মিটিং হয়েছে? কি তাতে আলোচনা হয়েছে? যেগুলি কোনোভাবে সাহায্য করেছে কি না বা স্কুলের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি? এধরণের অনেক প্রশ্নের উত্তরই পাওয়া গেল না। নানা স্তরে নেতৃত্বদানের অভাব, শিক্ষকদের উদাসীন থাকা সম্প্রদায়ের আচরণেও তা ছড়িয়ে পড়েছে। এর ফলে কারোর মধ্যেই কোন rapport বা সংযোগ গড়ে ওঠে নি।

এই কেস স্টাডি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় সম্প্রদায় শিক্ষা ক্ষেত্রে যুক্ত হয়নি এবং তারা বাস্তব কাঠামো, শিক্ষকদের উপস্থিতি, কোনটিই নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। ছাত্রদের উপস্থিতির বিষয়ে কারচুপি করা হয়েছে এবং ছাত্রদের কার্যকলাপও সন্তোষজনক নয়।

3.13 কেস নং-5ম জোবানটেকরি প্রাইমারী স্কুল ভাদোদরা (বরোদা)

জোবানটেকরি প্রাইমারী স্কুল গুজরাটের ভদোদরা জেলা থেকে 20 কিমি দূরে অবস্থিত। এর 2টি ছোট ঘরে ক্লাস হয়। ছাত্রসংখ্যা 53, এবং 3জন মহিলা শিক্ষিকা। এখানে সকলেই মহিলা যার মধ্যে রয়েছেন শিক্ষিকা, মিড ডে মিল কো অর্ডিনেটর, রাঁধুনী এবং (??) বা পঞ্চায়েত প্রধান। একটা নীচের রাস্তা ছয় মাস আগে তৈরী হয়েছে। নয়ত গর্তে ওরা একটা মেঠো পথে আট থেকে দশ কিলোমিটার হাঁটতে হত। এখানে একটা পরিব্যাপ্তি আছে। এখানে উচ্চহার অনুপস্থিতির শিশুরা বাইরে খেলছে অথবা অভিভাবকদের সঙ্গে মাঠের কাজ করছে। যারা এসেছে তারাও খুবই নোংরা পোশাকে এসেছে। স্কুলের কম্পাউণ্ডে একটা পাম্প আছে সেখান থেকে লোকে জল সংগ্রহ করে, খোশ গল্প করে। পরস্পরের সঙ্গে অশালীন বাক্যালাপ করে। স্কুলের বারান্দায় স্কুল ছুটির পরে, বিকেলে লোকেরা মদ্যপান করে, মাংস খায়, জুয়া খেলে। এর অবশিষ্টাংশ পড়ে থাকে সকাল পর্যন্ত যতক্ষণ না স্কুলের কোন লোক এসে তা পরিষ্কার করছে। এর মধ্যে একজন মহিলা শিক্ষিকা স্কুলের পরিবেশের উন্নতি ঘটাবার চেষ্টা করেছেন।

নোট

তার লেগে থাকার ফলেই তিনি সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছতে পেরেছেন। বাচ্চাদের তিনি অঙ্ক, ভাষা ও সু আচরণ শেখান খেলার পদ্ধতির দ্বারা। যখন মাঠ থেকে তারা মায়েরা দুপুরের খাওয়ার জন্য ফেরেন, তখন তিনি শিশুদের শ্রেণিকক্ষের বাইরে নিয়ে যান এবং তারা যা শিখেছে তাই জোরে জোরে আবৃত্তি করান। যেতে যেতে বাবা মায়েরা তা শুনতে দাঁড়ান এবং অন্যদের গল্পগুজব করে এই বাচ্চাদের বিরক্ত করতে বারণ করেন। এটা রোজ হতে থাকলে জলভরার সময়ে গল্পগুজব করা, অশালীন ভাবে ব্যবহার করা থেমে গেল। নিজেদের মধ্যে গল্প করার থেকে বরং বাচ্চারা কি করছে সে বিষয়ে তারা ক্রমশঃ উৎসাহী হল। বাবা মায়েরা যখন দেখল তাদের বাচ্চারা বারান্দা ঘাট দিয়ে আগের সন্ধেবেলা ফেলে যাওয়া নোংরা পরিষ্কার করছে তখন তারা লজ্জিত হতে শুরু করল এবং একসময় সে কাজও থামিয়ে দিল। স্কুলের মালিকানা বোধ না থাকার জন্য এবং অতিরিক্ত দারিদ্রের জন্য তারা যে রাত্রে স্কুলের দরজা জানলা খুলে তা বিক্রি করে দিত তাও বন্ধ হয়ে গেল।

এই শিক্ষিকা দেখলেন গ্রামে জাতপাতের সমস্যা আছে। এবং স্কুলে জাতি ও লিঙ্গ ভিত্তিতে কাজের দায়িত্ব বণ্টন করা হয়। তিনি এটিকেও বদলাবার চেষ্টা করলেন, কারো আপত্তিতে কান না দিয়ে। তার সদর্থক ভূমিকা নিঃস্বার্থ চেষ্টা সম্প্রদায়কে বোঝাতে সমর্থ হল এবং ধীরে ধীরে স্কুলে জাতি ও লিঙ্গ ভিত্তিক কাজের বণ্টন বন্ধ হল। যখন শিশু এবং সম্প্রদায়কে পালা করে কাজের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হল তখন একটা আকর্ষণীয় কাহিনী উঠে এল। একজন অভিভাবক, বানিয়া গোষ্ঠীর, বললেন একবার তারা তাদের বাড়ীতে অতিথিদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। যেহেতু সেদিন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন এবং তার দুটিই ছেলে, তাই ভাবছিলেন কে ঘর পরিষ্কার করবে আর কেই-বা চা পরিবেশন করবে। শিক্ষিকাকে ধন্যবাদ যে তিনি চিরাচরিত ধারণা থেকে ছেলেদের মুক্ত করতে পেরেছেন। তারাই তাকে ঘর পরিষ্কার ও চা দিতে সাহায্য করেছে। এটার একটা মস্ত প্রভাব পড়েছে। ওই মহিলা সবাইকে বোঝাবার চেষ্টা করছেন কাজের ক্ষেত্রে জাতি ও লিঙ্গ বৈষম্য করা উচিৎ নয়। যে কেউ যে কোনো কাজ করতে পারে। একবার বর্ষার সময়ে ওই মহিলা শিক্ষিকা হাঁটুজল ভেঙে স্কুলে আসছিলেন। গ্রামবাসীরা তাকে পরিখার কাছে থামাল, এবং ফিরে যেতে বলল, কারণ একটা দুচাকার বাহন নিয়ে এটা পার হওয়া মুশকিল ফলে কাদাভরা বাকী রাস্তা তাকে হেঁটেই যেতে হবে, তাকে বলা হল বর্ষার পরে আসতে। তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন বর্ষার সময় তারা কি কাজ বন্ধ করে দেয়? তার উত্তরে তিনি জানলেন দারিদ্রের কারণে তাদের কঠিন পরিস্থিতিতেও কাজে যেতে হয়। শিক্ষিকা বললেন তবে তাকেও ফিরে যেতে বলার থেকে বরং শিলিয়ে দেওয়া হোক কিভাবে ওই পরিখা পেরোতে হবে। গ্রামবাসীরা সকলে তার সততা ও আগ্রহ দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়। এরপরে তাকে আর ফিরে তাকাতে হয়নি। সম্প্রদায়ের তরফে ছোটখাট সবরকমের সাহায্যের হাত তার দিকে বাড়িয়ে দেওয়া হল। তার সঙ্গে কথা বলে জানা গেল তিনি শুধু প্রয়োজনের সময় বা সভার জন্য সম্প্রদায়ের কাছে যান না, বরং স্কুল বসার এক দুঘন্টা আগে গ্রামে পৌঁছে বাড়ী বাড়ী যান এবং খোঁজ নেন শিশুরা বিদ্যালয়ে যাওয়ার জন্য

নোট

তৈরী হয়েছে কি না। এইভাবে নিয়মিত যোগাযোগ সম্প্রদায়ের সঙ্গে তার এক আন্তরিক সম্পর্ক তৈরী করেছে। যা তার স্কুল পরিচালনায় সাহায্য করেছে। ছাত্ররাও স্কুলে আসার বিষয়ে অনেক নিয়মিত হয়েছে।

স্কুলের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য হল এখানে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা দেওয়া হয়। ছোট গল্প, পুতুল নাটক খেলা গানের মধ্যে যে সাধারণ মূল্যবোধের শিক্ষা দেওয়া হয়। নানা ধরণের কীটপতঙ্গ, পশু পাখীর পুতুল করা হয় কাপড় কার্ডবোর্ড, চার্টপেপার, ম্যাটকাগজ ইত্যাদির মাধ্যমে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা প্রাকৃতিক আবাস সম্পর্কে জানতে পারে। প্রথম থেকে পঞ্চম পর্যন্ত সব শিক্ষার্থীকে পূর্ণসংখ্যা, নামতা ইত্যাদি নাচ গানের মাধ্যমে, ড্রামের তালে তালে যোগ ব্যায়ামের ভঙ্গীর মাধ্যমে শেখানো হয়েছে। তারা গুজরাটি ও ইংরাজী বর্ষপঞ্জী হাতে তালি দিয়ে দিয়ে বলে। এক মহান শিক্ষিকার উৎসাহ ও ধারণা গোটা সম্প্রদায়কে উৎসাহিত করেছে। তারা এখন সবরকম স্কুলের কার্যক্রমে অংশ নেয় যেমন ছাত্র শিক্ষকের উপস্থিতির দিকে নজর রাখা সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়ানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ, ইত্যাদি এমনকি শিখনের কাজেও তারা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। যেমন কৃষকরা কৃষির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিষয় যেমন অঙ্কুরোদ্গম ও এমন অন্যান্য বিষয়ের ধারণা দিতে শুরু করেছেন।

অগ্রগতি পরীক্ষা করুন—8

টীকা : উত্তরের জন্য নিচে জায়গা দেওয়া আছে

1. কেস স্টাডিতে যেমন আছে তেমন ভাবে কি সম্প্রদায় বিদ্যালয়ের কাজে উন্নতি ঘটাতে পারে?

---

2. ভদোদরার জোবানটেকরি প্রাইমারী স্কুলের সঙ্গে সম্প্রদায়ের সম্পর্ক গড়ে তুলতে কে সাহায্য করলেন?

---

3. আম্বেদকর প্রাথমিক শালা, কৃষিবড়ী, নবসারিতে সম্প্রদায়ের কি ধরণের সংযোগ থাকা প্রয়োজন

নোট

3.14 সার সংক্ষেপ করি

সম্প্রদায়ের মধ্যে সহায়ক অভিভাবক ও সামাজিক সমর্থন শিক্ষার্থীর উন্নতি ঘটাতে সাহায্য করে। যখন সম্প্রদায় ও অভিভাবক সংযুক্ত হয়, তখন আর্থ সামাজিক অবস্থান, জাতিগত পরিচয় বা অভিভাবকের শিক্ষাগত যোগ্যতা কোনটিই শিক্ষার্থীর উন্নতির ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। এই এককে আপনি দেখলেন কিভাবে সম্প্রদায়ের যোগদান স্কুল পরিচালনার ক্ষেত্রে ভালভাবে কাজ করেছে। অধিকারবোধ থেকেই সম্প্রদায় স্থানীয় সমস্যা চিহ্নিত করে পরিকল্পনা গ্রহণ স্তরে সক্রিয় সহযোগিতা করে। সম্প্রদায় আর্থিক উপাদানকে একত্রিত করে তার যথাযথ ব্যবহার করতে, শিক্ষক শিক্ষার্থীর উপস্থিতির দেখভাল করতে এমনকি পঠনপাঠনেও সাহায্য করতে পারে। সর্বশিক্ষা অভিযান (SSA) যা কিনা শিশুর বিনামূল্যে আবশ্যিক শিক্ষার অধিকারের একটি হাতিয়ার। সেখানেও বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

3.15 প্রস্তাবিত সহায়ক পুস্তকাবলী

Bray Mark (2001) Community Partnerships in Education: Dimensions, Variations, and Implications, Paris Education for All (EFA) Inter-Agency Commission, UNESCO.

Gaysu R.Arvind(2008) Locating Community in School Education: Emerging Perspectives and Practices to Empowered Participatory Governance, Paper presented at National Seminar on Community and School Linkages: Principles and Practices (March 17-19, 2008), NUEPA, New Delhi.

Government of India(undated) Sarva Shiksha Abhiyan- Framework for Implementation. Ministry of HRD, Department of Elementary Education and Literacy, New Delhi.

Govinda. R & Diwan Rashmi (2003) Community Participation and Empowerment in Primary Education, Sage Publications, New Delhi.

Grant A. Carl (1979) Community Participation in Education, Allyn and Bacon, USA

Jayaram, N, (2008) School-Community Relations in India: Some Theoretical and Methodological Considerations, Paper presented at National Seminar on Community and School Linkages: Principles and Practices (March 17- 19, 2008), NUEPA, New Delhi.

Kantha V. Vinay & Daisy Narain (2003) Dynamics of Community Mobilisation

নোট

in Govinda. R & Diwan Rashmi Community Participation and Empowerment in Primary Education, Sage Publications, New Delhi.

Lorlene Hoyt, Renu Khosla, and Claudia Canepa(Leaves, Pebbles, and Chalk: Building a Public Participation GIS in New Delhi, India Journal of Urban Technology, Volume 12, Number 1, pages 1–19.

Mitsue Uemura(1999) Community Participation in Education: What do we know? The World Bank.

Meenai Zubair(2008) Participatory Community Work, Concept Publishing Company, New Delhi.

Pailwar, Veena K.& Mahajan Vandana (2005) Janshala in Jharkhand: An Experiment with Community Invovement in Education, International Education Journal, 2005, 6(3), 373-385.

Pokhriyal H.C(2008) Communitisation of School Education : Reflections from the Field Paper presented at National Seminar on Community and School Linkages: Principles and Practices (March 17-19, 2008), NUEPA, New Delhi

Priyanka Pandey, Sangeeta Goyal, Venkatesh Sundararaman (2008) Community Participation in Public Schools:The Impact of Information Campaigns in Three Indian State , Policy Research Working Paper 4776, The World Bank, South Asia Region, Human Development Department

Ramachandran Vimala (2003) Community Participation and Empowerment in Primary Education: Discussion of Experiences from Rajasthan in Govinda. R & Diwan Rashmi Community Participation and Empowerment in Primary Education, Sage Publications New Delhi.

Society for Participatory Research in Asia Community participation: A Training Module for Anganwadi Workers

Tharakan P.K. Michael(undated) Community Participation in School Education: Experiments andExperiences under People's Planning campaign in Kerala http://decwatch.org/files/icdd/021.pdf

UNESCO Module on Community Mobilization in Handbook Non-formal Adult Education facilitators

UNESCO, Dhaka Ahsania Mission Module Training Manual on Community Participation and Social Mobilization in Basic Education

নোট

Vasavi A.R(2008) Concepts and Realities of Community in Elementary Education, Paper presented at National Seminar on Community and School Linkages: Principles and Practices (March 17-19, 2008), NUEPA, New Delhi.

3.16 অগ্রগতি পরীক্ষার উত্তরাবলী

অগ্রগতির পরীক্ষা—1

1. কাজ—আপনার এলাকার তথ্য সংগ্রহ করুন ও বিস্তারিতভাবে তার বর্ণনা করুন।
2. সুরখা গ্রামে গ্রামীণ শিক্ষা কমিটি ও বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি তৈরী হয়েছে। অভিভাবক ও সম্প্রদায়ের সদস্যরা সক্রিয়ভাবে নানা কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন।
3. NGO হল স্কুল ও সম্প্রদায়ের মধ্যস্থতাকারী সংস্থা
4. সানসি গ্রামে সম্প্রদায়ের গ্রামীণ শিক্ষা কমিটির ব্যাপারে সচেতনতার অভাবে সংযুক্ত হওয়া সম্ভব হয় নি। তারা তাদের গ্রামে কখনো স্কুল সংক্রান্ত বিষয়ক কাজে যোগ দেয় নি। অন্যদিকে সুরখা গ্রামে অভিভাবকেরা সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছেন এবং সভার রেকর্ড ও যথাযথ ভাবে রাখা হয়েছে।

অগ্রগতির পরীক্ষা—2

1. আর্থিক সম্পদ একত্রিত করতে গতিশীল করতে জনবল ও অন্যান্য বস্তু দিয়ে সাহায্য করে শিক্ষাগত ব্যবস্থাকে কার্যকরী করতে সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরী। এছাড়া জনগণের বিশেষত দুর্বল শ্রেণির প্রয়োজন, সমস্যা, আশা ও প্রবণতা বুজে শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যও সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ জরুরী।

   শিক্ষার গণতন্ত্রীকরণ অর্থাৎ পরিকল্পনা স্তর থেকে শুরু করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পরিচালনার ক্ষেত্রে স্থানীয় লোকেদের অংশ নেওয়ানোর জন্য সম্প্রদায়ের যুক্ত থাকা জরুরী। অংশগ্রহণই বিদ্যালয় শিক্ষার প্রতি সম্প্রদায়কে দায়িত্বশীল করে তোলে, এটি যে কোন উদ্যোগের উদ্দীপক হিসাবে কাজ করে।
2. ক্ষুদ্র পরিকল্পনা গ্রহণ করতে গ্রামীণ শিক্ষা কমিটি দায়িত্ব নিয়ে থাকে। এছাড়া তারা স্কুলের মানচিত্রকরণ (বাড়ী বাড়ী সার্ভে করার মাধ্যমে) ও নিয়মিত অভিভাবকের সঙ্গে আলোচনারও দায়িত্ব গ্রহণ করে। কমিটির অন্যান্য কাজের মধ্যে রয়েছে সম্প্রদায়ের মধ্যে শিশুশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো এবং সকল সদস্যের যোগদান নিশ্চিত করা। VEC শিক্ষক ও সম্প্রদায়ের অংশীদারীত্ব বাড়িয়ে স্কুলের নিয়মিত ও যথাযথ কাজে সাহায্য করে।

অগ্রগতির পরীক্ষা—3

1. সম্প্রদায় নিম্নলিখিত পদ্ধতির মাধ্যমে অংশ নিতে পারে—

নোট

- স্কুলের গন্ডীর বাইরে থাকা শিশু সমীক্ষা, শিশু শ্রমের বিরুদ্ধে সচেতনতা প্রচার ও স্কুলে ভর্তি করানোর ক্ষেত্রে
- স্কুলের অবস্থান (location) ঠিক করে বিদ্যালয়ের মানচিত্র করণ কররতে
- অর্থ, সম্পদ ও শ্রম দ্বারা সাহায্য
- উপস্থিতির দ্বারা (সভায় অভিভাবকের উপস্থিতি) বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যব্যবস্থা, শ্রেণিতে শিখন প্রক্রিয়া দেখা, শিক্ষকের সঙ্গে শিশুর অগ্রগতি বিষয়ে কথোপকথন চালানো
- কোনো একটা বিশেষ বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে পরিকাঠামোর উন্নতি অথবা শিক্ষণ পদ্ধতির উন্নতি
- শিক্ষার্থীর উপস্থিতি ও শিক্ষকের নিয়মিত উপস্থিতি
- বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, স্কুলের পোশাক বিতরণ বা মিড-ডে-মিলের মান নিয়মিত পরিবেশন ইত্যাদি দেখা

2. আপনার এলাকা থেকে তথ্য সংগ্রহ করুন (সূত্র : উত্তর-7)

অগ্রগতির পরীক্ষা—4

1. শিক্ষাগত অবস্থান জানবার জন্য নিম্নের তথ্যগুলির প্রয়োজন
   - গ্রামে/ওয়ার্ডে নিরক্ষণের সংখ্যা
   - অধিবাসীর সংখ্যা
   - প্রাইমারী/প্রাথমিক (1 কি.মি. মধ্যে) উচ্চ প্রাথমিক (3 কি.মি. দূরত্বের মধ্যে) ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের (5 কি.মি. দূরত্বের মধ্যে) সংখ্যা
   - 6-17 বছরের মধ্যে বিদ্যালয়ে পাঠরতের সংখ্যা
   - নথিভুক্ত, অ-নথিভুক্ত, স্কুলছুট (6-17 বছরের মধ্যে) শিশুর সংখ্যা
   - শিশুর শিখন উন্নতি
2. গ্রাম/ওয়ার্ডের মানচিত্রকরণে নিম্নলিখিত সদস্যরা সাহায্য করতে পারেন
   - গ্রামীণ শিক্ষা কমিটি/ওয়ার্ড শিক্ষা কমিটি
   - শিক্ষা দপ্তরের প্রতিনিধি
   - সম্প্রদায়ের সদস্য
   - অন্যান্য দক্ষ ব্যক্তি, যারা মানচিত্র তৈরী করতে পারে

অগ্রগতির পরীক্ষা—5

1. ম্যাপ আপনাকে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি থেকে, যেগুলির সাহায্যে আপনি সুবিধা পাওয়ার পরিকল্পনা করতে পারেন—
   - গ্রামে অবস্থিত বাড়ীর সংখ্যা ও অবস্থান
   - গ্রাম/ওয়ার্ডের পরিকাঠামো—অঙ্গনওয়াড়ী, প্রাক্‌বিদ্যালয় বিদ্যালয়ের অবস্থান/স্বাস্থ্য কেন্দ্র

নোট

- প্রত্যেক বাড়ীর সদস্য সংখ্যা
- বিদ্যালয়ের সংখ্যা এবং সেই সংখ্যা যথেষ্ট কি না
- প্রত্যেক বাড়ীর বিদ্যালয়ে যাওয়া ও না যাওয়া শিশুর সংখ্যা

2. তথ্য সংগ্রহের নানাপ্রকার পদ্ধতি নিম্নরূপ
   - সমীক্ষা (সার্ভে)
   - যোগদানমূলক শিখন ও ক্রিয়া (পার্টিসিপেটরি লার্নিং এন্ড এ্যাকশন Participationery hearning and Action PLA) পদ্ধতি
   - দলগত আলোচনার ওপর জোর দেওয়া
   - মতামত
   - বাড়ী বাড়ী সমীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ
3. যোগদানমূলক শিখন ও ক্রিয়া (PLA) পদ্ধতিতে তথ্যের আদানপ্রদানের জন্য চিহ্নের ব্যবহারে আস্থা রাখে এই পদ্ধতিটি খুবই কার্যকরী কারণ নিরক্ষর প্রাপ্তবয়স্ক ও শিশুদের এর মাধ্যমে যোগদানের জন্য উৎসাহী করা যায়। এভাবে কথোপকথনে সক্রিয় অংশ নেবার মানুষের সংখ্যা বাড়ে। বিভিন্ন পদ্ধতি যেমন চাপাটি সম্প্রদায়ের কল্পনাশক্তি, বীজ, কাঠি ও পতাকার ব্যবহার ইত্যাদির সাহায্য নেওয়া হয়।

অগ্রগতির পরীক্ষা—6

1. সম্প্রদায় নিম্নলিখিত উপায়ে সাহায্য করতে পারে
   - শিক্ষার গুরুত্ব বোঝানোর জন্য সচেতনতা বাড়ানোর কাজ করা
   - বাড়ী বাড়ী সমীক্ষা করে প্রতি বাড়ীর নথিভুক্ত, অ-নথিভুক্ত স্কুলছুট, স্কুলে যায় এমন বাচ্চাদের তথ্য সংগ্রহ করা
   - বস্তির মানচিত্র তৈরী করা
   - স্থানীয় প্রশাসন/রাজ্য প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা।
   - প্রাক্ স্কুল, সংশোধনী ক্লাস ও বৃত্তিমূলক দক্ষতা বাড়ানোর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা
   - আর্থিক ও উপকরণ দ্বারা সাহায্য

এই ধরনের যে কাঠামো তৈরী হয়েছে তা হল

প্রতিবেশিত্ব দল (নেইবারহুড গ্রুপস NHG)

বস্তি কমিটি (B.C)

বস্তি শিক্ষা কমিটি (বস্তি এডুকেশন কমিটি B.E.C) সহায়ক শিশুকেন্দ্র (SSK)

অগ্রগতির পরীক্ষা—7

1. এই ধরনের কাঠামো আপনার এলাকায় আছে কি না সে সম্পর্ক তথ্য সংগ্রহ করুন। যথা-স্কুল পরিচালন সমিতি, গ্রামীণ শিক্ষা কমিটি/ওয়ার্ড কমিটি বেসরকারী সংগঠন (NGO) স্বেচ্ছাসেবী, স্বনির্ভর গোষ্ঠী।

নোট

অগ্রগতির পরীক্ষা—8

1. আম্বেদকর প্রাথমিক শালা, কৃষিবড়ি, নবসারির কেস স্টাডি থেকে এটা পরিস্কার বোঝা যায় যতক্ষণ না সম্প্রদায় যুক্ত হচ্ছিল ততক্ষণ এর কার্যকলাপ খুব সন্তোষজনক ছিল না। অথচ জোবানটেকরি প্রাইমারী স্কুল ভদোদরাতে বিভিন্ন কাজে সম্প্রদায় সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছে। যেমন বিদ্যালয় প্রাঙ্গণকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, শিশুদের উপস্থিতির বিষয় নজর রাখা এবং শিশুদের হাতে কলমে কাজের দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করা।
2. শিক্ষিকা জোবনাটেক্‌রি প্রাইমারী স্কুলের (ভদোদরা) সঙ্গে সম্প্রদায়ের সুসম্পর্ক স্থাপনে সাহায্য করেন।
3. আম্বেদকর প্রাথমিক শালা, কৃষিবড়ি, নবসারিতে একটা স্কুলের পরিচালন সমিতি তৈরীর দরকার ছিল। যাদের সন্তান স্কুলে পড়ে সেইসব অভিভাবকদের তার সদস্য করাও দরকার। তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গী গঠন করতে সাহায্য করা দরকার ছিল। শিক্ষকরাও সম্প্রদায়ের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করবেন এবং স্কুলের পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য সচেতনতা প্রোগ্রাম ইত্যাদিতে তাদের সক্রিয় অংশ গ্রহণ করাবেন। এমনকি ছাত্র উপস্থিতি বা স্কুলের বাইরে পড়ে থাকা ছাত্রদের চিহ্নিত করণেও তারা অংশ নেবেন।

3.17 একক সমাপ্তির অনুশীলন

1. কিভাবে সম্প্রদায় বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছু অবদান রাখতে পারেন, এমন ছয়টি উপায়ের কথা লিখুন।
2. কিভাবে সম্প্রদায় বিদ্যালয় শিক্ষাকে উন্নত করতে পারে?
3. যে উপায়ে সম্প্রদায় স্থানীয় সম্পদকে চিহ্নিত করে ব্যবহার করতে পারে সেগুলি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

নোট

একক—4 : SSA এবং RTE এর অধীনে সম্প্রদায়ের যোগদানের সম্ভাবনা

গঠন

4.0 – ভূমিকা

4.1 – শিখনের উদ্দেশ্য

4.2 – শিক্ষাক্ষেত্রে সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ

4.3 – সর্বশিক্ষা অভিযানের SSA উপস্থাপনা

4.3.1 শিশুদের অবৈতনিক ও আবশ্যিক শিক্ষার অধিকার আইন 2009

4.3.2 RTE/সর্বশিক্ষা অভিযানের অধীনে সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ

4.3.3 সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণের গুরুত্ব

4.3.4 শিক্ষাক্ষেত্রে সম্প্রদায়ের অবদান

4.3.5 প্রাসঙ্গিক পাঠ্যক্রম ও শিক্ষার উপাদান গঠন

4.3.6 সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধান

4.4 – সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণে কিভাবে শিক্ষার উন্নতি হতে পারে

4.5 – গ্রামীণ শিক্ষা কমিটি (VECs)

4.6 – বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতি (SMC) অভিভাবক শিক্ষক পরিষদ

4.6.1 SMC ও PTA-র মূল কার্যাবলী

4.7 – রাজ্যব্যাপী সম্প্রদায় কার্যক্রম অভিমুখী উদ্যোগ

4.8 – সংক্ষিপ্তসার

4.9 – অগ্রগতি পরীক্ষার উত্তরাবলী

4.10 – প্রস্তাবিত সহায়ক পাঠ

4.11 – একক সমাপ্তির অনুশীলনী

4.0 ভূমিকা :

সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ হল সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য হস্তক্ষেপের এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় উপাদান। শিশুদের অবৈতনিক ও আবশ্যিক শিক্ষার অধিকার আইন 2009 এর বিধান অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট শিক্ষা সহযোগীদের উপযুক্ত অংশগ্রহণের

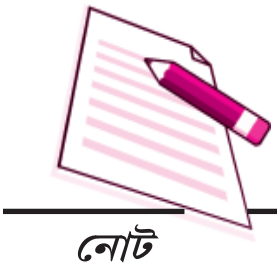

নোট

কথা আছে। বিশেষতঃ শিক্ষার স্থানীয় পথতায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠান, অভিভাবক ছাত্রছাত্রী ও সমিতির ওপর গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। সর্বশিক্ষা অভিযান হল RTEর বাস্তবায়নের এক গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জাম। এটি গ্রাম, ওয়ার্ড ব্লক, গুচ্ছ ও বিদ্যালয় স্তরে বিভিন্ন ধরনের কাঠামো তৈরী করে তাদের শিক্ষার কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত করেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে সম্প্রদায়ের যোগদান সমাজ বহির্ভূত মানুষের মধ্যে ইতিবাচক সামাজিক পরিবর্তন জাগাতে পারে তাদের কাছে শিক্ষার সুবিধাগুলি পৌঁছে দিয়ে, সম্প্রদায় শিশুদের বিদ্যালয় অভিমুখী করার জন্য প্রচারও চালাতে পারে।

আগের অংশে আপনারা সম্প্রদায়ের সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছেন, এই অংশের মাধ্যমে শিক্ষাভিমুখী কার্যাবলীতে সম্প্রদায়ের যোগদানের কথা আপনারা জানতে পারবেন। এই অংশে শিক্ষাক্ষেত্রে গোষ্ঠী যোগদানের গুরুত্বের কথা আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া এখানে জানা যাবে কিভাবে স্থানীয় স্তরে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমস্যাজর্জরিত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন সম্ভব হয়েছে। এই অংশে সর্বশিক্ষা অভিযানের বাস্তবায়নে সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ ও অবদান তুলে ধরা হয়েছে। অন্যান্য কার্যাবলী যা শিশুর অবৈতনিক ও আবশ্যিক শিক্ষার অধিকারের সঙ্গে যুক্ত তাও আলোচিত হয়েছে।

4.1 শিখন উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়লে যা জানবেন তা হল—

- শিক্ষা ক্ষেত্রে সম্প্রদায়ের যোগদানের গুরুত্ব
- শিক্ষার অধিকারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্থানীয় ও তৃণমূল স্তরে কার্যরত সংস্থা যেমন গ্রামীণ শিক্ষা সমিতি (village education committee) অভিভাবক শিক্ষক সমিতি বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির ভূমিকার শনাক্তকরণ।
- গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের শিক্ষার পরিকল্পনা ও পরিচালনার পর্যালোচনা
- কিছু সাফল্যের অভিজ্ঞতা যার মাধ্যমে শিক্ষকেরা সম্প্রদায়কে বিদ্যালয় কার্যাবলীর বাস্তবায়নের সঙ্গে আরও অর্থপূর্ণভাবে যুক্ত করার শিক্ষা লাভ করেন।

4.2 শিক্ষাক্ষেত্রে সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ

আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে বিভিন্ন সম্প্রদায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য জমি দান করেছে। কিছু সম্প্রদায় ক্ষেতের ফসলঠও দান করেছে। এমনকি এখন তো সম্প্রদায় ও কর্পোরেট বিদ্যালয়কে বাসনপত্র, ডেস্ক কম্প্যুটার এসবও দান করে। অভিভাবকেরা বিশেষতঃ মায়েরা বিদ্যালয়ে গিয়ে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক শিক্ষা যেমন ছবি আঁকা, হাতের কাজ ইত্যাদিও শেখান।

অতএব আমরা বলতেই পারি শিক্ষাক্ষেত্রে সম্প্রদায়ের যোগদানের অর্থ হল বিদ্যালয় পরিচালনা

নোট

ও পরিকল্পনার ক্ষেত্রে অভিভাবক ও অন্যান্য সদস্যদের যোগদান, যা শিক্ষাকে উন্নতির দিকে নিয়ে যায়।

সম্প্রদায় শিক্ষার ক্ষেত্রে দুই ভাবে অংশ নিতে পারে প্রথাগত ও ঘরোয়াপ্রথা

ঘরোয়ারীতি : এই পদ্ধতিতে স্থানীয় সম্প্রদায়সমূহের অবদান শিক্ষাক্ষেত্রে দেখা যায়। কখনো কখনো বিদ্যালয়ের নির্মাণে জমি শ্রমিক ও তৈরীর মালমশলা তারা দান করে। 1950-60 এর দশকে বিভিন্ন স্থানে বিশেষতঃ তামিলনাড়ুর শিক্ষাব্যবস্থায় গোষ্ঠী সমর্থন অব্যাহত কথার জন্য এই চেষ্টা দেখা যায়। সম্প্রদায় ও অভিভাবক পরিষদের পক্ষ থেকে অর্থ ও প্রয়োজনীয় দ্রব্য পর্যাপ্ত পরিমাণে বিদ্যালয়ের চাহিদা মেটাতে দান করা হয়।

প্রথাগত : প্রথাগত ভাবে সম্প্রদায়গত যোগদান লক্ষ্য করা যায় গ্রামপঞ্চায়েত কাজের মধ্যে দিয়ে। SSAর আওতায় বিভিন্ন সংগঠন তৈরী হয়েছে যেমন গ্রামীণ শিক্ষা কমিটি, ওয়ার্ড কমিটি, অভিভাবক-শিক্ষক সমিতি, বিভিন্ন স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি। এইসব সংগঠনকে বিদ্যালয় প্রশাসন ও পরিচালনা পর্যবেক্ষণের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

অগ্রগতি পরীক্ষা করুন—1

মন্তব্য : নিচে উত্তর লেখার জায়গা রাখা হয়েছে

1. দুই প্রকার সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণের বর্ণনা দাও।

---

2. ভূমিদান কি সম্প্রদায়ে প্রথাগত বা অপ্রথাগত কাজ?

---

3. বিদ্যালয় উন্নয়নে পরিচালন সমিতি কি প্রথাসিদ্ধ না অ-প্রথাগত যোগদান?

---

4. আপনার স্থানীয় বিদ্যালয় পরিদর্শন করে সেখানে সম্প্রদায়ের যোগদানে যে চিত্র দেখতে পাবেন তা নথিভুক্ত করুন।

নোট

4.3 সর্বশিক্ষা অভিযানের উপস্থাপনা

সর্বশিক্ষা অভিযানের অধীনে সম্প্রদায়ের যোগদানের ব্যাপারে জানায় আগে সর্বশিক্ষা অভিযানের লক্ষ্য আলোচনা করা যাক।

সর্বশিক্ষা অভিযান হল ভারতে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী। এর সূচনা হয় 2001 সালে। এটি হল শিশুর অবৈতনিক ও আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা আইন 2009 এর বাস্তবায়নের প্রধান হাতিয়ার। এই আইনটি লাগু হয়েছিল 2010 সালের এপ্রিল মাসে।

বিভিন্ন রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় SSA আইন সমগ্র রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য প্রায় 1.1 কোটি জনসংখ্যার 192 লক্ষ শিশুর প্রাথমিক চাহিদা পূর্ণের লক্ষ্যে বলবৎ হয়েছে।

এই কর্মসূচীর লক্ষ্য হল যেখানে বিদ্যালয় নেই সেখানে বিদ্যালয় চালু করা ও পরিকাঠামোগত দূর্বলতাজনিত স্কুল যেমন শ্রেণীকক্ষের সংখ্যা কম, পানীয় জল শৌচাগার প্রভৃতি আবশ্যিক সুযোগ সুবিধাগুলির আছে এমন স্কুলের পরিকাঠামো মজবুত করা।

যেসব স্কুলে শিক্ষক কম, সেগুলিতে অতিরিক্ত শিক্ষকের যোগান দেয় এই প্রকল্প (SSA) শুধু তাই নয় শিক্ষকদের পেশাগত প্রশিক্ষণ, শিক্ষণ শিখন সামগ্রীর যোগান ও তাদের মান ধরে রাখার জন্য অনুদানেরও ব্যবস্থা করে।

সর্বশিক্ষা স্কুলগুলিতে গুণগতভাবে উৎকৃষ্ট শিক্ষার ব্যবস্থা করে। এর মধ্যে রয়েছে জীবনমুখী দক্ষতাও। এটি বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছে মেয়েদের এবং বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষার দিকে।

এই কর্মসূচীর প্রয়োজন বিদ্যালয়-ভিত্তিক হস্তক্ষেপের প্রয়োজনে সম্প্রদায়ের মালিকানা। তাই পঞ্চায়েতী রাজের প্রতিষ্ঠান, বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি গ্রাম ও শহরাঞ্চলে ব্যাপ্তিস্তর শিক্ষা কমিটি অভিভাবক শিক্ষক সমিতি, মাতা-শিক্ষক সমিতি ইত্যাদিকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত করে।

কেস স্টাডি—1 SSA ও গোষ্ঠী

বিভিন্ন রাজ্যে দেখা গেছে সম্প্রদায়ের সংযুক্তি SSAর কার্যাবলীকে সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে গেছে। যে কোন নির্মাণ কাজে সম্প্রদায়ের যোগদান একটি মালিকানা বোধের জন্ম দেয়। এই ধরনের নির্মাণ কাজের মধ্যে রয়েছে শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ, বা প্রাচীর নির্মাণ বা রান্নাঘরের ছাউনী তৈরী ইত্যাদি কাজ যা গ্রামীণ শিক্ষা সমিতি বা বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির তত্ত্বধানে হয়। পুরো কাজটিতেই অত্যন্ত স্বচ্ছতার সঙ্গে হিসাব রাখা হয় ও খরচ সীমিত রাখার জন্য স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য মালমশলা ব্যবহৃত হয়।

4.3.1 রাইট অফ চিলড্রেন টু ফ্রি এণ্ড কম্পালসরি এডুকেশন অ্যাক্ট-2009

এই আইন বলবৎ হওয়ায় শিক্ষাক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত খুলে যায়। এটি 2009 সালে তৈরী

নোট

হয়ে বলবৎ করা হয় 2010 সালে।

RTE আইন 2009 এর মূল বৈশিষ্ট্যগুলি—

- এই আইন দ্বারা শিক্ষাকে 6-14 বছর বয়সী সব শিশুর মৌলিক অধিকার রূপে গণ্য করা হয়। এটি প্রাথমিক স্কুলগুলির জন্য বেশ কিছু নিয়মও তৈরী করে দেয়।
- সরকারী বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে সব শিশুকে শিক্ষা দেওয়া হবে। অবৈতনিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হল সব শিশুকে স্কুলে আমার সমান সুযোগ দেওয়া যাতে খরচ বা বেতন যেন কখনোই প্রাথমিক শিক্ষালাভে শিশুর কাছে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়।
- রাজ্যকে পাড়ায় পাড়ায় স্কুল তৈরীর উদ্যোগ নিতে হবে যাতে এই আইন লাগু হবার তিন বছরের মধ্যে অঞ্চলের শিশুরা যেন পায়ে হাঁটা দূরত্বে স্কুলে যেতে পার। তার জন্য যে কোনো লোকালয়ের 1 কি.মি.র মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং 3 কিমির মধ্যে উচ্চতর প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকা আবশ্যিক।
- বেসরকারী স্কুলে দরিদ্র পরিবারের অন্ততঃ 25% শিশুকে ভর্ত্তি নিতে হবে।
- এই আইনে বলা হয়েছে কোনো শিশুকে যেন অষ্টম শ্রেণির আগে অর্থাৎ তার প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হওয়ার আগে ফেল করানো যাবে না অথবা কোন বোর্ড পরীক্ষায় বসানো যাবে না।
- এই আইনের অন্য একটি দিক হল বয়সোপযোগী শিক্ষার উল্লেখ। প্রতি শিশুকে তার বয়স অনুযায়ী নির্দিষ্ট শ্রেণিতে ভর্ত্তি নিতে হবে। যেমন কোনো নয় বছরের শিশু যদি আগে স্কুল শিক্ষার আওতায় না এসে থাকে বা নয় বছর বয়সে স্কুলছুট হয়ে থাকে তবে তাকে চতুর্থ শ্রেণিতে ভর্ত্তি নিতে হবে। ঐ শিশুকে তার শ্রেণি উপযোগী করার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ বা ব্রীজ কোর্স এর ব্যবস্থা ঐ বিদ্যালয়ের ভেতরেই করতে হবে, যাতে সে তার বয়সোপযোগী শিক্ষার সঙ্গে তাল মেলাতে পারে।
- স্কুলে পর্যাপ্ত পরিমাণ শিক্ষক ও শ্রেণিকক্ষ থাকা দরকার। প্রতি 30 জন শিশু পিছু 1 জন শিক্ষক এই আনুপাতিক হারে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষক রাখতে হবে।
- ছেলে ও মেয়েদের জন্য আলাদা শৌচাগারের ব্যবস্থা করতে হবে।
- বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির দ্বারা পরিচালিত হবে। RTEতে এই নিয়ম পরিস্কার ভাবে বলা আছে যে প্রতিটি শিশুর সঙ্গে বিদ্যালয়ের দূরত্ব কম রাখার অর্থ শুধু ভৌগোলিক দূরত্ব কম রাখা নয়, ধর্ম-বর্ণ-জাতি ও লিঙ্গ নির্ভর যে কোনো বর্জনীয় বিভাজনকে দূরে রেখে শিশুদের সঙ্গে বিদ্যালয়ের সামাজিক দূরত্বও বোঝাতে হবে।
- স্কুল মানচিত্র তৈরীতে সামাজিক মানচিত্র ও স্থান দিতে হবে, অর্থাৎ পিছিয়ে পড়া আর্থ-সামাজিক শ্রেণির শিশুদের শিক্ষার আওতাভুক্ত করার জন্য ভর্তি করতে হবে। সম্প্রদায় ও অন্যান্য নাগরিক প্রতিষ্ঠানগুলি এইসব পিছিয়ে পড়া শিশুদের চিহ্নিতকরণ ও ভর্তির কাজ করবে। এই নাগরিক সমাজ বা সম্প্রদায়ের যোগদান দূরবর্তী প্রান্তিক এলাকার শিশু,

নোট

গ্রামাঞ্চলে, অধিকৃত জমিতে গড়ে ওঠা বস্তি, অনাথআশ্রম বা পথশিশুদের জন্যও কাজ করবে এটাই বাঞ্ছনীয়।

যে সব শিশু বাসস্থান বা জায়গা বদল করে এখন বিদ্যালয়ের বাইরে আছে, তাদের সনাক্তকরণ খুবই কঠিন কাজ। একটা বড়সড় অঙ্কের পথ শিশুদের আবার পরিবারের সঙ্গে কোনো সংযোগই নেই। এদের মানচিত্রের আওতায় এনে বয়সোপযোগী শিক্ষায় সামিল করে যথাযথ শ্রেণিতে ভর্তি করা অত্যন্ত শ্রমসাধ্য জটিল কাজ। এই অ-নথিভুক্ত ও স্কুল ছুট শিশুদের সম্পর্কে সম্প্রদায় গ্রামীণ/ওয়ার্ড শিক্ষা কমিটিকে জানাতে পারে। কোনো কোনো গ্রামে সম্প্রদায় ও স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীগুলি এই কাজের দায়িত্ব নিয়ে স্কুলছুট শিশুদের আবার স্কুলে ফিরিয়ে এনেছে।

আপনারা সহমত হবেন যে RTE বা SSA কখনোই ব্যক্তির সহযোগিতা ও মালিকানাবোধ ব্যতীত সাহায্য লাভ করতে পারত না।

অগ্রগতি পরীক্ষা করুন—2

মন্তব্য : নিচে উত্তর লেখার জায়গা রাখা হয়েছে

1. কখন SSA আরম্ভ হয়?

---

2. SSA র উদ্দেশ্য কি?

---

3. SSA র প্রধান কার্যাবলী কি?

---

4. সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য SSA ও RTE র অধীনে যে সংগঠনগুলি তৈরী হয়েছে তারা কি কি?

নোট

5. RTE (2009) আইনের লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি?

4.3.2 RTE/SSA র সর্বশিক্ষা অভিযানের অধীনে সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ :

সর্বশিক্ষা অভিযান হল শিশুর অবৈতনিক ও আবশ্যিক শিক্ষার অধিকার আইন 2009 বলবৎ করার একটি প্রধান সরঞ্জাম। আগেই বলা হয়েছে যে RTE দ্বারা 6-14 বছরের সব শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আনা হয়েছে। এতে শিক্ষার পরিকল্পনা ও পরিচালনায় সম্প্রদায় ও অভিভাবককে যুক্ত করা হয়েছে। RTE কে ফলপ্রসূ করে তোলার জন্য বিভিন্ন সম্প্রদায় নির্ভর প্রতিষ্ঠানকে যুক্ত করা হয়েছে। যেমন অভিভাবক শিক্ষক সংগঠন (PTA) মাতা-শিক্ষক পরিষদ (MTA) গ্রামীণ ও শরহাঞ্চল বস্তি শিক্ষা কমিটি (VEC) এবং পঞ্চায়েতের প্রতিষ্ঠানের সদস্যবৃন্দ। প্রায় সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগকুলি VEC/PTA/SDMC/MTA/SMC/VEDC ইত্যাদি SSA-র অধীনে গঠন করেছে।

4.3.3 সম্প্রদায়ের যোগদানের গুরুত্ব :

একথা অনস্বীকার্য সম্প্রদায় শিখন কার্যে উৎসাহিত হলে শিক্ষা আর বই এর পাতায় সীমাবদ্ধ থাকে না। শিশু যেহেতু শুধু বই নয়, বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে শেখে, সেজন্য তারা সহজে শেখে। সম্প্রদায়ের যোগদানের ফলে স্থানীয় লোকেদের সমস্যা চিহ্নিতকরণ সহজ হয়। VEC কোথায় স্কুল খোলা দরকার, কোথায় মেরামতি দরকার সব খবর রাখে। তারা শিক্ষক ঠিকঠাক স্কুলে আসছেন কি না, পর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষ আছে কি না, পড়ুয়াদের ঠিক সময়ে বই, মিড-ডে-মিল দেওয়া হচ্ছে কিনা এসব খুঁটিনাটি লক্ষ. করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়। মিড-ডে-মিলের খাবার খেয়ে গুণমান বিচার করে, বাড়ী বাড়ী ঘুরে যে শিশুরা নিয়মিত স্কুলে আসছে না তাদের চিহ্নিত করার কাজও তারা করে। শুধু তাই নয়, তারা শিশুদের অভিভাবকদের ভালো করে বোঝায় তাঁরা যেন পড়ুয়াদের নিয়মিত স্কুলে পাঠান। সংক্ষেপে, সম্প্রদায়ের যোগদান শিশুকে শিক্ষাস্রোতে যুক্ত করতে ও শিক্ষার মান উন্নয়নে খুবই প্রয়োজনীয়।

এভাবেই RTE/SSA আওতাভুক্ত গোষ্ঠী যোগদানের মাধ্যমে শিক্ষার বিভিন্ন উদ্দেশ্যসাধনের কথা চিন্তা করা হয়েছে। এর মধ্যে আছে শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা ও মানোন্নয়ন, শিক্ষার বিস্তার ও প্রসার, স্থানীয় চাহিদা ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্যা। শিক্ষার উপাদান ও পাঠ্যক্রম গঠন, মালিকানার ধারণা উন্নয়ন, আঞ্চলিক প্রতিক্রিয়া, শিক্ষাক্ষেত্রে বঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়ানো, প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও অতিরিক্ত সম্পদকে কাজে লাগানো।

বিভিন্ন গবেষণালব্ধ ফল আমাদের গ্রামাঞ্চলে ও বস্তির দুর্গত অঞ্চলের শিশুরা কিভাবে শিক্ষা

নোট

থেকে বিচ্ছিন্ন, তা স্পষ্ট করে দেখায়। এসব শিশুরা হয় স্কুলে ভর্তি হয় না, নতুবা স্কুলছুট। আবার গবেষণা এও প্রমাণ করেছে এইসব শিশুরা বিদ্যালয়ে এলেও প্রায় কিছুই শেখেনা। তাই আধুনিক বিচারে দরিদ্র, অবহেলিত, বঞ্চিত, বস্তিবাসী ও ভূমিহীন কৃষক পরিবারের শিশুদের শিক্ষাখাতে যোগ করার প্রয়োজন অসীম। এছাড়াও আছে পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠী যেমন তপশিলী জাতি, উপজাতি ও মহিলা অগ্রসরণের শিক্ষা। এইসব জাতিগোষ্ঠীকে আওতাভুক্ত করা গেলে তারাই নিজেদের সমস্যা আরো ভালো করে সকলের সামনে তুলে ধরে সমাধানের পথ ও নির্দেশ করতে পারবে। রাজ্যকেও যথাযথ হস্তক্ষেপ ও কার্যকারিতা গ্রহণ করতে হবে।

অল্পকথায় বলতে গেলে সম্প্রদায়কে শিক্ষাক্ষেত্রে যুক্ত করলে যে যে উদ্দেশ্যসাধন সম্ভব, তা হল :

- সম্প্রদায়ের যোগদান দ্বারা আর্থিক, মানসিক ও বস্তুগত সম্পদের সঠিক ব্যবহার এবং তার দ্বারা শিক্ষাব্যবস্থাকে ফলপ্রসূ করা যায়।
- শিক্ষাকে সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের সমস্যা সমাধানে, চাহিদা-পরিতৃপ্তিতে, আশা-আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার কাজে ব্যবহার করা সম্ভব। বিশেষত সমাজের দুর্বলতার অংশের ক্ষেত্রে সম্প্রদায়ের যোগদান খুবই ফলপ্রসূ।
- শিক্ষাসংস্থার ক্ষেত্রে সম্প্রদায়ের যোগদানের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এই ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণেও সম্প্রদায়ের অবদানের ভূমিকা অনস্বীকার্য।
- সম্প্রদায়ের যোগদানের ফলে শিক্ষকেরা সর্বদা সাবধান, সচেতন ও সংবেদনশীল থাকেন।

অগ্রগতি পরীক্ষা করুন—

1. শিক্ষার সম্প্রদায়ের যোগদানের গুরুত্ব পর্যালোচনা কর।

4.3.4 শিক্ষাক্ষেত্রে সম্প্রদায়ের অবদান :

RTA এ SSA এর বলবতকরণ সম্প্রদায়ের সমর্থন দ্বারা সম্ভব। পূর্বে উল্লিখিত বিভিন্ন ভাবে শিক্ষাকার্যে সাহায্য ছাড়াও সম্প্রদায় আর্থিক সাহায্য প্রদান, প্রশাসনিক সাহায্য ও শিক্ষাসহযোগী সাহায্যও প্রদান করে। প্রসঙ্গতঃ সম্প্রদায়, বিদ্যালয়ের ও শিক্ষকদের শিক্ষাদান কার্য পর্যবেক্ষণে খুবই বিশ্বাসপরায়ণ ও নির্ভরযোগ্য।

নোট

নজরদারি হিসাবে সম্প্রদায়/প্রেসার গ্রুপ (Community as a watchdog pressure group)

সম্প্রদায়ের কাজ হল বিদ্যালয়ের শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক ও অধ্যক্ষের কাজের তত্ত্বাবধান করা। নীচের উদাহরণের সাহায্যে আমরা দেখতে পাবো কি করে সম্প্রদায়ের হস্তক্ষেপ একজন প্রধান শিক্ষককে ট্রান্সফারের বা বদলির হাত থেকে বাঁচায়।

কেস স্টাডি : 2 চাপসৃষ্টিকারী দল হিসাবে সম্প্রদায় সম্প্রদায়ের যোগদানের প্রভাবটি খুব প্রবলভাবে লক্ষ্য করা যায়। হরিয়ানার জিন্দ্ জেলায় ধামতান গ্রামে। স্কুলের সঙ্গে সম্প্রদায়ের সংযুক্তি প্রকৃতপক্ষে সেখানে প্রধানা শিক্ষিকা কুমারী জ্যোতি শেডকন্দের অবিরাম প্রচেষ্টার ফল। তিনি শিশুদের ভর্তির অনুষ্ঠান, নিয়মিত পরিচালন সমিতির মিটিং ইত্যাদিতে সম্প্রদায়কে নের্তৃত্ব পদ দান করেন। সম্প্রদায় ও প্রতিদিন বিদ্যালয়ে উপস্থিত থেকে শিক্ষকদের অনুপস্থিতির খবরাখবরহ করত, এতে স্কুলের গুণগত মান উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের ভর্তির সংস্থা প্রচুর বেড়ে যায়। প্রধান শিক্ষিকার উদ্যোগে গোষ্ঠী অঙ্ক, বিজ্ঞান, ইংরাজী ইত্যাদি বিষয়ের জন্য পার্শ্বশিক্ষক নিয়োগ করেও গ্রাম-পঞ্চায়েত শিক্ষকদের বেতনের দায়িত্ব নেয়। এলাকার বেসরকারী স্কুলগুলি এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হতে আরম্ভ করে। কারণ অভিভাবকেরা ক্রমবর্ধমান হারে শিশুদের সরকারী বিদ্যালয়ে ভর্তি করতে থাকেন। সরকারী স্কুলের খ্যাতি ও মর্যাদা বেড়ে যায়। শেষে রাজনৈতিক সংযোগের দ্বারা বেসরকারী স্কুলের পরিচালন সমিতি সংশ্লিষ্ট প্রধানা শিক্ষিকাকে দূরে ট্রান্সফারের ব্যবস্থা করে। কিন্তু এই অবস্থায় পাশে দাঁড়ায় সম্প্রদায়ই। তারা স্থানীয় বিধায়কের ওপর চাপ সৃষ্টি করে ট্রান্সফারের আদেশকে বালিত করায়। এই ঘটনাটি বিদ্যালয়-শিক্ষার সমস্যা সমাধানে সম্প্রদায়ের ভূমিকার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। ঘটনাটি পি এইচ ডি স্কলার শ্রীমতী কমলেশের ক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত।

সম্পদ (Community as a Resource) :

সাধারণভাবে দেখা যায় যে অভিভাবকেরা শিশুদের পড়াশুনা সম্বন্ধে সচেতন এবং নিজেদের সহযোগিতা দ্বারা শিক্ষার অগ্রগতিতেও উৎসাহী। যেখানে শিক্ষাক্ষেত্রে বাধা যেমন শিক্ষকদের অনুপস্থিতি ও পঠনপাঠনে অবহেলা জাতির সমস্যায় সম্প্রদায়ের সদস্যরা শিক্ষকদের কাজের পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করতে পারে। প্রয়োজনে অভিভাবকেরা এগিয়ে এসে ক্লাস নিয়েছেন, এমনও দেখা গেছে। অভিভাবকেরা শিশুদের বাস্তবধর্মী জ্ঞান ও দক্ষতা দান করতে সক্ষম। নীচের ঘটনা প্রমাণ করবে সম্প্রদায়ের এ ব্যাপারে অবদান কতখানি।

কেস স্টাডি : 3 : বাস্তবধর্মী শিক্ষাবিধানে গোষ্ঠীর অবদান। বাইসাইকেলের ক্রিয়া ও কর্মপদ্ধতি অনেক স্কুলের কার্যসূচীর অন্তর্গত। কিন্তু দেখা গেছে, যদিও প্রায় সব শিক্ষকই বাইসাইকেল করে স্কুলে আসেন, কেউই তার কার্যপদ্ধতি বর্ণনা করতে পারেননি। তাই একবার এক বাইসাইকেল মিস্ত্রিকে স্কুলের পক্ষ থেকে সম্পন্ন ব্যক্তি বা রিসোর্স-পার্সন হিসাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়, তিনি বাইসাইকেলের বিভিন্ন অংশ ও তার কার্যপদ্ধতি প্রদর্শন করেন। এই উদ্যোগ এরপর বিভিন্ন স্কুলেও

নোট

অনুসরণ করা হয়। একইভাবে বোঝা যায় অভিভাবকেরাও জীবনধারণের প্রয়োজনীয় ও বাস্তবমুখী শিক্ষাদানে সক্ষম।

4.3.5 প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয় পাঠ্যক্রম ও শিক্ষণীয় উপাদান গঠন :

দেখা গেছে অভিভাবক ও সম্প্রদায়ের হস্তক্ষেপের ফলে পাঠ্যক্রম সহরজতর ও আনন্দদায়ক হয়ে ওঠে, কারণ তা প্রতিদিনের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে গড়ে তোলা হয়। যখন শিশুরা পাঠ্যবই বা অন্যান্য উপকরণ ব্যবহার করে তখন তারা অনায়াসেই যা তারা জানে তার সঙ্গে যা তারা শিখছে তার যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। নীচে একটি অনুরূপ দৃষ্টান্ত দেওয়া হল।

কেস স্টাডি 4 : [অভিভাবকের দ্বারা ক্রিয়াধর্মী শিক্ষা]

একবার মহারাষ্ট্রের চন্দ্রপুর জেলায় বকেরা ও ইয়োতমলের দুটি গ্রাম যথাক্রমে ভেন্দা ও ঘেরাখিন্ডিতে বালবিজ্ঞান উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে অভিভাবকেরা সংগঠনের কাজে সহায়তা করেন। অনুষ্ঠানে মায়েদের উৎসাহ বেশী করে লক্ষ্য করার মতো। তাঁরা তাঁদের শিল্পকলা প্রদর্শন করেন ছবি আঁকা, মাটির কাজ ও সেলাইয়ের মাধ্যমে শুধু তাই নয়, তাঁরা পাশাপাশি শিশুদের এগুলির শিক্ষাও দিতে থাকেন। মায়েদের এই উৎসাহ শিক্ষকদের এটা বুঝতে সাহায্য করে গোষ্ঠীসাহচর্য ও বাস্তবধর্মী শিক্ষার গুরুত্ব শিশুর জীবনে কতখানি। শিক্ষকেরাও এরপর ক্রিয়াধর্মী পঠনপাঠনের দিকে মনোনিবেশ করেন।

শস্যের গঠন ও কৃষিবিষয়ক পাঠদানের সময় শিক্ষকেরা লক্ষ্য করেন পাঠ্যবইয়ে দেওয়া জ্ঞান ও তথ্যাদি যথেষ্ট নয়, তাঁরা এও লক্ষ্য করেন যে অঞ্চলের কৃষিপদ্ধতি পাঠ্যবইতে বর্ণিত কৃষিপদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তাই তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন যে অভিভাবকদের মধ্যে যাঁদের পেশা কৃষিকার্য, তাঁদের সাহায্য নেওয়া হবে, কিছু কৃষক অভিভাবককে যেমন স্কুলে আমন্ত্রণ জানানো হল, তেমনি শিক্ষকদের একটা অংশ কৃষক অভিভাবকদের খামার বাড়িতে গেলেন এবং চাষের জমি ঘুরে দেখলেন।

দুটি ক্ষেত্রেই কিন্তু কৃষক অভিভাবকদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হল এবং কৃষিজমি ও কৃষিকার্য পর্যবেক্ষণ ও সাক্ষাৎকার থেকে পাওয়া জ্ঞান আহরণ করলে শিশুরা এবং শিক্ষকেরাও বুঝলেন যে শিক্ষা জীবন-অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংযুক্ত থাকা খুবই জরুরী। কারম তা শিশুর পরিবেশ নির্ভর। অন্যদিকে অভিভাবকেরাও স্কুলের সঙ্গে ভাব আদান-প্রদানের সুযোগ পান।

4.3.6 সমস্যাগুলি চিহ্নিতকরণ ও তা দূরীকরণ :

গোষ্ঠী শিক্ষাক্ষেত্রে সমস্যাগুলিকে সনাক্ত ও ব্যাখ্যা করতে পারে, যেমন স্কুলে শিক্ষার্থীদের পড়াশুনার ফলাফলের অবসনক প্রভৃতি। অনেকক্ষেত্রেই অভিভাবক ও গোষ্ঠী একত্রে শিক্ষা বহির্ভূত শিশুদের খুঁজে বার করে তাদের স্কুলে ভর্তির ব্যাপারে সাহায্য করেন।

নোট

অগ্রগতি পরীক্ষা করুন—4

1. উদাহরণসহ বোঝাও গোষ্ঠীর অবদান শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে কতটা?

---

2. তোমার কি মনে হয় অভিভাবক ও গোষ্ঠী একত্রিত হয়ে পাঠ্যক্রম নির্মাণ যুক্তিযুক্ত? কেন?

4.4 গোষ্ঠীর যোগদান কিভাবে শিক্ষার মনোন্নয়ন করে?

নিম্নলিখিত ঘটনার সাহায্যে এই সত্যিটি প্রমাণ করা যায়—

কেস স্টাডি-5 সম্প্রদায় কর্তৃক সম্পদের :

চিত্রদুটি জেলার কোন্ডলাহাল্লি এ. কে. কলোনী, মলকালামুরু তালুকের স্কুলটি কিন্তু শিক্ষার্থীদের চাহিদা ও পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছে। শিক্ষার্থীরা সবাই ছোট্ট গ্রামের ছোট একটি সম্প্রদায়ভুক্ত। এই স্কুলটিও অন্যান্য অনেক স্কুলের মতোই শিক্ষার্থীদের অত্যাবশ্যকীয় সুবিধা দিতে অসমর্থ হয়েছিল। শিক্ষার্থীর তুলনায় শ্রেণীকক্ষের সংখ্যা ছিল নগণ্য। তাই শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীর ঠাসাঠাসি ভীড়, খেলার মাঠের অভাব ও স্কুলছুটের সংখ্যাবৃদ্ধিই এই স্কুলটির বৈশিষ্ট্য ছিল। তাই একদিন স্কুলে কমিটির সদস্যরা পঞ্চায়েত স্তরে প্রশিক্ষণ শেষ করেই বিষয়টি নিয়ে লেগে পড়লেন। তাঁরা জেলা পঞ্চায়েতে গিয়ে স্কুল সম্পর্কিত ধারণা পেশ করলেন। ফলতঃ জেলা পঞ্চায়েত বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে 24,000 টাকা মঞ্জুর করেন। এই টাকায় স্কুল মেরামতি সম্পন্ন হয়। তারপর এই সদস্যগণ বিষয়টিকে তালুক পঞ্চায়েতের কাছে নিয়ে গিয়ে অধিকসংখ্যক শ্রেণীকক্ষ নির্মাণের প্রয়োজন তুলে ধরেন। এই ক্ষেত্রেও সর্বশিক্ষা অভিযানের আওতায় একটি শ্রেণীকক্ষ নির্মিত হয়। বিদ্যালয় সমিতি এরপর গোষ্ঠীর দ্বারস্থ হন এবং তাদের সহায়তায় 5000 টাকা ব্যয়ে একটি জলট্যাঙ্ক নির্মিত হয়। এরপর গোষ্ঠীর প্রচেষ্টায় তহবিল গঠন করে শৌচাগার নির্মাণ করা হয়। সবশেষে সমিতি স্কুলছুট রুখতে গোষ্ঠীর সাহায্যের প্রয়োজন অনুভব করে এই কাজে সাফল্য লাভ করেন। (প্রাথমিক শিক্ষায় কর্ণাটকে দয়ারামে নাগরিকের উদ্যোগ প্রথায়ত্নের অভিজ্ঞতা থেকে (An inperience from prayayatra, The citizen's Initiative on Elementary Education in Karnataka cited in Dayaram. বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি ও শিক্ষার অধিকার 2009) নিম্নলিখিত তালিকাটি দেখলে RTE বর্ণিত ও SSA দ্বারা বাস্তবায়িত

নোট

পঠন-পাঠনে গোষ্ঠীর অবদানের ধারণা পাওয়া যায়।

- বিদ্যালয়-বহির্ভূত শিশুকে চিহ্নিতকরণ
- শিক্ষার আওতায় সব শিশুকে আনা, তাদের স্কুলে ভর্তি করা ও শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের স্থায়ী করে ধরে রাখা
- শিক্ষার সুফল ও স্কুলে ভর্তির সপক্ষে প্রচার চালানো
- বিদ্যালয়ের প্রয়োজনে অর্থ সংগ্রহ
- শিক্ষার্থীদের প্রত্যহ উপস্থিতি ও স্কুল শিক্ষার সমাপ্তকরণ নিশ্চিত করা
- বিদ্যালয়ে উপলব্ধ সুবিধাগুলির নির্মাণ, মেরামতি ও মানোন্নয়ন
- শিক্ষক নিয়োগ ও সমর্থন
- বিদ্যালয়ের অবস্থান ও কার্যসূচী সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ
- শিক্ষকদের উপস্থিতি ও কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ
- বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য পরিচালন সমিতি গঠন
- সিটিংএ সক্রিয়ভাবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের পঠন-পাঠনমূলক অগ্রগতি ও শ্রেণীকক্ষের আচরণ সম্বন্ধে জানা
- দক্ষতাবৃদ্ধির নির্দেশ ও স্থানীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধীয় তথ্যাদি
- পঠন-পাঠনের কাজে শিক্ষার্থীদের সহায়তা দান
- মেয়েদের শিক্ষাকে সমর্থন দান ও তার প্রসার ঘটানো
- স্কুল উপযোগী ক্যালেন্ডার তৈরী
- স্কুল চালানোর প্রয়োজনীয় বাজেট স্কুলের হাতে তুলে দেওয়া
- ব্লক, জেলা ও বিদ্যালয়ের মধ্যে সংযোগসাধন

অগ্রগতির পরীক্ষা—5

1. RTE দ্বারা নিয়ন্ত্রিত শিক্ষায় সম্প্রদায়ের শিক্ষাক্ষেত্রে কার্যকারিতা উদাহরণসহ উল্লেখ কর

---

2. মহারাষ্ট্রে সম্প্রদায়ের যোগদান কিভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে? এ ধরনের ঘটনার নজির ভারতের অন্যান্য রাজ্যে খুঁজে বার বার।

নোট

শিক্ষায় গোষ্ঠীর যোগদানের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রসমূহ

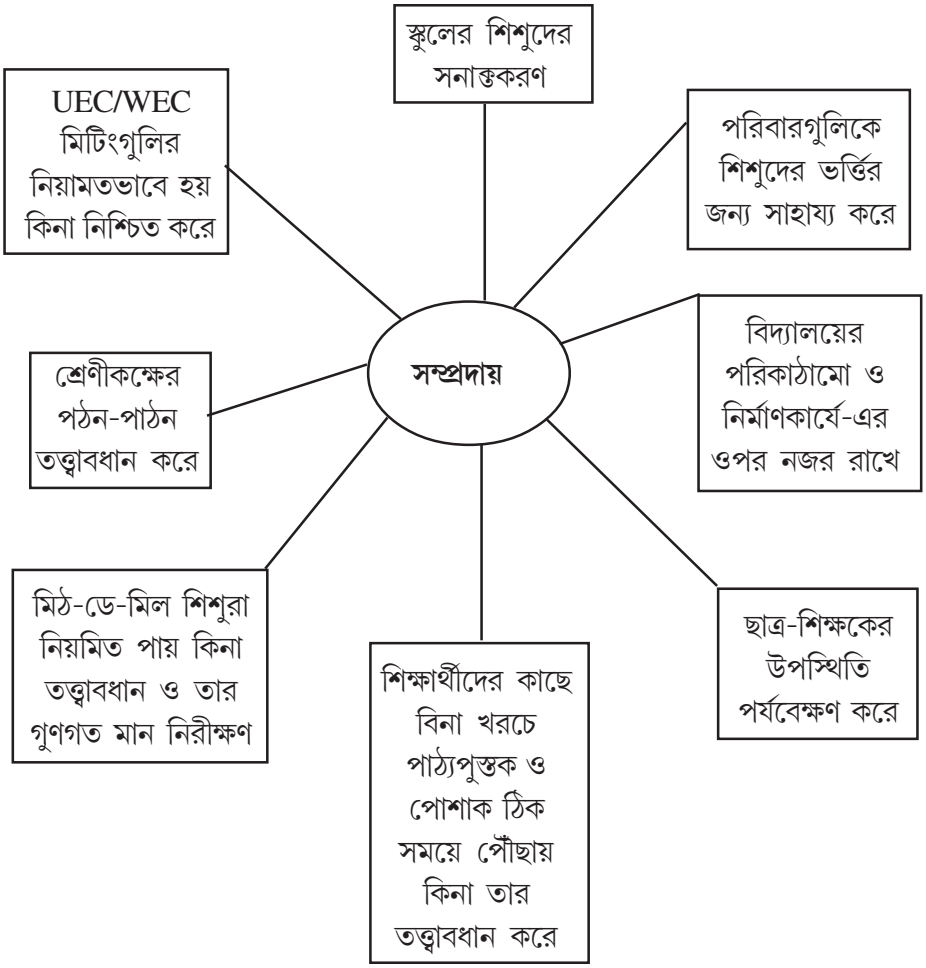

SSA/RTE এর আওতাভুক্ত গোষ্ঠী যোগদানের প্রথাসিদ্ধ গঠন

আমাদের দেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ হওয়ায় এখানে প্রতিটি রাজ্যেই গ্রামীণ শিক্ষা সমিতি ও বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি আছে এবং তাদের আবার জায়গায় জায়গায় নিজস্ব নামও আছে। কিন্তু তাদের দায়িত্ব ও ক্ষমতার প্রকৃতি সমান। এইসব সমিতির গঠন ও কার্যকারিতা আলোচনা করা হল।

4.5 গ্রামীণ শিক্ষা সমিতি (VECs)

গ্রামীণ শিক্ষা সমিতিগুলিকে স্কুলছুট ও বিদ্যালয় বহির্ভূত শিক্ষার্থীদের সনাক্তকরণের ভূমিকা দান করা হয়েছে। VECs দ্বারা করা তথ্য পরিসংখ্যান অনুযায়ী বিদ্যালয়ের উপস্থিতির খাতা তৈরী হয়। স্কুলছুট ও স্কুল-বহির্ভূত ছাত্রছাত্রীদের নামের তালিকা সেই খাতায় থাকে। তাদের খুঁজে বার করে বিদ্যালয়ের শিক্ষার সুবিধা দেওয়া হয়।

Village School Committees বা গ্রামীণ শিক্ষা সমিতিগুলিকে যে কাজগুলি করতে হয়, তা হল—

- স্কুলে আয়োজিত বিভিন্ন কার্যাবলী সংগঠন করা যেমন স্কুলে ভর্তি, সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য আয়োজিত বিভিন্ন প্রচারধর্মী কার্যাবলী, শিক্ষামেলা, মা-বেটি মেলা, কিশোরী মেলা ইত্যাদি। এইসব কার্যাবলীর উদ্দেশ্য হল প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি গোষ্ঠীর সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
- নির্মাণকার্যেও VEC গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দায়িত্বগুলি হল বিভিন্ন দ্রব্যাদি কেনা ও কাজের তত্ত্বাবধান করা
- নিয়মিত ভর্তির হার লক্ষ্য করা, উপস্থিতি, শিক্ষাক্ষেত্রে পঠন-পাঠন জনিত সাফল্যের ধারা অব্যাহত রাখা ও তার উৎকর্ষ বৃদ্ধি
- VEC স্টক রেজিস্টার ও হিসাব বই (ক্যাশবুক) সংরক্ষণ করে। স্কুলের প্রয়োজন ও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে রক্ষণাবেক্ষণ অনুদান (মেনটেনেন্স গ্রান্ট) বন্টনের ব্যবস্থা করা
- কোনো কোনো রাজ্যে যেমন জম্মু কাশ্মীরে VEC পার্শ্বশিক্ষক নিয়োগের কাজে অংশ নিয়েছে। এছাড়াও শিক্ষকদের কাজকর্ম দেখাশুনো করে তাদের স্থায়ীকরণের বিষয়টিও VEC এর সুপারিশ মেনেই করা হয়।
- ছাত্রদের উপস্থিতি ও শিক্ষকদের অনুপস্থিতির বিষয়টির ওপর নজর রাখা
- স্কুলবাড়ী সংরক্ষণ করা
- বাসস্থান নির্মাণ ও বলবৎ করা/স্কুল স্তরের বাৎসরিক কার্য পরিকল্পনা অর্থাৎ ক্ষুদ্র পরিকল্পনা বা মাইক্রো প্ল্যান প্রতি বছর SSAর অধীনে করা হয়। এর একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন করা। (ইউনিভার্সালাইজেশন অফ এলিমেন্টারারী এডুকেশন (UEE)।
- বিদ্যালয়ের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য সম্প্রদায়কে টাকা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস দিয়ে সাহায্য করার জন্য অনুপ্রাণিত করা।

কেস স্টাডি—6 VEC উত্তরপ্রদেশ

প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত VEC থাকা আবশ্যিক। পঞ্চায়েতে সব প্রাথমিক ও জুনিয়র সরকারী বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত একটিমাত্র VEC, VECতে সদস্যসংখ্যা 5 জন। VECর প্রধান হলেন গ্রাম প্রধান যিনি গ্রাম-সরকার প্রধান দ্বারা নির্বাচিত হন। অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে আছেন বিভিন্ন স্কুলের সবচেয়ে বর্ষীয়ান প্রধান শিক্ষক এবং তিনজন অভিভাবক যাঁদের ছেলেমেয়েরা এই স্কুলগুলিতে পড়ে। VEC প্রধান এবং প্রধান শিক্ষক যুগ্মভাবে স্কুলের অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করেন। এই হিসাবের মধ্যে আছে স্কুলের বার্ষিক অনুদান বা স্কুলবাড়ী মেরামতি ও সংরক্ষণের খাতের জন্য ব্যবহার হয়। এছাড়াও আছে অন্যান্য প্রয়োজন-স্কুলবাড়ীর উন্নতি, পঠন-পাঠনে ব্যবহৃত উপাদান খাতে খরচ, স্কুলের পোশাক, অসামাজিক কার্যাবলী শ্রেণীকক্ষ, শৌচাগার, পানীয় জল ও চুক্তিভিত্তিক শিক্ষকদের (Contract teachers) বেতন। গ্রাম পঞ্চায়েতের অ্যাকাউন্ট যেটিকে VEC প্রধান যাচাই করে নেন, তা মেধাবী ছাত্রদের জন্য জলপানি তহবিল (scholarship fund) ও মিড-ডে-মিল তহবিল এর অর্থ লাভ করে। VECর কাজ হল গ্রাম-পঞ্চায়েত ও স্কুল অ্যাকাউন্টে আসা অর্থের সঠিক পরিচালনা ও পর্যবেক্ষণ, সদ্ব্যবহার ও এই তহবিল

নোট

ব্যবহারের জন্য সম্মতি দান, প্রয়োজনে অসামরিক ও অন্যান্য খাতের জন্য অতিরিক্ত তহবিলের জন্য আবেদন করা এবং চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক যাদের শিক্ষা-মিত্র বলা হয়, তাদের বাছাই করা। চুক্তিটি 10 মাসে এবং পরের বছর তার নবীকরণ হবে কিনা তাও VEC স্থির করে। VEC সদ্যের 2/3 অংশের সমর্থন দ্বারা চুক্তি চলাকালীন কোনো শিক্ষা-মিত্রকে বোঝানো সময়ে বহিষ্কার করা যায়।

উপরের ছবিতে আমরা কি পাই? কি ধরণের মিটিং চলছে অনুমান কর।

চিত্র : 1. গ্রামীণ শিক্ষা সমিতির গঠন ও ভূমিকা

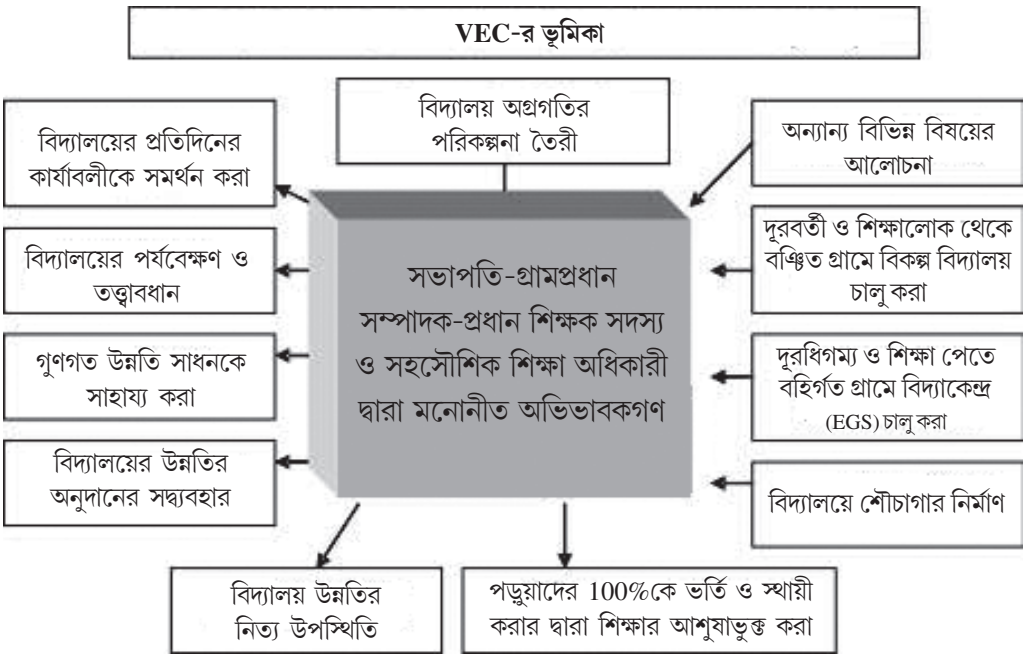

নোট

কেস স্টাডি—7 গ্রামীণ শিক্ষা কমিটির কার্যাবলীর ওপর আলোকপাত

হরিয়ানা রাজ্যের ঝিন্দ (Jind) জেলার নরওয়ানাতে নবগঠিত SMC র কার্যাবলী এইসব প্রথাসিদ্ধ সমিতির কার্যাবলী নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তোলে। এখানে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করে শিক্ষা দপ্তর নির্দেশিত পথেই SMC গঠিত হয়েছে, এবং SMC গঠনের জন্য যে মিটিংগুলি হয়েছিল তাও স্কুল কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা করে দেখেছে। কিন্তু দেখা গেছে যে সব সদস্যের সই বা টিপছাপ (নিরক্ষরের ক্ষেত্রে) স্কুলের নথিতে রয়েছে তারা ওই মিটিং-এ উপস্থিত থাকার কথা অস্বীকার করেছেন। তারা বলেন স্কুলের শিক্ষকরা বাড়ী বাড়ী ঘুরে তাদের ওই স্বাক্ষর জোগাড় করেছেন। তারা কেউই SMC তৈরীর উদ্দেশ্যের ব্যাপারে অবহিত হন নি। এছাড়াও আছে নারীপুরুষ প্রসঙ্গ যেটি আশ্চর্যজনকভাবে শহরাঞ্চলেও উঠে এসেছে, স্থানীয় পৌর প্রতিনিধি (মিউনিসিপ্যাল কমিটির সদস্য) একজন মহিলা, এবং তার সব কাজই সামলাতেন ভদ্রমহিলার স্বামী। সেই মহিলাও SMC গঠন সম্পর্কিত কোনো প্রশ্নেরই জবাব দিতে পারলেন না, যদিও তাঁর স্বাক্ষরও নথিতে দেখা যাচ্ছিল। তিনি পরিষ্কার ও দ্বর্থ্যহীন ভাষায় বললেন 'আপনারা আমার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করে নিন। আমি শুধু কাগজে সই করেছি।' তাহলে এইসব সমিতিগুলি থেকে কি-ই বা আশা করা যায় এটি বিবৃত করেছেন জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর হিস্টোরিকাল স্টাডিজ এর পি. এইচ. ডির ছাত্র কমলেশ নরওয়ানা।

অগ্রগতির পরীক্ষা—6

1. RTE কে ফলপ্রসূ করতে গ্রামীণ শিক্ষা সমিতির কার্যাবলী বর্ণনা কর।

---

2. আপনার এলাকায় VEC/ওয়ার্ড শিক্ষা কমিটি তৈরী হয়েছে কি না খুঁজে তা উল্লেখ করুন।

কার্যাবলী-1

1. গ্রামীণ শিক্ষা সমিতির মিটিংটিতে যান ও লক্ষ্য করুন।
2. আপনার এলাকায় কতদিন পরপর এই মিটিং হয়?
3. রেজিস্টার মিলিয়ে দেখুন মিটিং-এ নেওয়া সিদ্ধান্তগুলিকে কার্যকরী করা হয়েছে কিনা।

4.6 বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি (SMC) অভিভাবক শিক্ষক সমিতি

কিছু রাজ্য যেমন কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ ইত্যাদিতে বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির গঠনকে 'বিদ্যালয়

নোট

উন্নয়ণ ও নিরীক্ষণ সমিতি (School Development and Monitoring Comittee SDMC)/ অভিভাবক শিক্ষক সমিতি নামে অভিহিত করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হল সম্প্রদায়ের মালিকানা ও সহযোগিতাকে শিক্ষাক্ষেত্রে সুনিশ্চিত করা।

SMC র গঠন :

RTE র নির্দেশানুযায়ী SMC সদস্যদের 75% অভিভাবকদের মধ্য থেকে হবেন যার মধ্যে 50% ই হবেন মহিলা।

গ্রাম বা ওয়ার্ডের জনসংখ্যার ভিত্তিতে দুর্বলতর শ্রেণির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা উচিত।

বাকী এক চতুর্থাংশ (25%) প্রতিনিধিত্ব করবেন এইভাবে যেমন এক তৃতীয়াংশ স্থানীয় প্রশাসন থেকে, এক তৃতীয়াংশ স্কুল শিক্ষক থেকে এবং বাকী এক তৃতীয়াংশ শিক্ষানুরাগী শিক্ষার্থী থেকে।

4.6.1 SMC/PTA এর মূল কার্যাবলী :

- RTE নির্দেশিকা অনুযায়ী বিদ্যালয় উন্নয়ণ পরিকল্পনা (SDP)
- SDP এর প্রয়োগকে সমর্থন ও তত্ত্ববিধান
- আর্থিক, পরিচালন ব্যবস্থা ও শিক্ষায় অগ্রসরতার তত্ত্বাবধান ও নিরীক্ষণ
- শিক্ষকের প্রত্যহ উপস্থিতি ও সময়ানুবর্তিতাকে সুনিশ্চিত করা
- প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষকদেরও সাধারণ ছুটি ও অন্যান্য ছুটি অনুমোদন
- অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও আসবাব বিক্রির জন্য নিলামের ব্যবস্থা করে প্রাপ্ত অর্থ বিদ্যালয় তহবিলে পাঠানো সুনিশ্চিত করা।
- বিদ্যালয়ের জমিতে উৎপাদিত ফসলের নিয়মিত নিলামে বিক্রি করা, এবং ওই অর্থ বিদ্যালয় তহবিলে প্রেরণ করা।
- স্কুল ছুটদের বিদ্যালয়ে নিরিখে আনতে ভর্ত্তি প্রক্রিয়া ও ব্রীজ কোর্সকে সবল রাখা।
- নির্মাণকার্য তদারক করা
- অভিভাবকেরা শিশুদের ভর্তি করছেন কিনা ও নিয়মিতভাবে স্কুলে পাঠাচ্ছেন কিনা সুনিশ্চিত করা।
- বিভিন্ন বিষয়ে শিশুদের দক্ষতা অর্জনের বৃদ্ধি নিরীক্ষণ করা
- বিদ্যালয়ের সর্বাঙ্গীন (শিক্ষা বিষয়, প্রশাসনিক ও আর্থিক কার্যাবলী) বিকাশ তদারক ও পর্যালোচনা
- সরকার-প্রদত্ত সবরকম সাহায্য শিক্ষার্থীরা যেন পায়, তা সুনিশ্চিত করা।
- তহবিলের হিসাব ঠিকঠাক রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং এই তহবিলের সদ্ব্যবহার। এছাড়াও সাধারণ মানুষের মধ্যে তহবিলে বণ্টন।
- শিক্ষা সম্বন্ধীয় ঘটনাপঞ্জী ভালোভাবে সংরক্ষণ করা।

SMC সদস্যরা কিভাবে বিদ্যুৎ-সংযোগের মেরামতিতে সহায়ক হয়েছিল নীচের ঘটনাটিতে তা বোঝা যায়।

নোট

কেস স্টাডি—8 ওড়িশার নুয়াপাড়ায় SMC সফল প্রচার

রোডেন ব্লকের কমলামল বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আগে ছোটখাটো দুর্ঘটনায় অভ্যস্ত ছিল, কারণ ট্রান্সফর্মারের সঙ্গে লাগানো 1100 kv তার ছিল স্কুলের প্রাঙ্গণের মধ্যেই। বিদ্যালয় বিকাশ পরিকল্পনার প্রাশিক্ষণের সাহায্যে SMC সদস্যরা তাঁদের দাবী পেশ করেন উপরিউক্ত সমস্যা সমাধানের জন্য। এই দাবীটি ছিল স্থানীয় কালেক্টর ও জেলা শিক্ষা আধিকারিক (District Education Officer) কাছে জানানো একটি ফলপ্রসূ দাবী। জেলা শিক্ষা আধিকারিক একজন ইঞ্জিনীয়ারকে নিযুক্ত করে বিষয়টি খতিয়ে দেখতে বলেন ও ট্রান্সফর্মারটি সরানোর জন্য একলক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়।

অগ্রগতির পরীক্ষা—7

1. SMC-র কার্যকারিতা সম্বন্ধে যা জান লেখ।

---

2. তোমার অঞ্চলের বিদ্যালয়ে অভিভাবক-শিক্ষক সমিতি আছে কিনা, খুঁজে বার কর।

---

3. SMC/PTAs কি মিটিং এর আয়োজন করে? যদি হ্যাঁ, তবে তা বছরে কতবার?

4.7 রাজ্যব্যাপী সম্প্রদায়ের যোগদান অভিমুখী উদ্যোগ

UEE অর্জন করার জন্য সম্প্রদায়ের উদ্যোগের কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া হল যাতে সম্প্রদায়ের যোগদানের ধরণ সকলের কাছে পরিষ্কার হয়।

অন্ধ্রপ্রদেশ :

- মেদেদের জন্য বাল-মিত্র কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে যাতে মেয়েদের প্রয়োজনের সঙ্গে তা তাল মেলাতে পারে। এছাড়াও সেখানে অভিভাবকেরা শিক্ষক নির্বাচন, কেন্দ্র পর্যবেক্ষণ ও শিক্ষকদের বেতন স্থির করার কাজেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন।

আসাম :

- প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষক পরিবর্তন
- প্রতিবন্ধী শিশুদের অভিভাবকদের অনুপ্রাণিত করা যাতে তাঁরা সন্তানদের স্কুলে ভর্তি করেন।

নোট

- বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য একত্রিত তহবিলকে সচল রাখা।

বিহার :

- শিক্ষার্থীরা যেন প্রত্যহ স্কুলে আসে তার জন্য সবরকম সাহায্য ও ভাষা অনুমোদন ও তত্ত্বাবধান।
- খরচ অনুপাতে ফলপ্রসূ বিভিন্ন নির্মাণ কার্য

দাদরা ও নগর হাভেলী :

- পানীয় জলের সুবিধা
- ভর্ত্তির অনুষ্ঠান (শালা প্রবেশ উৎসব) [Shala Pravesh Utsav]

গুজরাট :

- প্রথম দিকে গড়ে ওঠা শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ কেন্দ্রগুলি (Child care centre) পরিচালনা করে সখী, সহযোগিনী এবং অঙ্গনওয়াড়ি। এই সমিতিগুলি কেন্দ্রগুলিকে পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণ করে এবং স্থানীয় উৎসবে (অর্থ ও দ্রব্যাদি উভয়ই) সচল রাখে।
- শিক্ষা উপযোগী জিনিসপত্র যেমন আসনপট্ট (মাদুর), বই, নোটবুক, কলম, পেনসিল ও হালকা জলখাবার বিতরণ করে বিকল্প বিদ্যালয় ব্যবস্থার (Alternative Achooling system) আওতাভুক্ত শিশুদের সাহায্য করে।

হরিয়ানা :

- ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতি ও শিক্ষকদের নিয়মনিষ্ঠা নিরীক্ষণ করে।
- শিশুরা যেন সাহায্য যথাসময়ে পায় তার দিকেও নজর রাখে।

হিমাচল প্রদেশ :

- গোষ্ঠী এখানে মিড-ডে-মিল এর গুণগত মান ও শিক্ষার্থীরা তা প্রতিদিন পায় কিনা, তা নজর রাখে।

ঝাড়খণ্ড :

- গ্রামীণ শিক্ষা সমিতি (Village Education Committee) বিদ্যালয় পরিচালনা, শিক্ষকদের উপস্থিতি, ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি, নির্মাণ-কার্য, মেয়েদের স্কুলে ভর্তি। স্কুলের আওতা বহির্ভূত শিশুসংখ্যার হিসাব। শিক্ষক নিযুক্তি ইত্যাদি দায়িত্ব পালন করে।
- অভিভাবক ও শিক্ষক সমিতি নিয়মিতভাবে মিটিং ডাকেন যাতে শিক্ষক ও ছাত্রের অগ্রসরণ উন্নতি ও সমস্যা নজরে পড়ে।
- সাধারণ সভার আয়োজন করে সামাজিক নিরীক্ষা (Social audit) গঠন।
- শিক্ষকের নিয়মিত অনুপস্থিতিতে বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে স্থানীয় শিক্ষক নিযুক্তি। এর উদ্দেশ্য হল বিদ্যালয়ের কার্যকারিতাকে সচল ও বাধামুক্ত রাখা।
- শিশুদের পরস্পরের মধ্যে সংযোগ বাড়ানোর জন্য শিশু-মন্ত্রীসভা গঠন।
- প্রতিবন্ধী শিশুদের চিহ্নিত করে বিদ্যালয়ে ভর্তি করা।

নোট

কর্ণাটক :

- এখানে সঙ্ঘগুলি মহিলা সমখ্য (Mahila Samakhya) থেকে কোন আর্থিক সাহায্য ছাড়াই বালওয়াড়ি (Balwadis) পরিচালনা করে। তবে প্রাথমিকভাবে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা ও স্বেচ্ছাসেবীদের প্রশিক্ষণের জন্য এরা সাহায্য গ্রহণ করে। মহিলা গঠিত এই সব সংঘগুলি শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে।

মধ্যপ্রদেশ :

- গুণগত উৎকর্ষ ও শিক্ষাসাম্য বজায় রাখার জন্য জনশিক্ষা অধিন্যায়ন আইন 2002 (Jan Shiksha Adhinyayan Act 2002) সম্প্রদায়কে শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দুতে স্থান দিয়েছেন।
- গ্রামীণ শিক্ষা রেজিস্টারকে আপডেট করা।
- অনাবাসিক ব্রীজ কোর্সে স্বেচ্ছাসেবীদের নিযুক্ত করা, শহরের বস্তি অঞ্চল ও শিশুশিক্ষা কেন্দ্রে মানব উন্নয়ণ কেন্দ্র গড়ে তোলা।

মণিপুর :

- EGS/AIE কেন্দ্রগুলিতে শিক্ষাস্বেচ্ছাসেবী নিয়োগ করা।

মিজোরাম :

- বাসস্থান প্রকল্প প্রস্তুতি।
- গ্রামীণ শিক্ষা রেজিস্টার রক্ষণাবেক্ষণ

নাগাল্যাণ্ড :

উড়িষ্যা :

- শিশুরা যাতে প্রত্যহ স্কুলে আসে তার জন্য অভিভাবকদের সচেতন করা।
- মেয়েদের স্কুলে ভর্তির জন্য উদ্যোগ
- শিক্ষাবহির্ভূত শিশুদের চিহ্নিত করে তাদের ভর্ত্তির কাজ।
- শিক্ষকের সংখ্যা কম হলে শিক্ষকদের অস্থায়ীভাবে নিয়োগ।

রাজস্থান :

- গোষ্ঠী নিয়মিত শিশুদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিরীক্ষণ করে। প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে শিশুদের সনাক্তকরণের জন্য প্রয়োজনীয় রেজিস্টার আছে যা স্থানীয় শিক্ষকেরাই প্রস্তুত করেন।
- জয়পুর জেলার ভূতেদা গ্রামে একটি স্কুলে শৌচাগার না থাকা সত্ত্বেও তা সরকারী নথিতে দেখানো হয়। নিরীক্ষণ সমিতি এই ভুল তথ্যটি তুলে ধরেন ও তার সংশোধনও করেন।
- সম্প্রদায়ের হস্তক্ষেপে ভূতেদা গ্রামে উচ্চতর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সুজন শিক্ষককে অনিয়মিত উপস্থিতির জন্য বহিষ্কার করা হয়।

নোট

পশ্চিমবঙ্গ :

- নিজ নিজ অধিক্ষেত্রে প্রাক্-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও উচ্চতর প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিশুদের জন্য শিক্ষা পরিকল্পনা গঠন।
- 6-14 বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের জন্য ক্ষুদ্র-স্তরীয় তথ্য পরিসংখ্যান (micro-level data-base) রক্ষণাবেক্ষণ।
- অ্যাকাউন্ট, ভাউচার, ক্যাশবুক, রিপোর্ট সংরক্ষণ

অগ্রগতির পরীক্ষা—8

1. একটি তালিকা তৈরী করে দেখাও ভারতের রাজ্যগুলিতে গোষ্ঠী যোগদান কি কি কাজে যুক্ত।

---

2. তোমার এলাকায় শিশুশিক্ষায় গোষ্ঠী যোগদানের কি কি দৃষ্টান্ত আছে দেখাও।

---

3. গোষ্ঠী যোগদান বাঞ্ছনীয় এমন কিছু অঞ্চল নির্দেশ কর।

4.8 আসুন সংক্ষিপ্ত করি

সংক্ষিপ্তসার : এই ব্লকে শিখাসহ যেকোনো উন্নয়ণমূলক কর্মসূচীতে সম্প্রদায়ের সহযোগিতার গুরুত্ব দেখানো হয়েছে। গোষ্ঠী মালিকানা গোষ্ঠীকে স্থানীয় সমস্যা চিনিয়ে দেয়। শিক্ষাজনিত সমস্যার ক্ষেত্রেও সম্প্রদায় উপযুক্ত কৌশলের বিধান দেয় ও সঠিক সমাধান নির্দেশ করে। এর জন্য তাকে পরিকল্পনা পদ্ধতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে হয়। আলোচনার পর পরিষ্কার লক্ষ্য করা যায় বিশেষত SSA সূচনার পর সম্প্রদায়ের যোগদান কিভাবে শিক্ষাব্যবস্থাকে উন্নততর করে তুলেছে। SSA বিদ্যালয় স্তরে বিভিন্ন সংগঠন গড়ে তুলেছে যেমন পরিচালন সমিতি, অভিভাবক-শিক্ষক সমিতি প্রভৃতি যাতে বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন ও অন্যান্য সব কার্যাবলী ভালো করে লক্ষ্য করা যায়। গ্রামেও পৌরস্তরেও বিভিন্ন গঠন দেখা যায় যেমন গ্রামীণ শিক্ষণ

নোট

সমিতি (village Education Committee) ওয়ার্ড স্তরীয় শিক্ষা সমিতি ইত্যাদি। এরাও শিক্ষা পরিচালনার কাজে যুক্ত।

এই সম্প্রদায়গুলি যেমন শিশুর অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে, তেমনি আবার তা অন্যান্য সম্প্রদায়ের সদস্যদের সঙ্গেও সংযোগ বজায় রাখে। শিক্ষার অধিকারে (RTE) গোষ্ঠী সম্প্রদায় যোগদানের কথা জোর দিয়ে বলা হয়েছে। বিদ্যালয় পরিকল্পনা, পরিচালনা, নিরীক্ষণ ও স্কুলের কার্যাবলীতে এই যোগদানের গুরুত্ব অসীম। শিক্ষক ও প্রশাসককে গোষ্ঠীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে হবে। তবে তা শিক্ষাকে উপযুক্ত লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে।

4.9 অগ্রগতি মাপার উত্তর

অগ্রগতি পরিমাপ-1

1. প্রথাসিদ্ধ ও প্রথাবহির্ভূত
2. প্রথাবহির্ভূত
3. প্রথাসিদ্ধ
4. কার্যাবলী

অগ্রগতি পরিমাপ-2

1. 2001

2. SSAর উদ্দেশ্য হল প্রাথমিক শিক্ষার সার্বজনীনতা অর্জন করা, যা করতে গেলে তাদের শিক্ষাকে সকলের সহজহাস্য করতে হবে, সকলের সহযোগিতা লাভ ও শিক্ষার গুণগত মানের উৎকর্ষ সাধন করতে হবে। SSA নারী-পুরুষ ভেদ ও সামাজিক ভেদাভেদকে দূরে রেখে অগ্রসর হবার কাজে ব্রতী।

3. SSA নতুন বিদ্যালয় খোলা ও উপস্থিত বিদ্যালয়ের উন্নতি সাধন করতে চায়। এছাড়াও অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ, অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়ুক্তি, বাড়তি সাহায্য (যেমন মিড-ডে-মিল) প্রদান, পাঠ্যপুস্তকের উন্নতিসাধন—এই লক্ষ্যকেও সামনে রেখে চলে। শিক্ষার উৎকর্ষবৃদ্ধির জন্য চাকুরিরত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ওপরেও জোর দেয়।

4. বিদ্যালয় স্তরে বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি/অভিভাবক শিক্ষা সমিতি গড়ার প্রস্তাব দান করেছে SSA। গ্রাম/পৌর স্তরে গ্রামীণ শিক্ষা সমিতি/ওয়ার্ডস্তরীয় শিক্ষা সমিতি গড়ার প্রস্তাব তুলে ধরেছে।

5. RTE (1.31 অংশ দ্রষ্টব্য)

অগ্রগতি পরিমাপ-3

1. সম্প্রদায়ের যোগদানের গুরুত্ব (1.3.3 দ্রষ্টব্য)

নোট

অগ্রগতি পরিমাপ-4

1. সম্প্রদায় বলপূর্বক কাজ আদায়ের জন্য সহায়ক একটি শক্তিরূপে কাজ করে। শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা যেমন শিশুকে ভর্তি না করা, স্কুল ছুট প্রভৃতি সমাধানের দিকে নজর দেয়। পাঠ্যক্রম নির্মাণ, শিক্ষা উপাদান ও পাঠ্যপুস্তক গঠন ও আর্থিক ও মানবিক সম্পদ উন্নয়ণেও এর ভূমিকা অনস্বীকার্য।
2. সম্প্রদায়ের কার্যকলাপ (1.4 অংশ দ্রষ্টব্য)

অগ্রগতি পরিমাপ-5

1.
2.

অগ্রগতি পরিমাপ-6

1. গ্রামীণ শিক্ষা সমিতির কার্যসূচী (1.5 অংশ দ্রষ্টব্য)

অগ্রগদি পরিমাপ-7

1. SMC র কার্যসমূহ (1.6.1 অংশ দ্রষ্টব্য)

অগ্রগতি পরিমাপ-8

1. জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য শিশুদের স্কুলে ভর্তির অনুষ্ঠান, প্রতিবন্ধী শিশুদের সনাক্ত ও চিহ্নিতকরণের কাজের জন্য গোষ্ঠী আয়োজিত মেলা বা প্রচারকার্য। অভিভাবকদের অনুপ্রাণিত করা যাতে তাঁরা শিশুদের বিদ্যালয়ে পাঠান। নির্মাণকার্যের তত্ত্বাবধান শৌচাগার, পানীয় জল, বসবাসের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি যা থেকে বিদ্যালয় সম্পর্কিত তথ্যাদি লাভ করা যায়, যেমন শিক্ষা আওতাভুক্ত শিশুর সংখ্যা, বিদ্যালয়ের সংখ্যা ও প্রয়োজনীয় বিদ্যালয় ও শিক্ষকসংখ্যা ইত্যাদি। ছাত্র ও শিক্ষকের উপস্থিতি নজরে রাখা। বিভিন্ন খাতে সাহায্য (incentive) নিরীক্ষণ করা যেমন পাঠ্যবই, স্কুলের পোশাক প্রদান, মিড-তে মিল ঠিকঠাক সকলে পাচ্ছে কিনা তার হিসাব রাখা। হিসাব সংরক্ষণ করা। ব্রীজ কোর্শের জন্য স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করা।

4.10 প্রস্তাবিত সহায়ক পাঠ

Bjork, Christopher ed. (2006) Educational Decentralisation: Asian Experiences and Conceptual Contributions, Springer, Netherland.

Darak G. Kishor, (2008) Community Participation as Resource in Elementary Education, Paper presented at National Seminar on Community and School Linkages: Principles and Practices (March 17-19, 2008), NUEPA, New Delhi.

Dayaram (2011) School Management Committee and the Right to education Act 2009- Resource material for SMC Training, American India Foundation

নোট

Gaysu R.Arvind (2008) Locating Community in School Education: Emerging Perspectives and Practices to Empowered Participatory Governance, Paper presented at National Seminar on Community and School Linkages: Principles and Practices (March 17-19, 2008), NUEPA, New Delhi.

Government of India (undated) Sarva Shiksha Abhiyan- Framework for Implementation. Ministry of HRD, Department of Elementary Education and Literacy, New Delhi.

Govinda. R & Diwan Rashmi (2003) Community Participation and Empowerment in Primary Education, Sage Publications, New Delhi.

Grant A. Carl (1979) Community Participation in Education, Allyn and Bacon, USA

Jayaram, N, (2008) School-Community Relations in India: Some Theoretical and Methodological Considerations, Paper presented at National Seminar on Community and School Linkages: Principles and Practices (March 17-19, 2008), NUEPA, New Delhi.

Kantha V. Vinay & Daisy Narain (2003) Dynamics of Community Mobilisation in Govinda. R & Diwan Rashmi Community Participation and Empowerment in Primary Education, Sage Publications, New Delhi.

Govt. of India (2011) Sarva Shiksha Abhiyan: framework for Implementation (based on the RTE 2009), Ministry of Human Resource Development,Department of school education and Literacy

Khanna Kailash (2007) Evolution of Policies in India in Mukhopadhyay Marmar & Madhu Parhar (ed) Education in India, Shipra, New Delhi.

Mitsue Uemura(1999) Community Participation in Education: What do we know? The World Bank.

Meenai Zubair(2008) Participatory Community Work, Concept Publishing Company, New Delhi.

Pailwar, Veena K.& Mahajan Vandana (2005) Janshala in Jharkhand: An Experiment with Community Invovement in Education, International Education Journal, 2005, 6(3), 373-385.j

Pokhriyal H.C(2008) Communitisation of School Education : Reflections from the Field Paper presented at National Seminar on Community and School Linkages: Principles and Practices (March 17-19, 2008), NUEPA, New Delhi

Priyanka Pandey, Sangeeta Goyal, Venkatesh Sundararaman (2008) Community Participation in Public Schools:The Impact of Information Campaigns in Three Indian State, Policy Research Working Paper 4776, The World Bank, South Asia Region, Human Development Department

নোট

Ramachandran Vimala (2003) Community Participation and Empowerment in Primary Education: Discussion of Experiences from Rajasthan in Govinda. R & Diwan Rashmi Community Participation and Empowerment in Primary Education, Sage Publications New Delhi.

Tharakan P.K. Michael(undated) Community Participation in School Education: Experiments and Experiences under People's Planning campaign in Kerala http://decwatch.org/files/icdd/021.pdf

Vasavi A.R(2008) Concepts and Realities of Community in Elementary Education, Paper presented at National Seminar on Community and School Linkages: Principles and Practices (March 17-19, 2008), NUEPA, New Delhi.

4.11 একক শেষের প্রশ্নাবলী

1. শিক্ষাক্ষেত্রে গোষ্ঠী যোগদানের বিভিন্নরূপে পর্যালোচনা কর।
2. শিক্ষার অধিকার (RTE, আইন 2009) এর লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।
3. গ্রামীণ শিক্ষাসমিতির (VEC) প্রধান কার্যসমূহ গুছিয়ে লেখ।
4. SMC, এর গঠনবিন্যাস সম্বন্ধে আলোচনা কর।